* সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD 1878 REGD NO. C 103

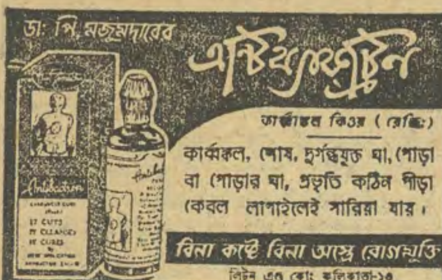

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ২৭৮ সংখ্যা

শনিবার ২ পৌষ, ১৩৭৮ (২৭ অগ্রহায়ণ, ১৮৯৩ শক) Saturday, December 18, 1971

মূল্য : ২২ পয়সা (22 Paise)
শুল্ক : ২ পয়সা (2 Paise)
মোট : ২৪ পয়সা (24 Paise)

শেখ সাহেব কোথায় ? ধানমণ্ডির বাড়িতে শেখ মুজিবরের স্ত্রী। পাশে বাবার ছবির উপর কান্নায় ভেঙে পড়েছে মুজিবরের মেয়ে। বেগম সাহেবার কোলে তাঁর নাতনি, পাশে আর একটি মেয়ে এবং জনৈক আত্মীয়। ছবিটি শুক্রবার সকালে তোলা। চিত্র : তারাপদ ব্যানার্জি

পশ্চিম রণাঙ্গনেও যুদ্ধবিরতি

ইন্দিরাজীর ডাকে ইয়াহিয়ার সাড়া

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর—আজ রাত্রি আটটায় পশ্চিম খণ্ডের যুদ্ধও শেষ। ইয়াহিয়ার যুদ্ধের সাধ মিটেছে। রণং দেহি হুংকারের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অনুগামী হয়ে তিনিও বলেছেন, গুলি থামাও। মিত্র ও মুক্তিবাহিনী গতকাল ঢাকায় স্বাধীন বাংলার বিজয়পতাকা উত্তোলন করেন। নিয়াজির নেতৃত্বাধীন দখলদার সেনারা আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার কিছুক্ষণ পরই স্বেচ্ছায় এককভাবে পশ্চিম রণাঙ্গনেও যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। তিনি আশা করেন, শেষপর্যন্ত পাকিস্তানেরও শুভবুদ্ধি হবে। বিনা প্রয়োজনে রক্তপাত এখন তাঁরাও বন্ধ করবেন। জঙ্গীশাহীর প্রেসিডেনট, জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং ভারতীয় সময় আজ রাত্রি আটটা থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতির আদেশ দিয়েছেন।

আজ বিকালে নয়াদিল্লির মারকিন ও সুইস দূতাবাসের মাধ্যমে পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্ত ভারত সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

অবশ্য তার আগেই সাড়ে তিনটা নাগাদ রেডিও পাকিস্তানের ঘোষণায় বলা হয়, রাত্রি আটটা থেকে পাক সৈন্যরা গুলি চালানো বন্ধ করবে।

রেডিও পাকিস্তানের সংবাদে প্রেসিডেনট এবং প্রধান সামরিক প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের যুদ্ধবিরতির ঘোষণা প্রচারিত হতে থাকে।

আজ রাত্রি আটটা থেকে যুদ্ধবিরতির ভারতীয় সিদ্ধান্ত গতকাল সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির সুইস দূতাবাসের মাধ্যমে পাকিস্তানকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যুদ্ধবিরতি সিদ্ধান্তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে নয়াদিল্লিতে একজন সরকারী মুখপাত্র আজ রাত্রে সাংবাদিকদের বলেন : আমাদের জওয়ানরা যদি আক্রান্ত হন তাহলে তাঁরা আত্মরক্ষার বা নিয়ন্ত্রাধীন এলাকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনীর সমস্ত ইউনিটকেই রাত্রি আটটা থেকে যুদ্ধবিরতি পালনের নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুখপাত্রটি একথাও জানান যে, যুদ্ধবিরতি সীমারেখা বরাবর রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের কোন চেষ্টার কথা তিনি জানেন না।

নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারত ও পাকিস্তানকে সমভাবে দেখা হয়েছে বা যুদ্ধ থামাতে ভারতের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত একক সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়নি এমন প্রস্তাব ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি একথাও বলেন যে, যুদ্ধবিরতির অর্থ এই নয় যে, দুই দেশের সৈন্য এখনই তাদের নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবে বা যুদ্ধবন্দী বিনিময় শুরু হবে। সংশিলষ্ট সরকার-

পঞ্চম পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

যুদ্ধবিরতি ঘটলেও সতর্ক থাকতে হবে

— প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ বলেন : পাকিস্তান ভারতের একতরফা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। তবে এতে স্থায়ী শান্তি আসবে কি না তিনি বলতে পারেন না। তাই প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে।

আজ বিকালে বিশেষভাবে আহূত কংগ্রেস সংসদ দলের সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী ওই বক্তব্য রাখেন।

শ্রীমতী গান্ধী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম সভায় উপস্থিত হলে সদস্যরা দাঁড়িয়ে উঠে তাঁদের বিপুলভাবে সংবর্ধিত করেন। তাঁদের দুজনকেই মালায় মালায় ভরিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীরাম দলীয় সদস্য ও জনগণকে এই বিজয় মুহূর্তে শান্ত ও বিনীত থাকতে অনুরোধ করেন। সাহস, আস্থা ও উৎফুল্লভাবে ভবিষ্যতে যে-কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে তাঁরা জনগণের কাছে আবেদন জানান।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী সশস্ত্রবাহিনীর প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন : পাকিস্তান যদি নির্বোধের মত সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে, তবে সে লড়াই হবে শত্রুর মাটিতে—সশস্ত্রবাহিনী তাঁদের এই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

শ্রীজগজীবন রাম বলেন : সাফল্যের মূলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও নির্দেশ। বাংলাদেশে দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ এক বিরাট সাফল্য, কিন্তু একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা আরও বড় ঘটনা।

তিনি আরও বলেন : আমাদের সেনাবাহিনীর সাফল্য বিশ্বের দরবারে

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

দিল্লি, পিনডিকে এক পর্যায়ে ফেলে

নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব আনলে ভারত মানবে না

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর—পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতকে এক করে দেখতে চেয়ে নিরাপত্তা পরিষদ কোন প্রস্তাব আনলে ভারত তা মেনে নেবে না। একজন সরকারী মুখপাত্র আজ এখানে একথা জানান।

একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, এখনই নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে তিনি কোন মন্তব্য করতে চান না।

চঞ্চল সরকার, ঢাকা, শুক্রবার

বেগম মুজিবের পায়ের তলায় পাক পতাকা

ঢাকা কাল পাকিস্তানের কবলমুক্ত হলেও বেগম মুজিবের ন মাসের বন্দীদশা শেষ হ'ল আজ সকাল দশটার পরে। মুক্ত বেগম মুজিব বাঙাল ভাষার টানে বললেন,—'আজ কী বলে ধন্যবাদ জানাবো ভাষা খুঁজে পাই না। কোন দিন ভাবতে পারিনি এভাবে মুক্ত হ'ব।'

সকাল সাড়ে ন'টাতেও ধানমণ্ডির আঠার নম্বর বাড়িতে পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ উড়ছিল। ছাদের বাংকার থেকে এল এম জি গেটের দিকে তাক করা প্রহরী ছিল চোদ্দজন পাকিস্তানী সৈনিক। তাদের কেউ বলেনি কাল তাদের সেনাপতি আত্মসমর্পণ করেছেন। অনেক কষ্টে তাদের বুঝিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর তারা বেগম মুজিব, তাঁর দু মেয়ে, ছোট ছেলে, জয় বাংলার নামে নাম ছোট্ট নাতনি জয় আর ও'র ভাইকে মুক্ত করলেন। এই মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ও'দের বন্দীদশার এক করুণ কাহিনী প্রকাশ পেল। এমন কাহিনী যার নজির ইতিহাসে বোধ হয় নেই।

ন মাসের ওপর তাঁর স্বামী সম্পর্কে বিন্দুমাত্র খবর তিনি পাননি। পাকিস্তান সরকার তাঁকে এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য কোন রকম ভাতা দেয়নি। প্রহরী সৈনিকের হাতে অনেক অপমান, লাঞ্ছনা অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। বাড়িতে শোবার কোন খাট ছিল না। মেঝের শুয়ে রাত কাটাতে হয়েছে। ঘরে কোন আসবাব নেই। দড়ি টাঙিয়ে কাপড়জামা রাখতে হয়েছে। বড় মেয়ে হাসিনা ওয়াজেদের বাচ্চা হ'ল। হাসিনা চেয়েছিলেন খবরটা বাবাকে জানাবেন। পাকবাহিনীর এক মেজর বলেছিলেন,—হ্যাঁ চিঠি লিখে দিন, পাঠিয়ে দেব। হাসিনা তার হাতে চিঠি তুলে দিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন প্রাপ্তি স্বীকার পাওয়া যায়নি।

বাড়ির অতি পুরনো পরিচারিকাকেও ধরে নিয়ে এমন মারা হয় যে তার ঠোঁট দু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। পায়েও ভীষণ চোট লেগেছিল। আজ আচমকা বন্ধনমুক্ত হয়ে বেগম মুজিব অনেকক্ষণ ধরে আবেগে তাঁর মনের কথা বলে গেলেন। বলতে বলতে অনেকবার ভেঙে পড়লেন। তাঁর স্বামীর কথায় যে হাজার হাজার লোক প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে, অশেষ অত্যাচার সহ্য করেছে সেই বেদনাময় গৌরবও

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

জয় জওয়ান : মুজিবের ছোট ছেলে ধানমণ্ডির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে করমর্দন করছে একজন ভারতীয় জওয়ানের সঙ্গে। ছবিটি তোলা শুক্রবার সকালে, ঢাকায়। চিত্র : তারাপদ ব্যানার্জি

তরুণ গাঙ্গুলি, ঢাকা, শুক্রবার

রাহুমুক্ত রাজধানীতে প্রথম রাত্রি

বিধ্বস্ত অথচ মুক্ত নগরীতে রাত নেমে এলো, পাকিস্তানীদের মধ্যে যারা সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তারা চোরাগোপতা গুলি চালাতে শুরু করলো। বৃহস্পতিবার সারা রাত ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলের দশতলা থেকে কামান ও মরটারের গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম।

দীর্ঘকাল ধরে এমন সব ঘটনা ঘটে গিয়েছে, সেগুলি মনে বিষাদের ছায়াপাত করে, কিন্তু ভারতীয় সাংবাদিক ও জওয়ানদের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন কারো দৃষ্টি এড়াতে পারে না। নিরপেক্ষ এলাকা বলে ঘোষিত এই হোটেলেরই একটি স্বল্পালোকিত ভোজনকক্ষের এককোণে দেখলাম, পূর্বতন গবরনর ডাঃ মালিক ও তাঁর স্ত্রীকে—নিঃশব্দে আহার সমাধা করছেন তাঁরা।

ভারতীয় স্থল ও বিমানবাহিনী এই শহরকে বোমার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন যদিও, কিন্তু পাকিস্তানী সেনাপতিরা মানুষ বা ঘরবাড়ি, কোন কিছুকেই অব্যাহতি দেননি।

ইনটারকনটিনেনটাল হোটেল থেকে এই বার্তা পাঠাচ্ছি। এই হোটেলেরই একটি 'বয়' আমার ঘরে এসে এই বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল যে, মাত্র কয়েকদিন আগে পাকিস্তানী সেনারা তার বোনকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু অবাক হবার মত কথা এই যে, এই সকল লোকই এই হোটেলের বাসিন্দা কয়েক শ পশ্চিম পাকিস্তানী তাদের পরিবার পরিজন এবং এই হোটেলেই আশ্রয়প্রাপ্ত 'বিভীষণদের' পরিচর্যা করে চলেছে। রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে। দেখতে পাচ্ছি শহরের বিমান বন্দর অঞ্চল থেকে ধূম্রপুঞ্জ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে, দূরে আগুনের শিখাও দেখতে পাচ্ছি, রাইফেল ও মরটারের শব্দও হোটেল

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

নিয়াজিকে নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার কলকাতায় লেঃ জেঃ অরোরা রিপোরটারদের বলেন: নিয়াজি আর ফরমান আলিকে ঢাকা থেকে ভারতের কোন 'নিরিবিলি' জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। "ওদের কলকাতায় আনছি না।"

ওদের কেন কলকাতায় আনা হবে না? আমরা যে ওদের দেখতে চাই। এই প্রশ্নে জেনারেল হেসে ওঠেন; বলেন—'আমরা এখানকার জনসংখ্যা বাড়াতে চাই না।' জবাব শুনে আমরা সবাই হেসে উঠি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিয়াজি দেরাদুনে অরোরার সমসাময়িক ছিলেন।

আগামী বছরই নির্বাচনের কথা কেন্দ্র ভাবছে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর—স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সফল সমাপ্তির পর কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য বিধান সভার নির্বাচন ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া সঙ্গত কিনা তা আবার ভেবে দেখছেন।

নির্বাচন স্থগিত রাখা সম্পর্কিত বিলটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদন করলেও উপরোক্ত কারণে তা সংসদে এখনও উপস্থিত করা হয়নি। বিলটি গতকাল বা আজ সভায় উপস্থিত করার কথা ছিল।

—ইউ এন আই

বরুণ সেনগুপ্ত, ঢাকা, শুক্রবার

খানসেনারা দু'এক জায়গায় লুকিয়ে গুলি ছুঁড়ছে

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর—মুক্ত ঢাকার চেহারা আজ সম্পূর্ণ আলাদা।

কাল রাত্রে খবর পাঠাতে হেলিকপটারে আগরতলা গিয়েছিলাম। আজ সকাল আটটায় আবার এক হেলিকপটারে ঢাকা ফিরে এসেছি। তেজগাঁও বিমান বন্দরে হাজার হাজার মানুষ ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হেলিকপটার থেকে নামতেই সবাই একসঙ্গে ছুটে এল, মালা পরিয়ে দিল সবাইকে। জড়িয়ে ধরল। কাঁধে তুলে নাচল হেলিকপটার চালক এবং আমাদের বিমান বাহিনীর লোকদের।

কোনও রকমে পালিয়ে গেলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহরে পৌঁছতে হবে। মিনিট সাত আট পরে টারমিনাল বিলডিং-এর সামনে এসে দাঁড়ালাম। কয়েকখানা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, প্রাইভেট। ঢাকার বাঙালীদের। জিজ্ঞেস করলাম একজনকে' ট্যাকসি পাওয়া যাবে? সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন একজন : আসুন, আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি। বললাম, ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলে যেতে চাই।

গাড়ি এগোচ্ছে ভিড় ঠেলে। বিরাট ভিড়, অসংখ্য মানুষ ছুটে আসছে বিমান বন্দরের দিকে। চিৎকার করে সবাই 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিচ্ছে। আনন্দে আত্মহারা। মাইল খানেক এগিয়েছি। ফট ফট করে দুটো শব্দ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সামনে একজন লুটিয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষ একজন। আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন। লাল রক্ত ঝরে পড়ল। ছুটে গেল কয়েকজন মুক্তিফৌজ। একটা জিপে তুলে নিল। যেদিক থেকে গুলিটা এসেছিল সেদিককে লক্ষ্য করে এক ঝাঁক গুলি ছুড়ল মুক্তি বাহিনীর জওয়ানরা। একটা ঝোপ মত রয়েছে পাশে। সেখানে দু-চারজন পাক সেনা লুকিয়ে ছিল। তারাই গুলি চালাচ্ছিল।

ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলের সামনে বিরাট ভিড়। এখনও রেড ক্রশের নিয়ন্ত্রণে। এখনও ওই হোটেলে থাকতে গেলে, ঢুকতে গেলে রেড ক্রশের অনুমতি চাই। নাম লেখালাম। কারড পেলাম রেড ক্রশের। তারপর বিরাট অভ্যর্থনা জানালেন হোটেলের বাঙালী কর্মচারীরা, "আসুন, আসুন, আপনাদের কোনও অসুবিধা হবে না। এই পশ্চিম পাকিস্তানীগুলোরে এখনও খাওয়াতে হচ্ছে। এই যা অপশোস। আপনাদের কথা ভিন্ন।"

মেসিনগানের আওয়াজ পেলাম। দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। হ্যাঁ তাই, পশ্চিম পাকিস্তানী কয়েকজন সৈন্য শাহাবাগ হোটেলের খাদে লুকিয়ে মেসিনগান ছুড়ছে। রাস্তার লোক যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। দুজন জাপানী টেলিভিসন ফটোগ্রাফার তাদের ক্যামেরা তাগ করল। ইনটার-

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

প্রধানমন্ত্রীর জয়ধ্বনি দিতে সি পি এম-এর আপত্তি, মিছিল পণ্ড

স্টাফ রিপোরটার

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 'দীর্ঘজীবী হোন', একথা বলতে সি পি এম এবং তাঁর সঙ্গী কয়েকটি বামপন্থী দলের আপত্তি। এমন কি, ওই সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের জন্য মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় জওয়ানদের জন্য 'গর্ব' প্রকাশ করতেও কুণ্ঠ। শেষ ক্ষেত্রে এ আপত্তি প্রধানত আর এস পির। এই নিয়ে কংগ্রেস কাউনসিলারদের সঙ্গে তীব্র মতভেদ হটায় শুক্রবার কলকাতার পৌর সদস্যদের একটি প্রস্তাবিত মিছিল পণ্ড হয়ে যায়।

এদিনের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মারকিন সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকার নিন্দা করে এবং বঙ্গোপসাগরে থেকে অবিলম্বে সপ্তম নৌবহরকে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়ে কাউনসিলারগণ মিছিল করে মারকিন দূতাবাসে গিয়ে একটি

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

যে সব বাড়িতে ভালো চায়ের রেওয়াজ - সেখানে সবার প্রিয় লিপটনের হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট

এই এক কাপ চা, বাড়ির প্রত্যেকেই যা পছন্দ করে। বাড়িতে যারা আসে তারাও।
লিপটনের হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট। ঘন গাঢ় কড়া লিকার। গন্ধে মন ভরে। চা-ও হয় প্রতি প্যাকেটে ঢের বেশি কাপ।
লিপটনের হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট—যে চায়ে বাড়ির লোকে খুশি, বাইরের লোকেও খুশি।

একমাত্র প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদেগন্ধে ভরপুর

লিপটন
বললেই ভালো চা

LIPTON

LHGC-10 BEN

আনন্দবাজার পত্রিকা
Phone 23 2265 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX No 2536 G.P.O

কর্মপ্রার্থী

নাইন থেকে পার্ট ওয়ান পর্যন্ত কমার্সের ছাত্র পড়াব—মাসে পঞ্চাশ টাকা। বক্স নং ৭৩৫৮, আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৬৫৬৮)

বাড়ী-ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

সুখচরে শান্ত পরিবেশে বাঁকুণে পাঁচিল ঘেরা কম্পাউণ্ড সহ সর্বসুবিধাযুক্ত চার/পাঁচ ঘরের ফ্ল্যাট—ব্যাঙ্ক অথবা কোন কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৭৩৫৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৫৬৫)

ব্যক্তিগত

ইন্দো-জার্মান ক্লাব সদস্যদের প্রতি! ১৮ই ও ২২শে ডিসেম্বরের প্রোগ্রাম বাতিল করা হইয়াছে।
(৭৬৭২/১)

ইন্দো-জার্মান ক্লাবের সদস্যগণ অবহিত হন! আজকের অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে। ২২ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠান পরবর্তী কোন তারিখ পর্যন্ত স্থগিত রইল। (৭৭৩২/১)

ক্যালকাটা ঘয়েস স্কুল সশ্রদ্ধভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন যে, ১৮ ডিসেম্বর, শনিবার অনুষ্ঠেয় বলিয়া ইতিমধ্যে ঘোষিত ও বিজ্ঞাপিত অনুষ্ঠানের সময় পরিবর্তন করা হইয়াছে। ড্রামা ওয়ারশিপ সার্ভিস বেলা ৩-৩০টার পরিবর্তে বিকাল ৫টায় আরম্ভ হইবে।
(৭৭০০)

ঔষধ ও চিকিৎসা

যৌন ব্যাধি কি ?

কেন ? ও তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্যতম প্রতিষ্ঠান—এ রায় ইণ্ডিয়া ক্লিনিক, ১১৬/১/১, হ্যারিসন রোড কলিকাতা-৭। ফোন: ৩৪-৩৯৪০।
(৫৭৭৬ এ)

নীরোগ সন্তান সুখী পরিবার গঠনে বিবাহের পূর্বে ও পরে স্বল্পব্যয়ে পাত্র-পাত্রীর ডাক্তারী পরীক্ষা/চিকিৎসা/ ৮টা—১০টা: ৫টা—৭টা। হ্যাপী-ফ্যামিলী। ১, আর জি কর রোড, দোতলা, শ্যামবাজার মার্কেট।
(সি ৬৩৮০)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

বায়োকেমিক গৃহ চিকিৎসা

ডাঃ চ্যাপম্যান বায়োকেমিস্ট্রি বাংলা সংস্করণ দাম ছয় টাকা প্রকাশক হরেন অ্যাণ্ড ব্রাদার্স ৩৪নং স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। (৫৯৩৪এ)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বোর্ড অব অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ ট্রেনিং অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ অ্যাডমিশন একজামিনেশন

(১৯শে হইতে ২২শে জানুয়ারি, ১৯৭২)

উপরোক্ত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত সেক্রেটারির অফিস, বোর্ড অব অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ ট্রেনিং, ১১০, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক ২৭শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ এবং ৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ (উভয় দিন সমেত) বেলা ১টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টার মধ্যে গৃহীত হইবে। দরখাস্তের সঙ্গে কোন গেজেটেড অফিসার বা প্রার্থী সর্বশেষ যে বিদ্যায়তনে পড়িয়াছেন, সেই বিদ্যায়তনের হেড কর্তৃক প্রত্যায়িত পাসপোর্ট আকারের দুই কপি ফটো এবং ১৫, টাকা (পরীক্ষার ফী ১২, টাকা এবং মার্কশীট ফী ৩, টাকা) অবশ্য থাকা চাই। প্রার্থীদের বয়স অবশ্যই ১৯৭১ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে ১৬ হইতে ১৯ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই এবং তাঁহাদের অবশ্যই হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা (সায়েন্স বা টেকনিক্যাল) অথবা প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা (সায়েন্স) বা ইণ্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (সায়েন্স বা টেকনিক্যাল) অথবা ইহার সমতুল উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই। যেসব [illegible]

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়

(উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়)

২৭/২-বি, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৪

শিশুশ্রেণী এবং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির দরখাস্ত গ্রহণ করা হইতেছে। এই ক্লাসগুলি সকালে হয়। আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট। ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে সাদা কাগজে প্রধান শিক্ষিকার নামে দরখাস্ত করিতে হইবে। বাসের সুবিধার জন্য এখনই আবেদন করিতে হইবে।
(সি ৬৪৯১)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

নোটিস

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ১৯৭১ সালের স্থগিত বি এস সি (অনার্স) পার্ট-১ পরীক্ষা (ট্রানজিটরি রুলের অধীন) সোমবার ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে। পরীক্ষার স্থান ও সময় অবশ্য অপরিবর্তিত থাকিবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগে বিস্তারিত সময়সূচী জানা যাইবে।

বি কে বিশ্বাস
কন্ট্রোলার অফ একজামিনেশনস (অফিঃ)
(৭৬১৬)

হাওড়া হোমস মহিলা বিভাগ

সাঁতরাগাছিতে (হাওড়া) অবস্থিত হাওড়া হোমসের মহিলা বিভাগের ছাত্রীদের জানান যাইতেছে যে, ঐ বিভাগের সমস্ত ক্লাস আবার আরম্ভ হয়েছে। ছাত্রীদের অতিশীঘ্র নিজ নিজ ক্লাসে যোগদান করতে বলা হচ্ছে। অধিকর্তা, সমাজকল্যাণ অধিকার।
৪৮৪১(৩) আইপিআর/এ/৭১(৭৭৩৯)

পাবলিক নোটিস

কমিশনার্স ফর দি পোর্ট অব ক্যালকাটা

নোটিস

রবিবার, ২রা জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখ "০০" ঘণ্টা হইতে নিম্ন উল্লিখিত স্থানে অবস্থিত কমিশনারের প্রাইভেট রাস্তাসমূহ ২৪ ঘণ্টার জন্য জনসাধারণের নিকট বন্ধ থাকিবে।

১। ক্যানিং অয়্যার হাউস ও স্ট্র্যাণ্ড অয়্যার হাউসের মধ্যেকার ক্রস রো।
২। জগন্নাথ ঘাট গোডাউনের এ হইতে ডি র চতুর্দিকের চারটি রাস্তা।
৩। স্ট্র্যাণ্ড রোড হইতে স্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোডগামী ৬ হইতে ১৭ নম্বরযুক্ত ও ১০/১নং ক্রস রোড সহ তেরটি ক্রস রোড।
৪। নিমতলা স্টেশন শেড ও সাহেব বাজার এক্সটেনশন রোডের মধ্যেকার রাস্তাসমূহ।
৫। পাথুরিয়া ঘাট ১৭নং গুদামের পশ্চিম দিকের রাস্তা।
৬। পোর্ট ট্রাস্ট রেলওয়ে ফেন্সিং ও কমিশনার্সের জমির পূর্ব সীমানার মধ্যবর্তী শোভাবাজার স্ট্রীট হইতে বাগবাজারের নয়াগা ঘাট রোড পর্যন্ত খোলা জমির ফালি
৭। কাশীপুরে চিৎপুর ঘাট লেনের কমিশনার্সের অংশ।
৮। কাশীপুরের খগেন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রীটের সঙ্গে স্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোডের সংযোগকারী উক্ত রাস্তা।
৯। সালকিয়ায় কমেশলাল বর্মণ রোডের কমিশনার্সের অংশ।
১০। সালকিয়ায় গোলাবাড়ি ঘাট রোডের কমিশনার্সের অংশ।
১১। হাওড়ার নন্দলাল মুখার্জি রোডের পূর্ব প্রান্তস্থ কমিশনার্সের অংশ।
১২। মেসার্স বার্ন অ্যাণ্ড কোং লিঃ-এর ইয়ার্ড এবং রামকৃষ্ণপুরে চিন্তামণি দে ঘাট রোডের মধ্যবর্তী সমস্ত ক্রস রোড।
১৩। বনবিহারী বসু রোডের পূর্ব প্রান্তে কমিশনারের অংশ।
১৪। ফোরশোর রোড, হাওড়া।
১৫। গ্র্যাণ্ড ফোরশোর রোড, রামকৃষ্ণপুর।
১৬। গঙ্গাধর ব্যানার্জি রোডের পূর্ব প্রান্তে কমিশনারের অংশ।
১৭। গৌরচরণ রায়চৌধুরী ঘাট রোডের পূর্ব প্রান্তে কমিশনারের অংশ।
১৮। রাজনারায়ণ রায়চৌধুরী ঘাট রোডের পূর্ব প্রান্তে কমিশনারের অংশ।
১৯। কাউইজ ঘাট রোডের পূর্ব প্রান্তে কমিশনারের অংশ।
২০। জগৎ ব্যানার্জি ঘাট রোডের পূর্ব প্রান্তে কমিশনারের অংশ।
[illegible]
গোরাগাছা রোডের মধ্যে সোনাপুর রোড।
২৭। তারাতলা রোড ও সোনাপুর রোডের মধ্যবর্তী অয়েল ইনস্টলেশন রোড।
২৮। সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড ও হাইড রোড ভায়া সোনাই ও র ডাম্প-এর মধ্যবর্তী সোনাই ডিপো রোড।
২৯। তারাতলা রোড ও ট্রেনিং গ্রাউণ্ড রোডের মধ্যবর্তী মেসার্স শীপ রিপেয়ার্স লিঃ-এর দখলাধীন উত্তরের ফালি জমি।
৩০। মিণ্ট প্লেস।
৩১। হেস্টিংস বোকেন রোড, কোল ডক রোড এবং রিমাউণ্ট রোড, দুর্গাপুর সাইডিং রোড।
৩২। ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোড ও আশেপাশের রোডসমূহ।
৩৩। ইনসিনরেটর রোড এবং ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোডের মধ্যবর্তী গোরাগাছা রোড।
৩৪। সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোডের দক্ষিণের ঝিলসমূহ মধ্যে এবং কমিশনারদের স্টোর ইয়ার্ডগামী রাস্তা।
৩৫। ওল্ড বজবজ রেলওয়ে স্টেশন হইতে ট্যাঙ্ক স্টোরেজ ডিপো রোড নামে পরিচিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড পর্যন্ত রাস্তা।

কমিশনারদের আদেশানুসারে
টি আর রথ্পাত,
সেক্রেটারী

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ (৭৭৩১ এ)

হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ১৯৫৬ সালের হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্টের ৬০ ধারা অনুযায়ী ২১-১২-৭১ তারিখ হইতে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত হোল্ডিং নং ৪৩, নটবর পাল রোড এবং ১২, মাকড়দহ রোডের মধ্যবর্তী নটবর পাল রোড অংশে সমস্ত প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকিবে।

হাওড়া সিউয়ারেজ স্কীম ফেজ ১, স্টেজ—১ অনুযায়ী নটবর পাল রোড বরাবর সিউয়ার স্থাপনের জন্য এই রাস্তা বন্ধের প্রয়োজন। পদযাত্রীরা তাঁহাদের নিজ ঝুঁকিতে এই রাস্তা ব্যবহার করিতে পারেন।

স্বাঃ এ সেন
চেয়ারম্যান
১৫-১২-৭১
(৭৭১৭)

নোটিশ

নোটিস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের হাওড়া সার্কেল অফিস ১৩, ক্যামাক স্ট্রীট, ৬ষ্ঠ তল, কলিঃ-১৬ ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। (৭৬৮৭)

রেলওয়ে

দঃ পূঃ রেলওয়ে

টেণ্ডার

খুর্দা রোড ডিভিশনের (১) তাপং ও (২) খল্লিকোটা ডিপোর প্রত্যেকটিতে ১" (২·৫ সেঃ মিঃ) সাইজের অনুমোদিত কোয়ারিটির অনুমোদিত নমুনার আনুঃ ৫০,০০০ ঘনফুট ভাঙা হার্ড স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহ ও গাদা করিয়া ডেলিভারি এবং যে কোন ধরনের ওয়াগনে বোঝাই করা।

১নং ও ২নং দফার জন্য যথাক্রমে ৮৭৫ টাকা ও ১২৫০ টাকা বায়না সহ নির্ধারিত ফরমে (এই রেলওয়ের খুর্দা রোডস্থ ডিভিশনাল ক্যাশিয়ার/কলিকাতা-৪৩ অধীন গার্ডেনরীচস্থ দঃ পূঃ রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট ৫ টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইলে ২৯-১২-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্তব্য সীলকরা টেণ্ডার (টেণ্ডার নোটিস নং ডি. এস/এঞ্জিঃ/১২/৭১) ৩০-১২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে ও সেই সময়ে খোলা হইবে।

প্রত্যেক ডিপোর জন্য পৃথক পৃথক টেণ্ডার দাখিল করিতে হইবে।

ডিভিশনাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (এঞ্জিনিয়ারিং)
খুর্দা রোড
পি আর'এস ই পি এ|১|এঞ্জি—১১২
(৭৬৪৪)

পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

ধানবাদ, গোমো, গুঝাণ্ডি, বড়কাকানা, ডাল্টনগঞ্জ ও চোপান সাব-ডিভিসনে এক বৎসরের জন্য চেয়ার, বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্রে বেতের ছাউনি দেওয়া ও পালিশ করার জন্য আহূত টেণ্ডার যাহা [illegible]

টেণ্ডার

বর্ধমানস্থিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজের জন্য স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজসহ হস্টেল বিল্ডিং নির্মাণের নিমিত্ত (২য় কল) এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি ডিভিঃ, সি বি ডিরেক্টরেট, পি ডবলিউ ডি, বনবাস প্যালেস, বি সি রোড, বর্ধমান কর্তৃক এই ডিরেক্টরেট ও পি ডবলিউ ডি-এর ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার/বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয়: ৪,৭৫,৬৬০, টাকা। বায়নার পরিমাণ: ৯,৫১৬, টাকা। সি বি ডিরেক্টরেটের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারগণ কর্তৃক বায়নার টাকা আদায় দেওয়া হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য আবশ্যক ন্যূনতম স্থায়ী আমানত ৫০,০০০, টাকা। টেণ্ডারের কাগজপত্র উপরোক্ত অফিসে/এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, কলিকাতা ডিভিঃ ১, কনস্ট্রাকশন বোর্ড, কলিকাতা-এর অফিসে দেখা যাইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্র ৬ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট দেখাইয়া প্রতি গ্রন্থ ১০, টাকা মূল্যে এক্জিঃ এঞ্জিনীয়ার, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি ডিভিঃ-এর অফিসে ক্রয় করা যাইবে। টেণ্ডার ৭ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উহার কিছুক্ষণ পরেই প্রকাশ্যে খোলা হইবে। (৭৫০১)
৪৭৪৪(২) আই পি আর/এ/৭১

হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট

১৯৭১-৭২ সালের টেণ্ডার নোটিশ নং ৪১

রেল-হেড হইতে হাওড়াস্থ এইচ আই টি স্টোরে এস ডবলিউ পাইপ পরিবহণের জন্য চেয়ারম্যান, হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, ১৯, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া কর্তৃক সীলকরা দুই গ্রন্থে টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ব্যয়বরাদ্দ: ৯,৬০০, টাকা। বায়নার পরিমাণ ও টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য যথাক্রমে ১৯২, টাকা ও ৫, টাকা।

যে সকল প্রকৃত ঠিকাদার সর্বশেষ আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের সংসাপত্র দেখাইয়া এইচ আই টি-এর অনুমোদন লাভ করিবেন, কেবল তাঁহাদের নিকটই টেণ্ডারের কাগজপত্র ১০-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত (প্রত্যহ বেলা ১১টা—বেলা ২-৩০টা) বিক্রয় করা হইবে। টেণ্ডার ১১-১-৭২ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার (১) কর্তৃক গৃহীত হইবে। (৭৬৭৪)

নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য চীফ এঞ্জিনীয়ার-২, পাবলিক হেলথ এঞ্জিনীয়ারিং ডিরেক্টরেট, ১৮এ, ব্র্যাবোর্ন রোড, ৪র্থ তল, কলিকাতা-১ কর্তৃক এই ডিরেক্টরেটের রেজিস্টার্ড ১ম শ্রেণীর ঠিকাদারগণ/বাহিরের প্রকৃত সঙ্গতি-সম্পন্ন ঠিকাদারগণের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)-তে পৃথক পৃথক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার চীফ এঞ্জিনীয়ার-২-এর পি এ কর্তৃক ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। টেণ্ডারগুলির ডিজাইন অংশ ঐদিনই প্রকাশ্যে খোলা হইবে। ডিজাইন পরীক্ষা করিয়া দেখার পর টেণ্ডারের দরের অংশ যে তারিখে খোলা হইবে, তাহা টেণ্ডারদাতাগণকে পরে জানাইয়া দেওয়া হইবে। কাজের নাম:—গ্রুপ 'এ' (কোড নং এস ডি/২৭): সমস্ত মেকানিক্যাল সরঞ্জাম সরবরাহ ও সংস্থাপন সমেত গ্রিট চেম্বার প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি সেটলিং ট্যাঙ্ক নির্মাণ, তৎসহ ওভারফ্লো, বাই-পাস ব্যবস্থা এবং শ্রীরামপুর জোন 'সিউয়েজ ইন্টারিম রিলিফ স্কীম (ফেজ-১)-এর অধীন শ্রীরামপুর-স্থিত বর্তমান সিউয়েজ ট্রীটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর সহিত ইন্টারকনেকশন করা। গ্রুপ 'বি': শ্রীরামপুর জোন সিউয়েজ ইন্টারিম রিলিফ স্কীম (ফেজ-১)-এর অধীন শ্রীরামপুর-স্থিত বর্তমান সিউয়েজ ট্রীটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর মেরামত ও নবীকরণ। বায়নার টাকার পরিমাণ (প্রত্যেকটির জন্য)—টেণ্ডারে প্রদত্ত দরের ২% অথবা ২০,০০০, টাকা (যাহা অপেক্ষাকৃত কম হইবে)। টেণ্ডারের কাগজপত্র প্রতি গ্রন্থের জন্য ২৫ টাকা আদায় দিয়া ১০৫, ব্র্যাবোর্ন রোড (৪র্থ-তল), কলি-১ ঠিকানায় এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, হুগলী ডিভিঃ—পি এইচ ডিরেক্টরেট-এর অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্র ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত বিক্রয় করা হইবে। টেণ্ডারদাতাগণকে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এবং এইরূপ কাজ করিবার সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়া চীফ এঞ্জিনীয়ার [illegible]

টেণ্ডার

কলিকাতার ২৪৭ লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত পি টি স্কুলের কম্পাউণ্ডে একটি ১,৮০,০০০ লিটার আর সি সি ওভারহেড রিজার্ভয়ার (স্ফেরিক্যাল টাইপ) নির্মাণের জন্য এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ক্যালকাটা কনস্ট্রাকশন ডিভিঃ, ১১ এ, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ কর্তৃক রেড ও বিল্ডিং কাজের জন্য পি ডবলিউ ডি-এর ১ শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদার/প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয়: ১,০৪,৪৬৬, টাকা। বায়নার পরিমাণ: ২,০৮৯, টাকা। প্রদত্ত সময়: ৩ মাস। আঃ কঃ এবং বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সংসাপত্র দাখিলক্রমে ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারী পর্যন্ত উপরোক্ত অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র দেখা/সেখান হইতে ক্রয় করা যাইবে। বাহিরের টেণ্ডারদাতাদিগকে টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয়ের অনুমতি প্রদানের পূর্বে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সক্ষমতা সম্পর্কে উক্ত অফিসার/এস ই পি সি-কে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। টেণ্ডার ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারী বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে।
৪৮১০(২) আই পি আর/এ/৭১
(৭৪১৬)

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, ১নং হাউসিং কনস্ট্রাকসন সার্কল, ১০৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৪; যাদবপুরে ইব্রাহিমপুর রোডে আর এইচ এস অধীন ৪-তল বিল্ডিং-এ ১১২টি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য পি ডব্লু ডি-এর রেজেস্টারীভুক্ত ১ম শ্রেণীর এবং অন্যান্য যথোপযুক্ত শ্রেণীর বিল্ডিং ঠিকাদার এবং নিয়মানুসারে অন্যান্য/বাহিরের প্রকৃত ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। গ্রুপ নং, অনুমিত ব্যয় এবং বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে এইরূপ—(১) গ্রুপ-১, (৩২টি অর্ডিনারি ২-ঘরের ফ্ল্যাট এবং ১৬টি রেগুলার ২-ঘরের ফ্ল্যাট নির্মাণ; ৪,৯৬,২৮৪ টাকা, ৯,৯২৬ টাকা। (২) গ্রুপ-২ (৪৮টি ছোট ২ ঘরের ফ্ল্যাট এবং ১৬টি রেগুলার ২ ঘরের ফ্ল্যাট নির্মাণ), ৪,৭৫,৯৯১ টাকা; ৯,৫২০ টাকা। উক্ত অফিসে/এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার ২নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন ডিভিসন, ১বি কনভেন্ট রোড, কলিকাতা-১৪-এর অফিসে বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে টেণ্ডারের কাগজপত্র দেখা যাইবে। ৭ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে।
৪৭৯৩(৩) আই পি আর/এ/৭১
(৭৫০৬)

ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

ক্যালকাটা রিজিওন
১১/এ মির্জা গালিব স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৬

টেণ্ডার নোটিশ

এফ/২(১৩)/৭১(৩)/এস টি জি
তারিখ—২৬-১১-৭১

নিম্নলিখিত স্থানসমূহ যথা—(১) বর্ধমান, (২) গলসি, (৩) সীতারামপুর, (৪) গুসকরা, (৫) সাহেবগঞ্জ বাজার, (৬) জাভার, (৭) মেমারি (৮) কাটোয়া, (৯) দাঁইহাট, (১০) রামজীবনপুর, (১১) অম্বিকা কালনা, (১২) দেবীপুর ও (১৩) মেমারীস্থিত ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার ফুড ডিপোসমূহ/ভাড়া-করা গুদামসমূহ সম্পর্কে খাদ্যশস্য (ডাল/আলু/চিনি/সরিষা ইত্যাদি সহ), সার ও চটের থলের স্টেশন হ্যাণ্ডলিং-কাম-পরিবহণ-কাম-গুদাম হ্যাণ্ডলিং-এর জন্য ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া অধীন বর্ধমান জেলায় ঠিকাদার হিসাবে নিয়োগের নিমিত্ত অভিজ্ঞ ও প্রকৃত পরিবহণ-কাম-হ্যাণ্ডলিং ঠিকাদারদের নিকট হইতে ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া'র পক্ষে রিজিওন্যাল ম্যানেজার, ক্যালকাটা রিজিওন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে সীল-করা টেণ্ডার (সীল-করা ডবল খামে—ভিতরের সীল-করা খামের উপর "………এর জন্য হ্যাণ্ডলিং-কাম-পরিবহণ ঠিকার নিমিত্ত টেণ্ডার" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে) আহ্বান করা হইতেছে। প্রত্যেক স্থানের জন্য পৃথক পৃথক টেণ্ডার দাখিল করিতে হইবে।

প্রতি প্রস্থের (ডুপ্লিকেট) জন্য নগদ অফেরতযোগ্য ১৫, টাকা আদায় দিলে এবং আয়কর পরিশোধের বৈধ সংসাপত্র পেশ করিলে ২১-১২-৭১ হইতে ১৩-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহের কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে এবং শনিবার বেলা ১১টা হইতে বেলা ১টার মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া বর্ধমান-এর নিকট টেণ্ডার ফরম (হস্তান্তরযোগ্য নহে) সহ টেণ্ডারের কাগজপত্র দরখাস্তক্রমে পাওয়া যাইবে।

১৩-১-৭২ তারিখের পর টেণ্ডারের কাগজপত্র সরবরাহ করা হইবে না।

প্রত্যেক টেণ্ডারের সঙ্গে বায়না হিসাবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক অথবা কোন শিডিউল্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃক ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া, বর্ধমান-এর ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের অনুকূলে ইস্যু-করা ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ডিপোজিট-অ্যাট-কল রসিদের আকারে ১০০০, টাকা (এক হাজার টাকা) অবশ্যই থাকা চাই।

বায়নার টাকা ব্যতীত প্রাপ্ত টেণ্ডার সরাসরি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

টেণ্ডার ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া বর্ধমান সমীপে ১৪-১-৭২ তারিখ বেলা ১টার মধ্যে অবশ্যই পৌঁছা চাই এবং সেই দিনই উহা বেলা ৩টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতা বা তাঁহাদের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সমক্ষে তৎকর্তৃক খোলা হইবে।

স্বাঃ এস বি মজুমদার
২৬-১১-৭১
রিজিওন্যাল ম্যানেজার,
ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া
(৭৬৭৬/৩)

টেণ্ডার

দি ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

কলিকাতা রিজিওন
১১এ, মীর্জা গালিব স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৬

নং এফ/১(১৫)/৭১-মুভঃ
তারিখ—কলিকাতা ২৬ নভেঃ, ১৯৭১

টেণ্ডার নোটিস

নিম্নলিখিত স্থানসমূহ: যথা: (১) আসানসোল, (২) বৈদ্যপুর (রেল হেড বৈঁচি) ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার ফুড ডিপো/ভাড়া করা গুদাম সম্পর্কে খাদ্যশস্য (ডাল/আলু/চিনি/সরিষা ইত্যাদি সহ), সার এবং চটের থলের স্টেশন হ্যাণ্ডলিং-কাম-পরিবহণ-কাম-গুদাম হ্যাণ্ডলিংয়ের জন্য ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া অধীনে বর্ধমান জেলায় ঠিকাদার হিসাবে নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞ ও প্রকৃত পরিবহণ-কাম-হ্যাণ্ডলিং ঠিকাদারের নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে সীল করা টেণ্ডার (ডবল সীল করা খামে—ভিতরের সীল করা খামের উপর……জন্য হ্যাণ্ডলিং-কাম-পরিবহণ ঠিকার নিমিত্ত টেণ্ডার—কথাগুলি লিখিয়া) ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার পক্ষে রিজিওনাল ম্যানেজার, কলিকাতা রিজিওন কর্তৃক আহ্বান করা যাইতেছে। প্রত্যেক স্থানের জন্য পৃথক পৃথক টেণ্ডার দাখিল করিতে হইবে।

প্রতি প্রস্থের (ডুপ্লিকেট) জন্য নগদ অফেরতযোগ্য ১৫, টাকা আদায় দিলে এবং আয়কর পরিশোধের বৈধ সংসাপত্র পেশ করিলে ২১-১২-৭১ হইতে ১৩-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহের কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে এবং শনিবার বেলা ১১টা হইতে বেলা ১টার মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া বর্ধমান-এর নিকট টেণ্ডার ফরম (হস্তান্তরযোগ্য নহে) সহ টেণ্ডারের কাগজপত্র দরখাস্তক্রমে পাওয়া যাইবে।

১৩-১-৭২ তারিখের পর টেণ্ডারের কাগজপত্র সরবরাহ করা হইবে না।

প্রত্যেক টেণ্ডারের সঙ্গে বায়না হিসাবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক অথবা কোন শিডিউল্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃক ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, বর্ধমান-এর ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের অনুকূলে ইস্যু-করা ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ডিপোজিট-অ্যাট-কল রসিদের আকারে ১০০০, টাকা (এক হাজার টাকা) অবশ্যই থাকা চাই।

বায়নার টাকা ব্যতীত প্রাপ্ত টেণ্ডার সরাসরি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

টেণ্ডার ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া, বর্ধমান সমীপে ১৪-১-৭২ তারিখ বেলা ১টার মধ্যে অবশ্যই পৌঁছা চাই এবং সেই দিনই উহা বেলা ৩টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতা বা তাঁহাদের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সমক্ষে তৎকর্তৃক খোলা হইবে।

স্বাঃ এস বি মজুমদার
রিজিওনাল ম্যানেজার
(৭৬৭৬/২)

এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার (পি ডব্লু ডি), নাগরাকাটা কনস্ট্রাকশন ডিভিসন, মাল; এই ডিভিসনের অধীন নিম্নলিখিত কাজের জন্য বি এফ ২৯১১(২)/২৯১১(১)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। গ্রুপ নং, কাজের নাম, অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ যথাক্রমে এইরূপ—(১) গ্রুপ-১, মাল কনস্ট্রাকশন সাব ডিভিসনের অধীন এন এইচ ৩১-এর ৬১৬ কি মি হইতে ৬১৯ কি মি পর্যন্ত এস/আর, ৬১,৯৯৪ টাকা, ১,২৪০ টাকা, ২ই মাস, পি ডব্লু ডি এবং পি ডব্লু (কনস্ট্রাকশন বোর্ড)-এর ১ম/২য় শ্রেণীর ঠিকাদার এবং বাহিরের (২) গ্রুপ-২, বাগরাকোট কনস্ট্রাকশন সাব-ডিভিসনের অধীন এন এইচ ৩১-এর ৬২৭ কি মি পোস্ট হইতে ৬২৮ কি মি পোস্ট পর্যন্ত এস/আর; ৪৪,৪১৬ টাকা, ৮৮৮ টাকা, ১ই মাস। পি ডব্লু ডি এবং পি ডব্লু (কনস্ট্রাকশন বোর্ড)-এর ৩য় শ্রেণীর ঠিকাদার এবং বাহিরের (৩) গ্রুপ-৩ বাগরাকোট কনস্ট্রাকশন ডিভিসনের অধীন এন এইচ ৩১-এর ৬০২ কি মি পোস্ট হইতে ৬০৩ কি মি পোস্ট পর্যন্ত এস/আর; ৪০,৫২৬ টাকা, ৮১০ টাকা, ১ই মাস; পি ডব্লু ডি এবং পি ডব্লু (কনস্ট্রাকশন বোর্ড)-এর ৩য় শ্রেণী এবং বাহিরের। ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং অব্যবহিত পরে খোলা হইবে।
৪৮৩১(২) আই পি আর/এ/৭১
(৭৬৪২)

টেণ্ডার শিডিউলে লিখিত বিবরণী মতো নিম্নোক্ত স্টোর্স সরবরাহের জন্য পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে পশ্চিম বঙ্গের ডিরেক্টর অফ অ্যানিম্যাল হাজব্যাণ্ড্রি-এর মাধ্যমে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। দফাগুলির বিবরণ: (১) গ্রুপ-এ (ক) ভুট্টা বীজ—৩০০ কুইণ্টাল, (খ) জোয়ার বীজ—৫০০ কুইণ্টাল। (২) গ্রুপ-বি (১) ভুট্টা—৬০০ টন। (৩) গ্রুপ-সি-আমন ধানের খড় (নূতন) এস এল এফ-এর জন্য—৫৫,০০০ কুইণ্টাল। (৪) গ্রুপ-ডি-বেলডাঙ্গা এবং বেথুয়াডহরির জন্য আমন ধানের খড় (নূতন)—৯০০ কুইণ্টাল। ৫ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩টায় খোলা হইবে। ডিরেক্টর অফ অ্যানিম্যাল হাজব্যাণ্ড্রি, পশ্চিম বঙ্গ, রাইটার্স বিল্ডিংস, ব্লক-এফ, ৬ষ্ঠ তল (পারচেজ সেকশন), কলিকাতা-এর অফিসে অফিস চলার কালে (সপ্তাহে কাজের দিনে বেলা ২টা পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১২টার মধ্যে) প্রতিটি বাবদ ১ টাকা আদায় দিলে টেণ্ডার শিডিউল এবং অন্যান্য বিবরণী ক্রয় করা যাইবে। বায়না বাবদ টাকা জমা দেওয়ার টি আর চালান, আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ সংসাপত্র বিনা টেণ্ডার বিবেচিত হইবে না।
৪৮৩০(৩) আই পি আর/এ/৭১
(৭৬৪১)

টেণ্ডার

নিম্নলিখিত কাজের জন্য এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, হুগলী ইরিগেশন ডিভিঃ, ১১এ, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ কর্তৃক বি এফ ২৯১১(১)/২৯১১(২)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কাজের নাম, অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ, কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রদত্ত সময়, যোগ্য ঠিকাদারের শ্রেণী, গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের নাম যথাক্রমে নিম্নরূপ: (১) লোয়ার দামোদর স্কীম সম্পর্কে হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানায় বকপোতাঘাটে দামোদর নদের উপর মাইনর রোড ব্রিজ নির্মাণ; ৪,৪৯,২৬৯, টাকা, ৮,৯৮৫, টাকা, ৬ মাস, ১ম শ্রেণীর ও বাহিরের ঠিকাদারগণ, সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ওয়েস্টার্ন সার্কেল। (২) লোয়ার দামোদর স্কীম সম্পর্কে হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানায় গড়চুমুক খালের আউটফলে ৩ ভেণ্ট ৩'—০" ব্যাসের এইচ পি স্লুইস নির্মাণ, ৫০,৬৬০, টাকা, ১০৭৩, টাকা, ৩ মাস, ১ম, ২য় শ্রেণী ও বাহিরের ঠিকাদারগণ, সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ওয়েস্টার্ন সার্কেল। (৩) লোয়ার দামোদর স্কীম সম্পর্কে হাওড়া জেলার বাগনান থানায় তেতুয়া খালের আউটফলে ২ ভেণ্ট ৩'—৬" ব্যাসের এইচ পি স্লুইস নির্মাণ, ৩৬,৯১৫, টাকা, ৭৩৮, টাকা, ২ই মাস, ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণী ও বাহিরের ঠিকাদারগণ, এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, হুগলী ইরিগেশন ডিভিঃ। (৪) লোয়ার দামোদর স্কীম সম্পর্কে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানায় কোরিয়া-ময়নাপুর খালের আউটফলে সিঙ্গল ভেণ্ট ৩'—৬" ব্যাসের এইচ পি স্লুইস নির্মাণ, ২৭,০১৭, টাকা, ৫৪০, টাকা, ২ই মাস, ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণী ও বাহিরের ঠিকাদারগণ, এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, হুগলী ইরিগেশন ডিভিঃ। (৫) লোয়ার দামোদর স্কীম সম্পর্কে হাওড়া জেলার বাগনান থানায় নলপুকুর খালের আউটফলে সিঙ্গল ভেণ্ট ২'—৬" ব্যাসের এইচ পি স্লুইস নির্মাণ, ২৪,০৯৪, টাকা, ৪৮২, টাকা, ২ই মাস, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী ও বাহিরের ঠিকাদারগণ, এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ইরিগেশন ডিভিঃ। (৬) লোয়ার দামোদর স্কীম সম্পর্কে হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানায় ধনডালি খালের আউটফলে সিঙ্গল ভেণ্ট ২'-৬" ব্যাসের এইচ পি স্লুইস নির্মাণ; ২১,৫১২, টাকা; ৪৩০, টাকা; ২ই মাস; ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর এবং বাহিরের; এক্জিঃ এঞ্জিনিয়ার, হুগলি ইরিগেশন ডিভিঃ, (৭) লোয়ার দামোদর স্কীম সম্পর্কে হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানায় ধাপানালাখালের আউটফলে সিঙ্গল ভেণ্ট ২'-৬" ব্যাসের এইচ পি স্লুইস নির্মাণ; ২১,১৮৪, টাকা: ৪২৪, টাকা; ২ই মাস, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী এবং বাহিরের; এক্জিঃ এঞ্জিনিয়ার, হুগলি ইরিগেশন ডিভিঃ (৮) লোয়ার দামোদর স্কীম সম্পর্কে হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানায় তালতলা খালের আউটফলে সিঙ্গল ভেণ্ট ২'-৬" ব্যাসের এইচ পি স্লুইস নির্মাণ; ২০,০৯৮, টাকা; ৪০২, টাকা, ২ই মাস; ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী এবং বাহিরের; এক্জিঃ এঞ্জিনিয়ার, হুগলি ইরিগেশন ডিভিঃ (৯) হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানায় পুরানা খাল এমব্যাঙ্কমেন্টের শিবেরহানাস্থ ব্রিচ বন্ধ করা—একটি ২ ভেণ্ট ৪'-০" ব্যাসের স্লুইস নির্মাণ; ৩১,১২২, টাকা; ৭৭৮ টাকা; ২ই মাস; ওয়েস্টার্ন সার্কেলের ৩য় শ্রেণী, এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, হুগলি (১) ডিভিঃ (১০) কুলটাপাড়া লককে স্লুইসে রূপান্তরিত করার জন্য উহার পুনর্নির্মাণ: ৩৬,০০০, টাকা; ৯০০, টাকা; ২ই মাস; ওয়েস্টার্ন সার্কেলের ৩য় শ্রেণী; এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, হুগলি ইরিগেশন ডিভিঃ। টেণ্ডারের কাগজপত্র ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত বিক্রয় করা হইবে। টেণ্ডার ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ১১টা হইতে ২টার মধ্যে গৃহীত হইবে। (৭৭৩৬)
৪৮৬৬(২) আইপিআর/এ/৭১

মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস

"ব্যারাকপুরে একটি হাসপাতালের জন্য মেকানিক্যাল লণ্ড্রি প্ল্যান্টের ব্যবস্থাপনা" কাজের জন্য টেণ্ডার ফরম ইস্যুর নিমিত্ত চীফ এঞ্জিনীয়ার, বেঙ্গল জোন, ফোর্ট উইলিয়াম, কলিকাতা-২১ কর্তৃক ২৭-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। ব্যয়বরাদ্দ: ১১·২৫ লক্ষ টাকা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ১৮ই নভেম্বর, '৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল দেখুন।
ডি এ ভি পি ৬৮৩(৯৫৯)/৭১
(৭৬৭৩)

টেণ্ডার

এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, হুগলী কনস্ট্রাকশন ডিভিসন, পি ডব্লিউ (রোডস) ডিপার্টমেন্ট, ৪, ক্লুকেড লেন, চুঁচুড়া, হুগলী বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, হুগলী জেলার বলরামপুর ছত্রশালী (ভি আর)-এর ২য় মাইলে ২টি ১×১০'—০"×১০'—০" বক্স কালভার্ট এবং ১ম মাইলে ১টি ও ৩য় মাইলে ২টি ২×৫'—০"×৫'—০" বক্স কালভার্ট নির্মাণের জন্য টেণ্ডার খোলার তারিখ ৯-১২-৭১ হইতে ২২-১২-৭১ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ২১-১২-৭১ তারিখ বিকাল ৪টা পর্যন্ত টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে। ২২-১২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং সেইদিন বেলা ৩-১৫টায় ঐগুলি প্রকাশ্যে খোলা হইবে। অবশ্য সকল শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকিবে।
৪৮৪০(২) আই পি আর/এ/৭১
(৭৭০৮)

দামোদর ভ্যালি করপোরেশন

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের পক্ষে এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, নেভিগেশন ডিভিসন, ১৫৫, লোয়ার সারকুলার রোড, কলকাতা-১৪ "বৈঁচি সেকশনের অধীন নেভিগেশন্যাল ক্যানেলের চেন ৩৫১০ হইতে ৩৮২০ পর্যন্ত ব্রিজ অ্যাপ্রোচ এবং ইনস্পেকশন পাথ মেরামত"-এর জন্য নির্ভরযোগ্য, অভিজ্ঞ এবং সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডি ভি সি নির্ধারিত টি—৩ ফরমে পৃথক পৃথক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

আহূত টেণ্ডারের অনুমিত ব্যয়: ৭৮,৮২৯, টাকা; জমা দেয় বায়নার পরিমাণ ৭৮৯, টাকা; কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ: কাজের অর্ডারের তারিখ হইতে ১ই মাস (দেড় মাস)। টেণ্ডারের কাগজপত্রের দাম—প্রতি গ্রন্থ ২, টাকা (অফেরতযোগ্য)।

যে কোনো কাজের দিন বেলা ১০টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত কলিকাতা-১৪ অধীন ১৫৫, লোয়ার সারকুলার রোড-স্থিত বি অ্যাণ্ড আই, ডি ভি সি-এর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাকাউণ্টস অফিসারের নিকট নগদে মূল্য আদায় দিলে উক্ত অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র, স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার খোলার নির্ধারিত তারিখের পূর্ব দিন এবং টেণ্ডার খোলার তারিখে টেণ্ডারের কোনো কাগজপত্র বিক্রয় করা হইবে না।

৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং টেণ্ডারদাতাগণ অথবা তাঁহাদের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত যে সকল প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহাদের সমক্ষে অব্যবহিত পরে খোলা হইবে। (৭০৫৫৫)

হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট

১৯৭১-৭২ সালের ৪৩নং টেণ্ডার নোটিস

চেয়ারম্যান, হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, ১৯, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া—"জি টি রোড বাই পাসে ব্রিজ সুপারস্ট্রাকচারের একটি অংশের ডিজাইন ও নির্মাণের" জন্য দুই গ্রন্থে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। ব্যয়বরাদ্দ: ২,৭৬,০৩৫, টাকা, বায়নার পরিমাণ ও টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য যথাক্রমে ৫,৫২১, টাকা ও ১০, টাকা।

ডিজাইন সর্বশেষ আই আর সি এবং আই এস কোড অব প্র্যাকটিস অনুযায়ী হইতে হইবে এবং এইচ আই টি ড্রইং নং ৯৭২/এস টি আর (বি পাস)-৪১ ৭১ এর চাহিদা অনুযায়ী হওয়া চাই। টেণ্ডারদাতাগণকে তাঁহাদের নিজস্ব ডিজাইনের ভিত্তিতে স্পেসিফিকেশন সহ দফাওয়ারি ভিত্তিতে পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে। রিইনফোর্সড কংক্রিটের ভিত্তিতে ডিজাইন করিতে হইবে এবং প্রযোজ্য রিকভারি রেটস-এর শিডিউল হালসময়ের এইচ আই টি শিডিউল অনুযায়ী হইবে। রিকভারি রেটস-এর এইচ আই টি শিডিউলের আওতার বাইরের যেকোন মাল ঠিকাদারগণকে সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের দরে উহা অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই।

হালসময়ের বিক্রয়কর ও আয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট দেখাইয়া যে সমস্ত প্রকৃত ঠিকাদার এইচ আই টি কর্তৃক অনুমোদন লাভ করিবেন কেবল তাঁহাদের নিকট ২৮-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত (প্রত্যহ বেলা ১১টা হইতে বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত) টেণ্ডারের কাগজপত্র বিক্রয় করা হইবে। ১১-২-৭২ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার-৩ কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে।
(৭৬৭৫)

ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড, ব্যারাকপুর

টেণ্ডার নোটিস

ব্যারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের সীমা মধ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি সম্পাদনের জন্য এক্সিকিউটিভ অফিসার, ব্যারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট কর্তৃক পি ডবলিউ ডি/এম ই এস/রেলওয়ের ১ম/২য় শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে ২৯ ডিসেম্বর, ৭১ তারিখের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	অনুমিত ব্যয়	বায়নার পরিমাণ	প্রদত্ত সময়	মন্তব্য
১।	সিএমডিএ গ্র্যাণ্ট অধীনে রাস্তা উন্নয়ন	২,৯৯,০৭৭,	৫৯৮০,	তিন মাস	১৯৭১ সালে পি ডবলিউ ডি ইস্টার্ন সার্কেলে দরের তফসিল অনুসারে কাজ সম্পাদন করিতে হইবে।
২।	সেণ্ট্রাল গভঃ গ্র্যাণ্ট অধীনে রাস্তা (পি সি সি) উন্নয়ন/মেরামত	৪১,৩২৭,	৮৩০,	তিন মাস	১৯৬২ সালে এম ই এস জোনের দরে তফসিল অনুসারে কাজ সম্পাদন করিতে হইবে।

আঃ কঃ এবং বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সংসাপত্র, যেরূপ চাওয়া হইবে তদনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন/অন্যান্য কাগজপত্র দাখিলক্রমে ১৯৭১ সালের ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত টেণ্ডারের প্রত্যেক দফার জন্য ৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিয়া টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত এবং বেলা ১২-১৫টায় খোলা হইবে। অন্যান্য বিবরণ যে-কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে ব্যারাকপুরস্থিত ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ডের অফিসে পাওয়া যাইবে।

আর কে শর্মা,
ক্যাণ্টনমেণ্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ব্যারাকপুর
(৭৬৯৩)

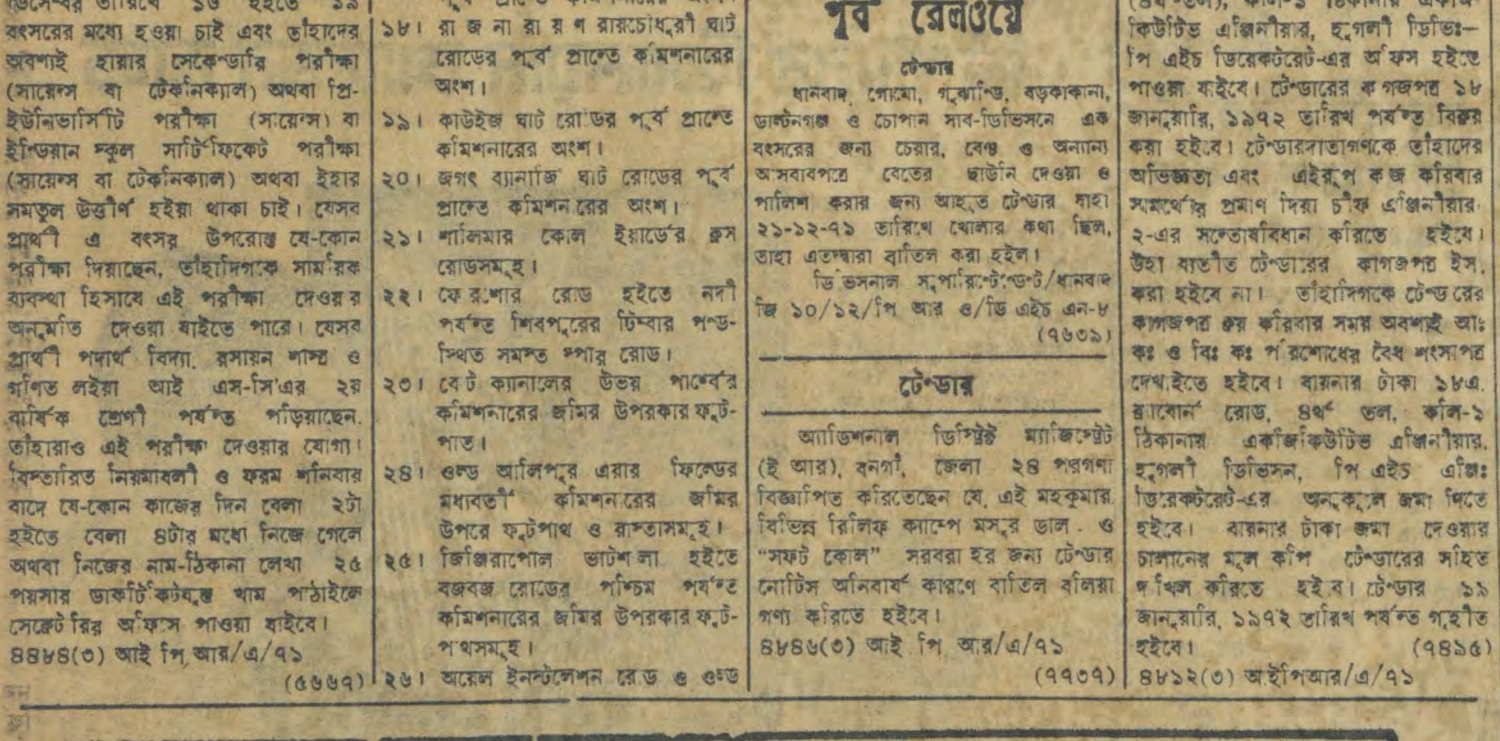

চাকদহে কৃষিজীবীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি

গভীর নলকূপের জল দেওয়া বন্ধ করার সাম্প্রতিক এক সরকারী নির্দেশে চাকদহ থানায় প্রায় ১০ হাজার একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের চাষ এ বছর সম্ভব হবে না। ফলে ওই অঞ্চলের কৃষিজীবীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। চাকদহ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসন্তোষ বিশ্বাস অভিযোগ করেন, ক্ষেত-খামারে উৎপাদন বৃদ্ধি যখন বিশেষ প্রয়োজন তখন এই ধরনের নির্দেশ খুবই রহস্যজনক। এ-বিষয়ে তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পেটের বেদনা রোগে
বাকলা
রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল. পিত্ত শূল. লিভার ব্যথা.
মুখে টক ভাব. ঢেকুর উঠা. বমিভাব. বুক জ্বালা. মন্দাগ্নি.
ইত্যাদি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
প্রতি কৌটা ৩৫০, ৩ কৌটা ১০ টাকা। ডাঃমাঃ ও পাইকারী দর পৃথক। সর্বত্র পাওয়া যায়।
দি বাকলা ঔষধালয় ÷ ১৪৩. মহাত্মা গান্ধী রোড. কলিকাতা-৭

৪৮০
● সুঠাম গঠণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তৈরী
ELASTIC STRAP
অর্থাৎ পশ্চার সাপোর্ট
ছোট • মাঝারি • বড়

শুক্রবার বাংলাদেশ মিশনের হাই-কমিশনার শ্রীহোসেন আলি হাত তুলে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস কর্মীদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন।
—নিজস্ব চিত্র

পাক জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসবার সম্ভাবনা নেই

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেমবর—স্থানীয় পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে ২৭ ডিসেমবর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহূত হবে বলে পূর্বে যে ঘোষণা করা হয়েছিল সেই অনুসারে ঐ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকবেন বলে মনে হয় না।

পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে গতকাল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে বেতার বক্তৃতা করেছেন তাতে তিনি পরোক্ষভাবেও এই জাতীয় পরিষদের কোন কথা উল্লেখ করেন নি।

টেন্ডার

ফুড করপোরেশন অব ইন্ডিয়া
কলিকাতা রিজিয়ন
১১/এ, মির্জা গালিব স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৬
নং এফ/১(১৫)/৭১(মুভ)
তারিখঃ ২৬ নভেম্বর/১৯৭১.

টেন্ডার নোটিস

বর্ধমান জেলায় রেলওয়ে সাইডিং/ফুড ডিপো/এফ সি আই-এর ভাড়া লওয়া গুদাম/স্টোরিং এজেন্টদিগের গুদামসমূহসহ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এবং বর্ধমান জেলা হইতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মধ্যস্থ যে কোন স্থান পর্যন্ত এবং বিপরীত পথে খাদ্যশস্য (ডাল/আলু/চিনি/সরিষা ইত্যাদি সহ) সার ও চটের থলে লরিযোগে পরিবহণের জন্য ফুড করপোরেশন অব ইন্ডিয়া অধীনে বর্ধমান জেলায় ঠিকাদার হিসাবে নিয়োগের জন্য ফুড করপোরেশন অব ইন্ডিয়া পক্ষে রিজিওন্যাল ম্যানেজার, কলিকাতা কর্তৃক অভিজ্ঞ ও প্রকৃত পরিবহণ ঠিকাদারদের নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে সীলকরা টেন্ডার আহবান করা হইতেছে।

প্রতি প্রস্থের (ডুপ্লিকেট) জন্য নগদ অফেরতযোগ্য ১৫, টাকা আদায় দিলে এবং আয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র পেশ করিলে ২১-১২-৭১ হইতে ১৩-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহের কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে এবং শনিবার বেলা ১১টা হইতে বেলা ১টার মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, ফুড করপোরেশন অব ইন্ডিয়া, বর্ধমান-এর অফিসে টেন্ডার ফরম (হস্তান্তরযোগ্য নহে) সহ টেন্ডারের কাগজপত্র দরখাস্তক্রমে পাওয়া যাইবে।

১৩-১-৭২ তারিখের পর টেন্ডারের কাগজপত্র সরবরাহ করা হইবে না।

প্রত্যেক টেন্ডারের সঙ্গে বায়না হিসাবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক অথবা কোন শিডিউল্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃক ফুড করপোরেশন অব ইন্ডিয়া, বর্ধমান-এর অনুকূলে ইস্যু-করা ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ডিপোজিট-অ্যাট-কল রসিদের আকারে ১০০০, টাকা (এক হাজার টাকা) অবশ্যই থাকা চাই।

বয়নার টাকা ব্যতীত প্রাপ্ত টেন্ডার সরাসরি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

টেন্ডার ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, ফুড করপোরেশন অব ইন্ডিয়া, বর্ধমান সমীপে ১৪-১-৭২ তারিখ বেলা ১টার মধ্যে অবশ্যই পৌঁছা চাই এবং সেই দিনই উহা বেলা ৩টায় উপস্থিত টেন্ডারদাতা বা তাঁহাদের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সমক্ষে তৎকর্তৃক খোলা হইবে।

স্বাঃ এস বি মজুমদার
রিজিওনাল ম্যানেজার
(৭৬৭৬/১)

২১·৫ সেমি×৩৪·৫ সেমি—২·৮ কেজি সাইজের ও ওজনের বা যথাসম্ভব কাছাকাছি সাইজের ও ওজনের ৫,০০০ রীম ব্লীচকরা ডুপ্লিকেটিং পেপার, সেমি অ্যাবজরমেন্ট সরবরাহের জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ স্টেশনারি, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক নমুনা (৪ শীট) এবং ডেলিভারির শর্তাবলী, কর ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ সাধারণ কাগজে সীলকরা টেন্ডার আহবান করা হইতেছে। তাঁহার অনুকূলে "পি-ডিপজিটস অ্যান্ড অ্যাডভান্সেজ—সিভিল ডিপজিটস—রেভেনিউ—ডিপজিটস" খাতে বায়না হিসাবে ৫০০, টাকা জমা দেওয়ার ট্রেজারি চালানসহ টেন্ডার ২৭শে ডিসেম্বর, '৭১ তারিখ মধ্যে ৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭ ঠিকানাস্থ তাঁহার অফিসে অবশ্যই পৌঁছা চাই। টেন্ডার ২৮শে ডিসেম্বর, '৭১ তারিখ বেলা ১২-৩০টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে। ১৫ দিনের মধ্যে সরবরাহ দিতে হইবে। যে কোন টেন্ডার সমগ্রতঃ/অংশতঃ গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে।
৪৮২৪(২) আইপিআর/এ/৭১
(৭৬৪৩)

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি
খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু ও প্রীতিকর করে
শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

বাটার ছোটোদের জুতোর নকশা ও নির্মাণ এমনই যে হাঁটতে-চলতে অবাধ সহজ। সুপরিসর এই জুতোগুলোর ওপরচামড়া বাছাই, সামনে আঙুল মেলবার বাড়তি জায়গা, খাপখাওয়ানো গোড়ালি, নমনীয় তলি—সজীব চঞ্চল পায়ের জন্য ঠিক যা চাই, তা-ই। যেমন আরামভরা, তেমনি টেকসই। স্কুলে পরে যাবার পক্ষে আদর্শ এই জুতো। আজই নিয়ে আসুন ছোটোদের, বাটার দোকানে।

Bata

সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং

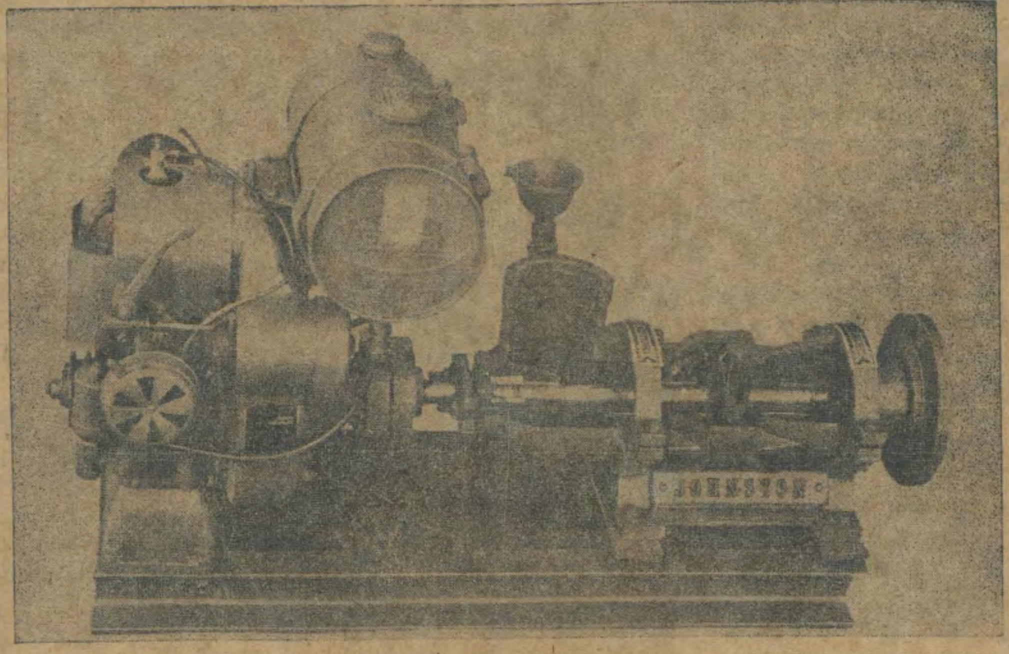

বিশ্ববিখ্যাত জনষ্টন পাম্প বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিশেষভাবে তৈরী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত এই পাম্প সেটের সাহায্যে অতি অল্প খরচে চাষী ভাইরা জলাশয় বা মাটির তলা থেকে প্রচুর জল পেতে পারেন। নানান শক্তিসম্পন্ন পেট্রল-কেরোসিন, ডিজেল ইঞ্জিন বা বৈদ্যুতিক মোটর চালিত জনষ্টন পাম্প সেট পাওয়া যায়।

দেশের প্রয়োজন মেটাতে চাই অধিক শস্য—আর তারই প্রয়োজনে চাই অধিক জল। চাষী ভাইরা মনে রাখবেন জনষ্টন পাম্প সেট তার গুণগত উৎকর্ষতায় আপনার ক্ষেতে ফলাবে সোনার ফসল—সুখে সম্পদে ভরিয়ে দেবে আপনার আঙিনা।

নির্মাতা: জনষ্টন পাম্প (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

বিক্রেতা: লারসেন এণ্ড টুব্রো লিমিটেড
কনক বিল্ডিং, ৪১, চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা-১৬
মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং বর্ধমানের জন্য
ডিলার্স—গুপ্ত ব্রাদার্স
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

কেবল প্রয়োজন হলেই কিনবেন।
ঠিক দাম দেবেন।

ফিলিপসের অনন্য বণ্টন-ব্যবস্থার জন্য ফিলিপস ল্যাম্প সারা দেশেই সহজে পাওয়া যায়। এখনই আপনার প্রয়োজন না থাকলে ফিলিপস ল্যাম্প কিনে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করবেন না।

ঠিক দামের বেশী দেবেন না। এইভাবে দাম কমিয়ে রাখার ব্যাপারে ও জাতীয় অর্থ-নীতি সুরক্ষিত করার ব্যাপারে সাহায্য করা হবে।

মনে রাখবেন, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এবং শিল্পের চাকা দিনরাত সচল রাখবার জন্য আরও বেশী বিদ্যুৎ, আরও বেশী ল্যাম্পের প্রয়োজন।

ফিলিপস ল্যাম্পের অনুমোদিত দাম

	খুচরা দাম প্রতিটি
২৫ ডবলিউ বি-সি ভ্যাকুয়াম ক্লীয়ার	টাঃ ১·৮০
৪০ ডবলিউ বি-সি গ্যাসভরা ক্লীয়ার	টাঃ ২·০৫
৬০ ডবলিউ বি-সি গ্যাসভরা ক্লীয়ার	টাঃ ২·০৫
১০০ ডবলিউ বি-সি গ্যাসভরা ক্লীয়ার	টাঃ ২·৯০
১৫০ ডবলিউ বি-সি গ্যাসভরা ক্লীয়ার	টাঃ ৪·৯০
২০০ ডবলিউ বি-সি গ্যাসভরা ক্লীয়ার	টাঃ ৭·০০
৪০ ডবলিউ আর্জেন্টা	টাঃ ২·২০
৬০ ডবলিউ আর্জেন্টা	টাঃ ২·২০
১০০ ডবলিউ আর্জেন্টা	টাঃ ৩·০০
১৫০ ডবলিউ আর্জেন্টা	টাঃ ৫·৩০
২০০ ডবলিউ আর্জেন্টা	টাঃ ৭·৫০
টি এল ২০ ডবলিউ ফ্লুরেসেন্ট	টাঃ ১১·২৫
টি এল ৪০ ডবলিউ ফ্লুরেসেন্ট	টাঃ ১২·৭৫

এই দাম আবগারি শুল্কসহ, কিন্তু বিক্রয় কর ও স্থানীয় কর বাদে।

ফিলিপস
ল্যাম্প আর লাইটিংয়ের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে—
PHILIPS

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
শনিবার, ২ পৌষ, ১৩৭৮

দিনের বাণী

ভারত বলে—দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া তোমার শক্তি দেখাও। মানুষ কত অধিক বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে পাশ্চাত্ত্য দেশ সেই সমস্যার পূরণ করিয়াছে। ভারত এদিকে মানুষ কত অল্প লইয়া থাকিতে পারে, এই সমস্যার পূরণ করিয়াছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

পুতুলনাচের ইতি-কথা

পূর্ব রণাঙ্গনের মতো পশ্চিমেও শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। পূর্বে ঘটিয়াছে পাক ফৌজের আত্মসমর্পণ, আর পশ্চিমে যুদ্ধবিরতি—সেও যেন ভারতেরই ইচ্ছায়, ফরমাসে আর খুশিতে। এও একটা জয়, তবে অন্য রকমের। পূর্বে আমরা দেখাইয়া দিয়াছি বাহুবল কাহাকে বলে, আর পশ্চিমে পিণ্ডিচক্র বেকায়দায় পড়িয়াছে আমাদের বুদ্ধিবলে। এখানে সে যদি কুপোকাৎ কুস্তির কসরতে, ওখানে ক্ষুরধার কূটনীতিতে। অর্থাৎ যাহাকে বলে ইনিসিয়েটিভ তাহা এখন একেবারেই ভারতের হাতের মুঠোয়, জঙ্গীশাহীর হাত হইতে উদ্যোগটুকুও খসিয়া পড়িয়াছে। ভারত পা ফেলিয়া চলিয়াছে আগে আগে, আর পাকিস্তানী শাসকমহল পিছু পিছু চলিয়াছে। আন্তর্জাতিক আঙিনায় ইহার চেয়ে অপমান আর জ্বালার আর কিছু নাই। একপক্ষ হঠাৎ হল্ট বলিলে অপরপক্ষ কেমন হতভম্ব হইয়া যায়, ১৯৬২-র দুঃস্বপ্নের দিনগুলির কল্যাণে আমাদের তাহা ভাল মতোই জানা আছে। সেটা এইবার হাড়ে হাড়ে টের পাইল পশ্চিম পাকিস্তান।

যাহাকে ক্লাশ করিব বলিয়া এই সেদিনও হাত-পা ছুঁড়িয়াছি সব ব্যাপারে এখন তাহারই মর্জিমাফিক চলা—পাক হুকুমতের এ কি সোজা যন্ত্রণা! এইদিকে খেলা খতমে বেহাল হওয়ার পরও ইয়াহিয়া বেহায়ার মতো হাঁক ছাড়িয়াছিলেন, "ওখানে হটিয়াছি বটে, তবে লড়াই কিন্তু খতম হইল না। লড়াই চলিতেছে, চলিবে।" তারপর কী ঘটিল? হাঁকডাকে লজ্জা তো ঢাকা গেলই না, ফোঁপরা ঢেঁকির আওয়াজটা হাওয়ায় মিলাইয়া গেল। লোক হাসাইয়া অবশেষে পশ্চিমী মনিবদের পেয়ারের বাইজী পায়ের মল খসাইতে বাধ্য হইল। রহস্যটা কী? হয় ইতিমধ্যেই পিণ্ডির জঙ্গীমহলে অন্তর্দ্বন্দ্ব, নয়তো ইহাও সম্ভব যে, পাক ফৌজ ইয়াহিয়াদের হুকুম তামিল করিতে নারাজ, একটা হারা-লড়াই আর লড়িতে চায় না, তাই বেঁকিয়া বসিয়াছে।

আরও এমন অনেক কারণই সম্ভব। ভুট্টো সাহেব 'নিউইয়র্কে' যে বয়ান ছাড়িয়াছেন তাহা ইয়াহিয়ার পহেলা বেহায়া ভাষণের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহার ভাবটা কতকটা "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি"—যদিও বাহিরের বড়াই ঠিকই আছে, কথার তপ্ত কড়াই তেমনই ফুটিতেছে। তবু গরমের তলায় কোথায় যেন একটু নরম সুর, কম্বলের তলায় শরীরটা যেন চুপসাইয়া আছে। ভুট্টো আর যাই হোক পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় নায়ক, এখনও চাই কি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশা রাখেন। জঙ্গীশাহীর নাক-কান তো কাটা গিয়াছেই, এখন আর জনমতকে ঘাঁটাইয়া গর্দানটাও বিসর্জন দিতে সে চায় না। গর্দানটা বজায় রাখাই এখন তাহার আসল সমস্যা। সেইজন্য এখনও পিণ্ডি বাঁকা উনো-র দিকে সতৃষ্ণ চাতকের মতো চাহিয়া আছে—যদি পাকেপ্রকারে কোনও একটা প্রস্তাবের মারফৎ ভরাডুবির মাল কিছুটা উদ্ধার করা যায়। তাহার পৃষ্ঠপোষকের অভাব এখনও নাই, কিন্তু তাহাদের সাহায্যের দৌড় কতদূর পিণ্ডি সেটা মর্মে মর্মে বুঝিয়া থাকিবে। দোস্ত চীন যেমন 'কাগজে বাঘ' তাহার মদৎও তেমনই কাগজে মদৎ।

আর আমেরিকা? তাহার কথা না তোলাই ভাল, প্রবৃত্তি হয় না, রুচিও নাই। অরুচি ঘটিয়া থাকিবে পিণ্ডিরও। এতদিন আমরা ভাবিয়া আসিয়াছি ইয়াহিয়া জনকয়েক জাঁদরেলের হাতের পুতুল, এখন কিন্তু সন্দেহ হইতেছে আসলে ইয়াহিয়া নামক পুতুলটিকে নাচানোর সুতা ধরিয়া রাখিয়াছে আমেরিকা। নিক্সন প্রশাসন যেমন বলিয়াছে সে তেমনই দোলয়াছে, কুঁদিয়াছে। এই পুতুলনাচের শেষের দিকে ওস্তাদ আর আড়ালে থাকিতে পারে নাই, আর একটু হইলে সে একেবারে মঞ্চের সামনে আসিয়াই দাঁড়াইত আর কি! পোপ না ড্রাইডেনের বিখ্যাত একটা ছড়ার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে: "আই আম হিজ ম্যাজেস্টি'স ডগ অ্যাট কিউ। প্রে টেল মি স্যার, হুজ ডগ আর ইউ?" কিউ নামক বাগানের জীবটি যাহারই হউক, পিণ্ডিচক্র যে কাহার পালিত তাহা ফাঁস হইয়া পড়িতে এখন আর বাকি নাই।

কিন্তু ওস্তাদ আর তাহার হাতের পুতুল দুইজনই দুইজনকে ডুবাইয়াছে। ওস্তাদ ফাঁসাইয়াছে পুতুলকে ক্রমাগত পিঠ চাপড়ানি আর উস্কানি দিয়া। আর হায় রে পুতুল, সে কি না একটা গুঁতা বা গোঁত্তাও দিতে পারিল না। ভিতরের নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া সে হাঁ করিয়া হাঁপাইতেছে আর সেইসঙ্গে এশিয়ার এইখণ্ডে আমেরিকার বেনামী আধিপত্যের খোয়াবও একেবারে চুকিয়া যাইতে বসিয়াছে। নিক্সন সাহেব "রেগে আগুন, জ্বরদিনের" মতো হাত-পা ছুঁড়িতেছেন কি আর সাধে! অবস্থাটা একেবারে খিঁচুনি আর প্রলাপের দশার মতো। বেইজ্জত নিক্সন সাহেব এখনও ফরমান কাড়িয়াছেন ভারত যাহা লড়িয়া জয় করিয়াছে তাহা ছাড়িয়া আসিতে হইবে। প্রশ্ন, ছাড়িয়া আসিবে কী—বাংলাদেশ? সেখানে একটি জাতি মুক্ত এবং আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রক্তাক্ত সংগ্রামে অর্জিত সম্মানের ফল তাহারই প্রাপ্য। সেই ফল তাহার হাত হইতে কাড়িয়া প্রশান্ত আর অতলান্ত সাগরপারের একটা দেশের আবদারে জঙ্গীশাহীকে ফিরাইয়া দেওয়া—এ কি মামার বাড়ি, না ছেলের হাতের মোয়া?

নিক্সন সাহেবের বিপত্তি বুঝি। বাহিরে কূটনৈতিক আখড়ায় একেবারে জব্দ, কূটনীতি, শঠনীতি সব ধূলায় লুটাইয়াছে। এদিকে ঘরেও মুখ দেখানো মুশকিল—হবার্ট হামফ্রে নিক্সনের আর একবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার সাধ ঘুচিতে বসিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এখনও তাঁহাকে একটি পত্রে মারকিন নীতির ঘৃণ্যতা সম্পর্কে সজাগ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। এমন স্পষ্টভাষায় সমস্ত ইস্যুটার এমনি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আর হয় না। তবু জাগিয়া যে ঘুমায়, সে কিছুতেই জাগে না। বিশেষত নিক্সন সাহেব এখন মরীয়া—জুয়াড়ির মতো কেবলই দান দিয়া চলিয়াছেন। আজ সপ্তম বাহিনী চালান দেওয়া, কাল জর্ডান হইতে পিণ্ডিতে মারকিন ফাইটার বিমান পাঠানোর হুকুম জারি করা। শেষ বাজি হারার মুখেও তিনি ইয়াহিয়াকে ক্রমাগত তাতাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু হায়, সাধের ঘুড়ি চিড়িয়া চিৎপাত হইয়া পড়িয়া আছে, পূর্বের পরাজয়ের ধাক্কায় পশ্চিমেও কার ঘাড় ওঠে ঠিক নাই—কাঠের পুতুলটি সেই ভয়ে এখন কাঠ এবং স্থবির—পুতুল আর চটু করিয়া নাচিবে না।

বিশ্লেষণ, বিচার, সমীক্ষা

স্বাধীন বাংলার আবির্ভাবে এশিয়ায় শক্তিসাম্যের হেরফের

ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বা অংশীদার হওয়া সৌভাগ্যের সন্দেহ নেই, কিন্তু তার অন্য একটি দিকও আছে। ঘটনার প্রতিঘাতে সমকালীনের অভিভূত হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর পক্ষে ঘটনার গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি সম্ভব নয়। গত মারচ মাসের শুরুতে শেখ মুজিবর রহমান যখন রমনা ময়দানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন তখন সেই ইতিহাসস্রষ্টা বা তাঁর লক্ষ লক্ষ শ্রোতার কেউই নিশ্চয় বুঝতে পারেননি এই ঘোষণার সাফল্য কোন পথে, কীরূপে, কতদিনে আসবে। তেমনি গত বৃহস্পতিবার সেই রমনা ময়দানেই পরাজিত পাকিস্তানী সেনানায়কের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যে-স্বাধীন বাংলাদেশের চূড়ান্ত আত্মপ্রকাশ ঘটল এই ভূখণ্ডে তার ভূমিকা কী হবে, ভবিষ্যতের বাংলাদেশ বর্তমানের অবিকল প্রতিফলন হবে কি না—এসব প্রশ্নের উত্তরও এখনই সম্ভব নয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাবকে অনেকেই ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেছেন। যে কোন দেশের স্বাধীনতা লাভই ঐতিহাসিক ঘটনা, অন্তত এই অর্থে যে, ইতিহাসে তার স্থান হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা একই অর্থে ঐতিহাসিক নয়, এমন কি বাংলাদেশের জনগণ যে-স্বাধীনতা পেলেন সেটিও প্রচলিত অর্থের স্বাধীনতা নয়। তাঁরা তো স্বাধীন ছিলেনই, যেদিন থেকে আমরা স্বাধীন সেদিন থেকেই। সেই স্বাধীনতার ফল তাঁরা কী পেয়েছেন, স্বাধীনতার ফলে দেশের উপর যে সার্বভৌম ক্ষমতা বর্তেছে তার প্রয়োগ দেশের নেতারা কীভাবে করেছেন সে-সব কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মারচ মাসে যে-স্বাধীনতা লাভের সংকল্প রমনার মাঠে ঘোষিত হয়েছিল এবং বৃহস্পতিবার সেখানেই যে-স্বাধীনতার শেষ অন্তরায় দূর হল সে-স্বাধীনতা গত দশ বছরের গোটা চল্লিশ দেশের স্বাধীনতা থেকে ভিন্ন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্ভবত সেজন্যই বাংলাদেশের সংগ্রামকে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তি-সংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছিলেন। উপনিবেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনেক সময় মুক্তি-সংগ্রাম বলা হয়, যদিও মুক্তি-সংগ্রামের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে—শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু যে সীমাবদ্ধ অর্থে বাংলাদেশের সংগ্রামকে মুক্তি-সংগ্রাম বলা হয়েছিল সে-অর্থেও কি এটি মুক্তি-সংগ্রাম?

যে-অর্থে ইংলনড বা ফ্রানস বা পরতুগাল ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল বা আছে, সে-অর্থে সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান নিশ্চয়ই পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা হরণ করেনি, বা অন্য দেশ জয়ের যৌতুক হিসাবে তাকে পায়নি। দুয়েরই জন্ম এক লগ্নে এবং এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি তাদের স্বেচ্ছা মিলন ছাড়া আর কিছু নয়।

যে-ঔপনিবেশিক শোষণের অবসানের জন্য বাংলাদেশের নেতারা দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা লাভের সংকল্প নিয়েছিলেন সে-শোষণ পরবর্তী কালের। বাংলাদেশের সার্থক সংগ্রামে প্রমাণিত হল, একই রাষ্ট্রের অগ্রসর ও শক্তিশালী অংশ যদি অপেক্ষকৃত দুর্বল ও অনগ্রসর অংশকে নিজের

শংকরঘোষ

বৈষয়িক উন্নতির জন্য ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর হয় তা হলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিদ্রোহ।

পাকিস্তানে যে-সমস্যার পরিণতি বাংলাদেশ সে-সমস্যা অন্য রাষ্ট্রেও আছে। বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক মাত্রেই শুরুতে সে-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন যা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ঘটেনি। বাংলাদেশের সংগ্রামে সক্রিয় সহানুভূতি ও সাহায্যের জন্য যাঁরা ভারতকে দোষারোপ করছেন, বলছেন, শ্রীমতী গান্ধী একটি বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলনকে জয়ী করে খাল কেটে কুমীর আনলেন তাঁরা মনে রাখেন না যে, ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃত্বের মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য আছে, তুলনায় অনগ্রসর ও দরিদ্র ভারতীয়রা একই ভাষা ও সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ নন বা এক রাজ্যের অধিবাসী নন। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানও মুক্তি-আন্দোলনের একটি বড় কারণ। বাংলাদেশ যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সংলগ্ন হত তা হলে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি স্বাধীনতার দাবিতে পর্যবসিত হত কি না সন্দেহ।

যে সব রাষ্ট্র ভারতের সমালোচনায় মুখর তাঁদের অসন্তোষ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ফলে পাকিস্তানের শক্তি হ্রাস বা দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিক পুনর্বিন্যাসের জন্য নয়। স্বাধীনতার শর্তস্বরূপ ভারতের দ্বিখণ্ডীকরণ তাঁদের উদ্ভাবন নয়। এবং সেই দুটি খণ্ডের একটি খণ্ড যদি আবার দ্বিখণ্ডিত হয় তা হলেও তাঁদের আপত্তি করার কথা নয়। পুরনো নথিপত্র ঘাঁটলে হয়ত দেখা যাবে, এই সব দেশের নেতারাই ১৯৪৭ সালে ইংলনডের সমালোচনা করেছিলেন, বলেছিলেন, ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার তার এই প্রাক্তন উপনিবেশটির চরম ক্ষতি করে গেলেন।

এই সব শক্তিরাই আজ যা বলছেন তাতে মনে হয়, ভারত বিভাগের মত মহৎ কাজ ব্রিটিশ সরকার আর করেননি। তার কারণ তাঁরা অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝেছেন, অখণ্ড ভারত স্বাধীন হলে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কতকাংশে তার প্রভাব অপ্রতিহত হত। ভারত বিভাগের ফলে সে-সম্ভাবনা আংশিক দূর হয়েছিল, আরও দূর হল যখন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর মনোভাবের ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার সম্পর্ক স্থাপিত হল। কাশ্মীর সমস্যায় সমস্ত পশ্চিমী শক্তিই পাকিস্তানের অনুকূলে রায় দিয়ে এসেছেন এবং কাশ্মীর সমস্যা যে দুই দশক পরেও নিরাপত্তা পরিষদে খাতাকলমে অমীমাংসিত থেকে গেছে তার অন্য কোন কারণ নেই। ঘটনাচক্রে যদি ভারত পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় তাহলে এই পুরনো সমস্যার অবতারণা করে সেই প্রচেষ্টাকে যাতে ব্যর্থ করা যায় তার জন্যই নিরাপত্তা পরিষদের অভিমতে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ আজও অনিশ্চিত।

স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাবেও তাঁদের আপত্তি এইখানে। সেখানকার নেতারা ধর্মীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বাসী নন। তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক, সমাজবাদী রাষ্ট্র গঠন করতে চান। সেদিক থেকে ভারতের সঙ্গে তাঁদের একাত্মবোধের সম্ভাবনা। গত নয় মাসে তাঁরা ভারত সরকার ও এদেশের জনসাধারণের কাছ থেকে যে সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেয়েছেন এবং পক্ষকালের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দুই দেশের যে মৈত্রীবন্ধন গড়ে উঠেছে তার ফলে এই দুই স্বাধীন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহ-অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্থ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় পঁচিশ বছর যে শক্তি-সাম্য বজায় ছিল তার অবসান। এই শক্তিসাম্য যাঁদের অনুকূল ছিল তাঁরা সকলেই বিষণ্ণ ও বিরক্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তাঁদের যত না আপত্তি তার চেয়ে অনেক বেশী আপত্তি যে নেতৃত্বে স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছে তাতে। স্বাধীন বাংলাদেশের নেতারা যদি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বাঙালী সংস্করণ হতেন তাহলে এত আপত্তি উঠত না, এমন কি তাঁরা যদি অন্য কোন রকমের চরমপন্থী হতেন তাহলেও হয়ত না, কারণ সে-বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সহযোগিতার ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ হত। ভারত ও বাংলাদেশ এই দুই রাষ্ট্রের বর্তমান নেতৃত্ব বজায় থাকলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা দুরূহ হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি যে কৃত্রিম ভারসাম্য সৃষ্টি করে এই অঞ্চলে তাঁদের অভিভাবকত্ব কায়েম রেখেছেন সেই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তাঁদের ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতা ও সহ-অস্তিত্বে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে হবে।

এর জন্য চেষ্টা নানাভাবে চলবে। কেউ খোলাখুলি শুরু করবেন, কেউ মিত্রভাবে। এ-আঘাত দুই দেশের নেতৃত্বের উপরও আসতে পারে। কারণ দেশের ভৌগোলিক আয়তন যাই হোক না কেন তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি শক্তিশালী হয়, জনসাধারণের আস্থাভাজন হয় তাহলে তার প্রভাব অন্য রাষ্ট্রেও প্রতিফলিত হতে বাধ্য। সুতরাং ভারত ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দুর্বল করার চেষ্টাও স্বাভাবিক।

অন্য যে-স্তরে এ প্রচেষ্টা চলবে তা পাকিস্তানকে সামরিকভাবে শক্তিশালী করা। গত দুই দশক ধরে প্রচেষ্টা চলেছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এ-চেষ্টা আরও জোরে চলবে যাতে একদিকে ভারত ও বাংলাদেশের দুর্বল রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও তাঁদের পারস্পরিক সন্দেহ ও অন্যদিকে সামরিক শক্তিশালী পাকিস্তান এই দুইয়ের সমাবেশে বৃহস্পতিবার রমনার মাঠে যে শক্তিসাম্যের সমাধি হয়েছে তার অন্তত আংশিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়। অন্যথা এই শক্তিসাম্যের সৃষ্টিকারী ও সমর্থক দেশগুলির দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁদের নীতি পরিবর্তন করতে হবে। বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে গত নয় মাসের পৃথিবীব্যাপী বিতর্কেই পরিষ্কার হয়ে গেছে আপাতত এই নীতি পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই।

রাহুমুক্ত রাজধানীতে প্রথম রাত্রি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকেই শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু অন্য দিকে 'জয় বাংলা' ধ্বনি—।

শত্রু কবলমুক্ত ঢাকার প্রথম রাত্রি উদ্বেগ ও আনন্দের আতিশয্যের মধ্যেই কেটে গেল।

বিকাল থেকেই চোখে পড়ছে, জলস্রোতের মতো জনস্রোত এই শহরের দিকে এগিয়ে আসছে,—গো-যান থেকে শুরু করে আধুনিক জাপানী মোটরযান পর্যন্ত যত রকম পরিবহণব্যবস্থা থাকতে পারে, তার প্রত্যেকটিরই ব্যবহার করা হচ্ছে।

গত কয়েক দিন ধরে অবিরাম কারফু—ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের আমদানি নেই। প্রত্যেকটি পেট্রল পাম্প শুকিয়ে গিয়েছে। আজ থেকে অবশ্য দোকান হোটেল ও অফিস চালু করার চেষ্টা চলছে।

পাকিস্তানী জঙ্গীরা তাদের কর্তৃত্বের শেষ কয়েক দিনে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক জীবন তচনচ করে দিয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। শেষবারের মতো হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠে তারা ঢাকার আশেপাশে হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে,— তাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করে সুপরিকল্পিতভাবে এই নিধন যজ্ঞ চালানো হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতেও মগবাজার এলাকায় গণহত্যা চালানো হয়েছে।

শহরে স্থানাভাব ও খাদ্য সমস্যা। ভারতীয় ও বিদেশী সাংবাদিকরা ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন। হোটেলের প্রবেশপথে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের শ্রীবুজোলফ আমাদের স্বাগত জানালেন। সমর সাংবাদিক হিসাবে আমাদের সঙ্গে যে পরিচয়পত্র ছিল সেটা দেখে নিয়ে তিনি আমাদের হোটেলে বসবাসের অনুমতিপত্র দিলেন। বললেন: আগামীকাল থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হলে—আমাদের দেওয়া এই অনুমতিপত্রের মূল্য কতটুকু থাকবে, জানি না।'

"আমার ভবিষ্যৎ"!

—ডাঃ মালিক

'লড়াই থেমেছে, তাতেই আমি খুশি,' বললেন ডাঃ মালিক, এই ক'দিন আগেও যিনি ছিলেন 'পূর্ববঙ্গের' তথাকথিত 'গভরনর'। স্থান হোটেল ইনটারকনটিনেনটাল, ১০৩৪ নং কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের খালি এইটুকুই বলতে পারলেন। গোড়ায় তাঁর মুখে এর চেয়ে বেশি কথা জোগায়নি।

দশাসই চেহারার ভদ্রলোক, গায়ের রং ময়লা। তাঁকে বিব্রত দেখাচ্ছিল এবং ফোটোগ্রাফার আর রিপোরটারদের এড়াতে তিনি ছিলেন ব্যস্ত। বাইরের লোক কাটিয়ে দিতে তাঁর স্ত্রীও মনে হল দস্তুরমত ব্যগ্র। ডাঃ মালিক পরে বললেন, 'নতুন সরকারের জন্য শুভেচ্ছা'। তাঁর দাবি, এত রক্তপাত তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। তিনি ইসতফা দিয়েছিলেন সেইজন্য।

নতুন সরকার কবে কাজের ভার গ্রহণ করবেন, ডাঃ মালিক জানেন না? ভার বুঝিয়ে দেওয়া? কী যেন বলতে গিয়ে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন, 'কে আপনাকে এই ভার নিতে বলেছিল?' ডাঃ মালিকের জবাব—'কেউ না।' আবার প্রশ্ন—'তবে নিলেন কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'ওসব তো পুরনো কথা।'

আর যেই তাঁকে বলা হল, 'আপনার ভবিষ্যৎ কী?' —সঙ্গে সঙ্গে ইনটারভিউ শেষ। 'আমার ভবিষ্যৎ!' তিনি একবার মাত্র কথাটা উচ্চারণ করলেন, তার পরে একটুখানি কাঁধ-ঝাঁকানি। ওই তাঁর উত্তর। ইতিমধ্যে শ্রীমতী মালিক এগিয়ে এসেছেন, ফরসা বিদেশী মহিলাটি ভাঙা বাংলায় কী যেন বললেন আর তার পরই ১০৩৪ নং ঘরের দরজা বন্ধ।

প্রথম প্রবেশ

ঢাকায় যাঁর বাহিনী সর্বপ্রথম প্রবেশ করে সেই ব্রিগেডিয়ার আর এন মিশ্র আজ বলেন, মোট ১০,০০০ পাক সৈন্য ও আধা-সৈন্য ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে। এঁদের মধ্যে আছেন জেঃ নিয়াজি, জেঃ ফরমান আলি এক এয়ার ভাইস-মারশাল এবং আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার।

ব্রিগেডিয়ার মিশ্র বলেন, আশুগঞ্জ ছাড়া আর কোথাও পশ্চিম পাক বাহিনীর কাছ থেকে বড় রকমের প্রতিরোধের চেষ্টা দেখা যায়নি। ঢাকায় ওদের তেমন অস্ত্রশস্ত্রের জোরও ছিল না।

ভারতীয় সেনাদল ও মুক্তি বাহিনী স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা কীরকম পেয়েছেন, এই প্রশ্নে ব্রিগেডিয়ার মিশ্রের উত্তর: প্রভূত এবং আন্তরিক। সমর-সংক্রান্ত নানা সমস্যা তাঁরা ওঁদের বুঝতেই দেননি। জিনিসপত্র ওঁদের হয়ে তাঁরা নিজেরাই বয়ে নিয়ে গিয়েছেন। আমরা যদি চাইতাম, তবে তাঁরা আমাদেরও কাঁধে করে নিয়ে যেতেন।

সংবিধান সম্পর্কে ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ হল না

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর—আজ পাক বেতারে কয়েকবার বলা হয়েছিল যে, আজ রাত্রি ৭-৪৫ মিনিটে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান খসড়া সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে এক বেতার ভাষণ দেবেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণ দেননি এবং পাক বেতার ঐ সম্বন্ধে কোন কারণও জানায়নি।

—রয়টার, ইউ এন আই

স্বর্ণযুগ, স্বর্ণপ্রসূ নেত্রী-ত্ব

জনৈক সংসদ-সদস্য সেদিন বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষকে আর কখনও এতটা ঐক্যবদ্ধ দেখা যায় নাই; দলমতনির্বিশেষে সকল মানুষ আজ প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন: এক জাতি আজ এক নেত্রীর নির্দেশে চালিত। কথাটার মধ্যে যে কোনও আতিশয্য নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুত, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী গান্ধীর সবচেয়ে বড় সাফল্য কী, এই প্রশ্নের উত্তরে ভবিষ্যতের ইতিহাসকার নিশ্চয় বলিবেন যে, মতামতের সমস্ত পার্থক্য এবং স্বার্থস্বার্থের সমস্ত দ্বন্দ্ব ভুলাইয়া দিয়া ভয়ংকর এক সংকটের মুহূর্তে এই জাতিকে তিনি একপ্রাণ ও একলক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন। নেহরুর পরে কে—এই সেদিনও ব্যাপারটা লইয়া স্বদেশে-বিদেশে জল্পনা কিছু কম চলিত না। কিন্তু আজ আর জল্পনার কোনও অবকাশ নাই। নেতা কে, অবিসংবাদী নেতৃত্বই তাহার প্রমাণ দিয়াছে। সেতুবন্ধ হিসাবে শাস্ত্রীজীর ভূমিকা অবশ্যই উজ্জ্বল। সেই ভূমিকার শেষে দেশ যাহাকে পাইয়াছে, জন্মসূত্রে তিনিও একজন নেহরু।

গান্ধীজীর পরে নেহরু। তারপর—হ্রস্ব অবকাশের অবসানে—আবার গান্ধী: ইন্দিরা গান্ধী। ব্যাপারটা যেন একটা আলোকিত বলয়ের মতো: যে-বিন্দু হইতে যাত্রারম্ভ, নবভারত তাহার সমস্ত সংকোচ ও সংশয় বিসর্জন দিয়া পুনশ্চ সেই বিন্দুতে আসিয়া মিলিয়াছে। শ্রীমতী গান্ধী এই দেশ ও জাতিকে দৃঢ় হাতে পরিচালনা করিতে পারিবেন কি না, সত্যের খাতিরে স্বীকার করা ভাল যে, সূচনায় তাহা লইয়া একাধিক মহলে অল্পবিস্তর সংশয় ছিল। সংশয়ের অন্যতম হেতু, তিনি নারী। কিন্তু সেই সংশয়বাদীরা যে ইতিহাসের অমনোযোগী পাঠক, সন্দেহ নাই তাহাতেও। মনোযোগ দিয়া বিশ্ব-ইতিহাসের পাঠ লইলে তাঁহারা নিশ্চয় জানিতে পারিতেন যে, বিখ্যাত বহু সম্রাট কিংবা সেনাপতি যেখানে ব্যর্থ, নারীর নেতৃত্ব সে-সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রতরণীর হাল রীতিমত শক্ত হাতে ধরিয়াছে। দৃষ্টান্ত ভারত-ইতিহাস হইতেই তুলিয়া দেওয়া যায়। অন্তত নারীর নির্দেশ যে জনতাকে কিছু কম অনুপ্রাণিত করে না, তাহার প্রমাণ হিসাবে রাণী দুর্গাবতী কিংবা ঝাঁসীর রাণীর উল্লেখ করা চলে বই কী।

অন্যদিকে স্বীকার্য দুর্গাবতী ও লক্ষ্মীবাঈয়ের পরিচয় প্রধানত সংগ্রামিকা হিসাবে। উপরন্তু, সমগ্র দেশকে যে তাঁহারা একলক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও নিশ্চয় বলা চলে না। ফলত, বিদেশী ইতিহাসের দিকে চোখ না-ফিরাইয়া এবং সেই সম্রাজ্ঞীর উল্লেখ না-করিয়া উপায় নাই, সংগ্রামে এবং শান্তিতে যিনি সমগ্র জাতিকে সমানভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ। তাঁহার রাজত্বকালকে যে ইংলণ্ডের স্বর্ণযুগ বলা হয়, নিতান্ত স্পেনীয় আর্মাডার সফল মোকাবিলা কিংবা অন্যান্য রণ-সাফল্য নিশ্চয় তাহার কারণ নয়। কারণ আরও আরও। সাহিত্য, সংস্কৃতি, বৈষয়িক সমৃদ্ধি—ইংলণ্ডের সাফল্য তখন সর্বক্ষেত্রে। বস্তুত, সবকিছুকে মিলাইয়াই তাঁহার নেতৃত্ব ছিল স্বর্ণপ্রসূ। তিনি তো শুধু আর্মাডা-জয়ী, ড্রেকের ইংলণ্ডের রাণী নহেন, র‍্যালে আর শেকসপীয়রের ইংলণ্ডেরও সম্রাজ্ঞী। সফল নেতৃত্বের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় রুশ-সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দি গ্রেটেরও; কিন্তু এলিজাবেথের দৃষ্টান্তটাই সম্ভবত বেশী প্রাসঙ্গিক। এবং এমন আশা নিশ্চয় অসঙ্গত নয় যে, গোটা ভারতবর্ষকে একসূত্রে গাঁথিয়া যিনি রণক্ষেত্রে তাহাকে সফল নেতৃত্ব দিয়াছেন, ভারতীয় জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহার নির্দেশ কিছু কম সাফল্যপ্রসূ হইবে না।

প্রশ্ন উঠিবে, শ্রীমতী গান্ধীর শক্তির উৎস কোথায়। এবং এই প্রসঙ্গেই পুনশ্চ মনে পড়িবে এলিজাবেথের কথা। স্পেনীয় আর্মাডা ধ্বংসের পরে এলিজাবেথ বলিয়াছিলেন "ইংলণ্ডের জনমানসই আমার সমস্ত শক্তির মূলাধার।" ভারতীয় জনতার [illegible] শ্রীমতী গান্ধীও ঠিক এই একই কথা বলিতে পারেন। স্বাধীনতার সাথে বাসন্তী, কোমলতার সঙ্গে কঠিনতাকে মিলাইয়া যে-জনমানসের তিনি নেত্রী, সেই জনমানসই তাঁহাকে অফুরান শক্তি যোগাইয়া চলিয়াছে।

যৎকিঞ্চিৎ

স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী" ঢাকায় জেনারেল অরোরার কাছে জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। খেদের কথা এই দিল্লি এবং বিদেশের কোনও কোনও ভাগ্যবান সাংবাদিক এই ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাইলেও কলিকাতার সাংবাদিকরা তাহা পান নাই। আনন্দবাজারের প্রতিনিধিরা যে হাজির ছিলেন সেটা ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং উদ্যমের ফল এজন্য তাঁহাদের অনেক ঝুঁকি লইতে হইয়াছে। অবশ্য তাহা লইয়া কোনও নালিশ নাই, সাংবাদিকদের কখনও কখনও এ-জাতীয় ঝুঁকি লইতে হয়। কিন্তু ব্যবস্থা যখন হইয়াছিল তখন কলিকাতার সাংবাদিকেরা বাদ পড়িলেন কেন বোঝা দুঃসাধ্য। কর্তৃপক্ষ কথা দিয়াছিলেন ঢাকায় তাঁহাদেরও লইয়া যাওয়া হইবে। কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষা অন্তে শোনা গেল—উড়োজাহাজ অন্যদের লইয়া চলিয়া গিয়াছে। স্পষ্টতই বোঝা যায়, কোথায়ও গোলমাল ঘটিয়াছে। যাঁহারা ঢাকার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের যোগ্যতা সম্পর্কে আমরা প্রশ্ন তুলিব না—তাঁহারাও সাংবাদিক। কিন্তু এভাবে কলিকাতাকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া অপেক্ষমাণ স্থানীয় সাংবাদিকদের মাথার ওপর দিয়া অন্যদের উড়াইয়া লইয়া যাওয়া কোন ধরনের স্ট্রাটেজি? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই বাংলার সংবাদপত্রের ভূমিকা নিশ্চয়ই বিশিষ্ট। ক্ষোভ অতএব স্বাভাবিক। প্রতিরক্ষাবাহিনীর যুদ্ধ পরিকল্পনা এবার দেশবিদেশের সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে, কিন্তু মনে হইতেছে প্রচার-পরিকল্পনার সেই নৈপুণ্য অনুপস্থিত। এই লক্ষণ বোধ হয় বিশৃঙ্খলার ইঙ্গিতবহ। এবার সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। মনে রাখা চাই প্রচারও যুদ্ধের মতই গুরুত্বর।

চমকপ্রদ রণচাতুর্য

ভারত যদি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে সে যুদ্ধ হবে ভারতের মাটিতে,—বলেছিলেন লেঃ জেনারেল নিয়াজি। তিনি নিশ্চয় জেনে গিয়েছেন—যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল। কিংবা পশ্চিম সীমান্তে এই যুদ্ধ যদি এর পর চলে তবে কোথায় তা চলবে। চৌদ্দ দিনের যুদ্ধের নীট ফল: বাংলাদেশ মুক্ত। পশ্চিম পাকিস্তান ক্ষতবিক্ষত। লড়াই চললে তার পরাজয়ও ধ্রুব অবধারিত। পাকিস্তানের বন্ধুদের উদ্বেগ এখন প্রধানত খান সাহেবদের ভদ্রসনটুকুর জন্যই।

জেঃ মানেকশ

জগজিৎ সিং

লেঃ জেঃ জেকব

যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই। থাকেই। কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর এবারকার বিজয় নানা দিক থেকেই রীতিমত চমকপ্রদ। সামরিক ইতিবৃত্তে এই সাফল্য নিঃসন্দেহে—ঐতিহাসিক। কীভাবে এই আশ্চর্য ঘটনা সম্ভব হল, কী করে মাত্র চৌদ্দ দিনে ৫৫১২৬ বর্গমাইল বিস্তীর্ণ সুরক্ষিত একটি দেশের শক্তিশালী বাহিনীকে চূড়ান্ত পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য করা হল সেটা অবশ্য সামরিক পর্যবেক্ষকদের বিশ্লেষণের বিষয়। সে কথা পরে। তার আগে সাফল্যের পটভূমি সম্পর্কে কয়েকটি কথা।

এই যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর জয়ের পিছনে যে শক্তি সবচেয়ে সহায়ক হয়েছে সেটা অসামরিক। এবারকার যুদ্ধে শক্তির প্রধান উৎস নির্ভুল, দৃঢ়চিত্ত স্বচ্ছদৃষ্টি নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী এই সংকটে গত নয় মাস জাতিকে যে নেতৃত্ব দিয়েছেন তা যেকোনও 'আদর্শ'-নেতৃত্বের তুল্য। হয়তো ভারতের ইন্দিরা গান্ধীই হবেন অতঃপর সফল নেতৃত্বের অনুকরণীয় মানদণ্ড। জরুরী অবস্থা যেন ছিল শুধু কাগজেই গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাধীনতা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ। স্বাভাবিক অবস্থা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অব্যাহত রেখে এই যুদ্ধ-উন্মত্ত বিশ্বের ইতিহাসে অভিনব।

ভারত হানাদার বাহিনীর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করেছে—এ কৃতিত্ব সামরিক। তার জন্য ভারত এবং বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ "সাবাশ" বলবেন আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে। আর প্রতিরক্ষা বাহিনী বলতে যে শুধু আমাদের স্থল বাহিনীকেই বোঝায় না এই চৌদ্দ দিনের যুদ্ধ দেশবাসীকে তাও জানিয়ে দিয়েছে। সমান সাফল্য এবার জল, স্থল, আকাশ—তিন রণাঙ্গনেই। ডিসেম্বরের সেই সন্ধ্যায় দুই শ' বিমান নিয়ে অতর্কিতে হানা দিয়েছিল পাক বিমানবহর। এয়ার মার্শাল লাল পরদিন জাতিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন—এই হামলায় ভারতীয় বিমানবহরের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি। পাকিস্তান তা জেনেছিল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, যখন ভারতীয় বিমানবহর একের পর এক পাক ঘাটিতে অগ্নি বর্ষণ শুরু করে। পূবের আকাশে বয়রায় পাক জেট নামিয়ে যে জয়যাত্রার সূচনা ক'দিনের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ। বাংলাদেশের আকাশে আমাদের বৈমানিকরা কৃতিত্বের আরও নানা কাহিনী লিখেছেন তারপর। হেলিকপ্টারে সম্পূর্ণ একটি বাহিনীকে নদী পার করা, ঢাকার অদূরে অজস্র ছত্রীসেনা বর্ষণ—নানা চমকপ্রদ উপাখ্যান।

নৌবাহিনীর সাফল্য আরও স্পষ্ট। চট্টগ্রাম বন্দর নামেই আজ বন্দর। বিমানবাহী জাহাজ থেকে উড়ে গিয়ে বোমা বর্ষণ—ইত্যাদি নানা অবিশ্বাস্য কাণ্ড। আমাদের নৌ অধ্যক্ষ সানন্দে ঘোষণা করেছেন, দরিয়ায় লড়াই করার কোনও ক্ষমতা নেই। পাক নৌবহরের 'গাজী'র অপমৃত্যুর পর তলানি হিসাবে দু'একটি সাবমেরিন রয়ে গেছে মাত্র। বঙ্গোপসাগরে এবং আরবসাগরে নৌবাহিনীর প্রতিরোধ-প্রাচীর নিশ্ছিদ্র। চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার আত্মসমর্পণের আগে পুরোপুরি জব্দ। কক্সবাজারে নাকি উভচরযান নামিয়েছে ভারতীয় নৌবহর। এসব যেকোন নৌবহরের পক্ষে গৌরবের কথা, আমাদের পক্ষে নতুন খবর। বিশেষত, ভারতের নৌবাহিনী বয়সে নিতান্তই নবীনা। জলে ও অন্তরীক্ষ থেকে প্রথম আঘাতে বিপক্ষকে পক্ষাহত করে ফেলা পরে স্থলে সাফল্যের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে।

অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আমাদের স্থলবাহিনীও। 'ঢাকা কেন পড়ছে না,' 'ঢাকা কেন পড়ছে না'—বলে যাঁরা অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা অবশ্যই শত্রুর প্রস্তুতি এবং বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। ওয়াকিবহাল পর্যবেক্ষকরা বলেছিলেন—বাংলাদেশ মুক্ত করতে সময় লাগবে কয়েক দিন নয়, কয়েক সপ্তাহ। তবু মাত্র চৌদ্দ দিনেই সব ফতে।— পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় বাংলাদেশের যুদ্ধ সামরিক ইতিবৃত্তে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অসংখ্য নদী-নালা বিধ্বস্ত পথ ঘাট সেতু, মাঝে মাঝে সুরক্ষিত দুর্গ—তারই মধ্যে অভিযান চালাতে হয়েছে ভারতীয় বাহিনীকে। সেতু সারাই করতে হয়েছে, তৈরী করে নিতে হয়েছে নতুন পথ। তাছাড়া, এই যুদ্ধ গোড়া থেকেই অন্য ধরনের যুদ্ধ। যত সম্ভব কম রক্তপাতে লক্ষ্য পূরণ করতে হবে—এই ছিল নির্দেশ। স্কুল, কলেজ, বসতি বাঁচিয়ে চলতে হবে, বাঁচিয়ে চলতে হবে অহেতুক লোকক্ষয়। সামরিক পরিকল্পনাকারীদের বাহাদুরি এই, তাঁরা সে নির্দেশ পালন করেছেন অবিশ্বাস্য দক্ষতার সঙ্গে। শত্রুর বড় বড় ঘাটিগুলো এড়িয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেছে আমাদের বাহিনী। অসহায় শত্রু সভয়ে আবিষ্কার করেছে নিষ্ঠুর সত্য, পালাবার সব পথ বন্ধ। নিয়াজির 'নিঃশর্ত' আত্মসমর্পণে এই হাহাকার সরবে উচ্চারিত।

ভারতীয় বাহিনীর এই সাফল্যের আর এক শরিক বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী। বাংলাদেশের এই সশস্ত্র দেশপ্রেমিকরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় যোগ করলেন। সন্দেহবাদীরা বলেছিলেন—শত্রুর দেহে ও'রা বড়জোর আলপিনের খোঁচা। কিন্তু ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে ও'রা তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী। পুরো আট মাস পাকিস্তানী হানাদারদের ব্যস্ত রেখেছেন ও'রা, বিপর্যস্ত

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পি সি লাল

এস এম নন্দা

এম এ জি ওসমানি

আমেরিকা "পূর্ব পাকিস্তানকে" সাহায্য দেবে

ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর—মারকিন পররাষ্ট্র বিভাগ কাল রাতে ঘোষণা করেছেন যে, আমেরিকা 'পূর্ব পাকিস্তানকে' বড় রকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত। তবে এ কথাও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের' রাজনৈতিক মর্যাদা সম্পর্কে আমেরিকা কোন ভূমিকা নিচ্ছে না।

পররাষ্ট্র বিভাগের মুখপাত্র ম্যাকক্লোসকি বলেন: ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানের কী রকম রাজনৈতিক মর্যাদা হবে এবং আমেরিকারই বা ভূমিকা কী দাঁড়াবে এই মুহূর্তে কেউ তা বলতে পারে না।

বড় দেরিতে.....

নিউ ইয়রক, ১৭ ডিসেম্বর—জরডনে মারকিন রাষ্ট্রদূতের প্রতি হোয়াইট হাউসের নির্দেশ: আমেরিকার দেওয়া পি—১০৪ জঙ্গী বিমান রাজা হোসেন যাতে পাকিস্তানে পাঠাতে পারেন, তার পথ খুলে রাখুন।

নিউ ইয়রক পোসটে প্রকাশিত ওয়াশিংটনের এক খবরে বলা হয়েছে, এই মর্মে এক গোপন বার্তা মারকিন রাষ্ট্রদূত শ্রী এল ডিন ব্রাউনের কাছে পাঠানো হয়েছে। —পি টি আই

শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে শ্রীকুজনেতসভের সাক্ষাৎকার

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর—সোভিয়েট প্রথম সহকারী মন্ত্রী শ্রীভ্যাসিলি কুজনেতসভ এখানে ভারত সরকারের সঙ্গে পাঁচদিনব্যাপী জোর আলাপ-আলোচনার পর মসকো যাত্রার আগে আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে "বিদায়কালীন সাক্ষাৎ" সারতে আসেন।

শ্রীকুজনেতসভ গত রবিবার এখানে আসেন। ভারতে আলাপ-আলোচনার জন্য তিনি দুবার মসকো যাত্রা স্থগিত রাখেন। —পি টি আই

নিয়াজির আর কোন পথ ছিল না : অরোরা

স্টাফ রিপোরটার

বিজয়ী সেনাপতি লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা শুক্রবার কলকাতায় বলেন, ঢাকায় কোন যুদ্ধই হয়নি। 'গতকাল ঢাকায় যে যুদ্ধ আমি দেখে এসেছি তা হল রমনা রেসকোরস-এ নতিস্বীকারের শর্তাবলী সহ টাইপ করা একখানি কাগজের নীচে লেঃ জেঃ নিয়াজির সইয়ের সময় স্বাধীন বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষের উল্লাস।' এই উল্লাস দেখলাম কলকাতাতেও। অরোরা যখন সাংবাদিক বৈঠক থেকে বের হন, জনতা চিৎকার দেয় —'অরোরা জিন্দাবাদ!'

বেলা তখন এগারটা। ডালহৌসিতে পূর্বাঞ্চলের সামরিকবাহিনীর পি-আর-ও অফিসের হল ঘরটি দেশী-বিদেশী মিলিয়ে শ'দুয়েক সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান ও টেলিভিশনের লোকজনে ঠাসা। জেনারেল অরোরা তাঁর ছোট্ট ছড়িখানা ঘোরাতে ঘোরাতে ঘরে ঢুকলেন। রিপোরটার, ফটোগ্রাফাররা ঘন ঘন করতালি দিলেন। স্বাগত জানালেন বিজয়ী বীরকে। পাকবাহিনীর নতিস্বীকারের পর জেনারেল অরোরার এটাই ছিল প্রথম সাংবাদিক বৈঠক।

এদিন ঘরে ঢুকে দেখি দুজন ক্যাপটেন দেওয়ালের বড় মানচিত্রটির তীরচিহ্নগুলি তুলতে ব্যস্ত। একজন করনেল বললেন: আর ওগুলোর দরকার হবে না। গোটা বাংলাদেশ এখন হয়েছে মুক্ত।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন: জেনারেল, আপনি তো ঢাকা থেকে ঘুরে এলেন। ঢাকা পতনের কাহিনীটি কি সংক্ষেপে আমাদের কাছে বর্ণনা করবেন।

জেনারেল বললেন, যুদ্ধ না করেই ঢাকা আমাদের দখলে এসে গিয়েছে। আমরা পাকফৌজকে পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিলাম। তাদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। ঢাকা কীভাবে দখল করা হল এবং সমগ্র পূর্বখণ্ডে কী রণকৌশল অনুসৃত হয়েছিল তিনি তা ব্যাখ্যা করছিলেন।

রিপোরটাররা একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন। জেনারেল খুব আস্তে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেন। একজন রিপোরটার বলেন: জেনারেল আপনাকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর 'আই আম অলওয়েজ ইন-এ রিল্যাকসড মুড।'

জেনারেল বলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধবন্দীদের ভারতে নিয়ে আসা হবে। শুধু যুদ্ধবন্দী নয় বাংলাদেশে যেসব পশ্চিম পাকিস্তানী আছেন তাঁরা দেশে ফিরে যেতে চাইলে তাঁদেরও যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। রাস্তাঘাট ঠিক হলেই যুদ্ধবন্দীদের এখানে নিয়ে আসার কাজ শুরু হবে।

জেনারেল বলেন, তেজগাঁও বিমানঘাঁটি থেকে হাজার হাজার মানুষের ভিড় ঠেলে গাড়িতে করে যাবার সময় লেঃ জেঃ নিয়াজি তাঁকে বলেছেন যে, বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর ৯৩ হাজার লোক আছে। তিনি বলেন, এটা নিয়াজির দাবি। তবে আমার ধারণা ওই সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি হবে না। তবে বর্তমানে ঠিক কত আছে, তা আমি বলতে পারব না।

তিনি বলেন, নিয়াজি ও পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে নতিস্বীকারের ঠিক পরেই নিরস্ত্র করা হয়নি। তার কারণ, নিরস্ত্র করা হলে সেখানকার উত্তেজিত জনতা এর বদলা নিত। জেনারেল বলেন, বাংলাদেশের উত্তেজিত জনতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য জেনারেল নিয়াজিকে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়।

একজন বিদেশী সাংবাদিক জানতে চান, নিয়াজি কি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক। জেনারেল হেসে বলেন, ও, ইয়েস। আমার সঙ্গে নিয়াজির ঢাকায় যেটুকু সময় কথা হয়েছে, তার মধ্যে অন্ততপক্ষে চার-পাঁচবার নিয়াজি বলেছেন: আমি

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

তিন প্রধানের অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর—আজ এখানে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে এবং বিমান দফতরের সদর কার্যালয়ে স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর তিন প্রধানকে তাঁদের অনুরাগী জনতা ঘিরে ধরে।

জেনারেল এম এইচ এফ জে মানেকশ এবং অ্যাডমিরাল এস এম নন্দ মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় তাঁদের অফিসের বাইরে চলে এলে শত শত সরকারী কর্মচারী শ্লোগান দিতে দিতে তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য ছুটে যান।

বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষ মারশাল পি সি লালেরও ঐ একই অভিজ্ঞতা ঘটে। —ইউ এন আই

আজ সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাবেন

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর—বাংলাদেশের মুক্তি সাধনের চেষ্টায় সাফল্য লাভ করায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অভিনন্দন জানাবার জন্য পার্লামেণ্টের সদস্যগণ আগামী কাল বেলা ৪টার সময় সেণ্ট্রাল হলে সমবেত হবেন। স্পীকার শ্রী জি এস ধীলন এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। —পি টি আই

পূর্বাঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল অরোরা শুক্রবার সামরিকবাহিনীর অফিসে সাংবাদিকদের কাছে ঢাকা বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করছেন।

বেগম মুজিবের পায়ের তলায় পাক পতাকা

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

চাপা রইল না। শেখ মুজিবর রহমানের জন্য গর্বিত তিনি। স্বামীর জন্য যে-কোন কষ্ট স্বীকার করতে পারেন, মৃত্যু পর্যন্ত।

এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরে আজ সকালে আমরা যখন বেগম মুজিবের কাছ থেকে চলে আসছি, তখন নজরে পড়ল পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ তাঁর বাড়ির ওপর উড়ছে। মেজর তারা বাংলাদেশের একটি পতাকা হাতে ছাদের বাংকারের ওপর থেকে সেই ফ্ল্যাগ নামাতে গেলেন। আমি বেগম মুজিবকে ডেকে বললাম, —আসুন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো দেখুন। নতুন দেশের নতুন পতাকা উড়িয়ে মেজর তারা ছাদ থেকে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ ছুঁড়ে দিলেন। বেগম মুজিব এগিয়ে গিয়ে সেই চাঁদ তারা মারকা সবুজ নিশান পায়ে মাড়িয়ে দিলেন।

কাল সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকায় পৌঁছেছিলাম। আজ সকালে উঠে জীবনে প্রথম ঢাকা দেখলাম। সবচেয়ে আগে মনে হ'ল যাই শেখ মুজিবের বাড়ি দেখে আসি। ধানমণ্ডিতে গিয়ে দেখি বাড়ি বন্ধ, কিন্তু রুদ্ধ গেটের ওপরে শেখ সাহেবের একটা ছবি তার ওপর কে বা কারা ফুলের মালা রেখে গিয়েছে।

গেটের কাছে ছিলেন কয়েকজন লোক। তাঁদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললেন, তিনি শেখ সাহেবের জামাই ডাঃ ওয়াজেদ। উনি বললেন, ও'র শাশুড়ি নাকি এখনও পাকিস্তানী সৈন্যদের বন্দী। কাউকে সেখানে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা বিশ্বাস করলাম না। সারা ঢাকায় পাকিস্তানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছে। আপনি গিয়ে দেখুন।

এর কিছু পরে আমরা নিজেরাই গেলাম। রাস্তায় দু একজন বারণ করল। বলল, পাকিস্তানী সৈন্য আছে। কালকে ওই বাড়ির সামনে তারা ছ জনকে গুলি করে মেরেছে। তাদের মধ্যে দুজন মহিলা। দেখলাম, একটা রেডক্রসের জীপ রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করানো, গুলিতে কাচ ভাঙা। তার পিছনে আর একটা মিনি বাস। তারও গুলিতে ভাঙা সব কাচ।

আমার সঙ্গে ছিলেন গোরখা রেজিমেনটের মেজর গুরুদিং সিং। আমরা সেনট্রি বকস-এর প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বুঝলাম পাকিস্তানী সামরিক ইউনিফরম। সে আমাদের বলল চলে যেতে। তাকে আত্মসমর্পণের কথা বললে বিশ্বাস করল না। আমরা হতভম্ব হয়ে ফিরে আসছি, সামনে দেখি ভারতীয় জওয়ানদের গাড়ি আসছে। তা থেকে নামলেন একজন মেজর এবং জন চার-পাঁচ জওয়ান অস্ত্র হাতে। আমরা মেজরকে সমস্যাটা বললাম। তিনি বললেন,—দেখছি।

বিনা দ্বিধায় এগিয়ে গেলেন মেজর। গেটের পাকিস্তানী প্রহরীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, তার ওপরওয়ালাকে ডাকতে বললেন। অনেকক্ষণ ধরে বাংকারে মেসিনগানের পিছনে হাবিলদারকে বোঝালেন যে পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে। তারা কিছুতে মানতে চাইল না। ইতিমধ্যে ভারতের জওয়ানরা আশেপাশে বাড়িতে পজিশন নিয়ে ফেলেছেন। আমরা দাঁড়িয়ে দেখছি।

মেজর হেলমেট খুলে ফেললেন। আবার পাখিপড়া করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কুড়ি পঁচিশ মিনিট এভাবে কাটার পর উনি আমাদের বললেন, আসুন। ওরা বলেছে কেবলমাত্র সাংবাদিক। আমরা ঢুকে দেখি বাইরের ঘরে বেগম মুজিব, তাঁর বড় মেয়ে হাসিনা, ছোট মেয়ে রেহানা, ছোট ছেলে রাসেল আর ও'র ভাই। বারট্রানড রাসেলের নামে ছোট ছেলের নাম রেখেছেন শেখ মুজিবর রহমান।

বেগম মুজিবকে প্রণাম করলাম। ও'র চোখ ছাপিয়ে জল। নিজেদের দিকে দেখিয়ে বললেন,—ন মাস এই অবস্থায় আছি। কাল সারা রাত বাচ্চাদের নিয়ে মাটিতে বিছানা করে বসে আছি। মুক্তিবাহিনীর লোকেরা এসেছিল। ওরা গুলি চালাল। ছ জন মারা গেলেন।

আপন মনেই যেন তিনি বলে যেতে লাগলেন।—যখন মেয়েকে হাসপাতালে দিলাম তখন ওরা খারাপ ব্যবহার করল। আমাকে হাসপাতালে যেতে দিতে চাইল না। ধমক দিয়ে, বলল আপনি ডক্তার, না নারস যে হাসপাতালে যাবেন। বললাম আমি ডক্তার বা নারস নই, মা হিসাবে মেয়েকে দেখতে চাই। শেষ পর্যন্ত মেজর হোসেন ভাল ব্যবহার করেছে। আমাকে চল্লিশ মিনিট সময় দিল। মেয়েকে হাসপাতালে খাবার পাঠাতে পারিনি।

শেখ সাহেবের কোন খবর তিনি জানেন না। তাঁকে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে দেওয়া হয়নি। বার বার তিনি স্বামীর কথা বলতে লাগলেন। আর কেঁদে কেঁদে উঠলেন।

—'যা দুর্ব্যবহার এদের। শেখ সাহেবকে বোধ হয় মেরে ফেলেছে।'

আমি তাঁকে বললাম,—না। তিনি বেঁচে আছেন, নিশ্চয়ই আছেন।

চীন ও আমেরিকাকে এক ব্র্যাকেটে ফেলা সঙ্গত নয়

—নামবুদিরিপাদ

ত্রিবেন্দ্রাম, ১৭ ডিসেম্বর—সি পি এম নেতা শ্রী ই এম এস নামবুদিরিপাদ আজ এখানে বলেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে চীনের কার্যকলাপের কোন মূল নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিই চীনের এই আচরণকে সমর্থন করতে পারেন না।

তিনি বলেন, 'কিন্তু চীন ও আমেরিকাকে একই বন্ধনীভুক্ত করা অসংগত হবে। যাতে এই দুটি দেশ পরস্পরের আরও নিকটবর্তী হয়, তেমন কোন কাজ করা কিছুতেই সংগত হবে না।'

কংগ্রেস অফিসের দখল নিয়ে হাতাহাতি, কাঁদানে গ্যাস

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার বেলা ২টা নাগাদ পারক স্ট্রিটে ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের (নব) অফিসের দখল নিয়ে কংগ্রেসের সদস্য এবং যুব কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। ফলে ২জন আহত হন। পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে ৫ রাউনড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্তে আসে।

বাংলাদেশ পুনর্গঠনে চাই ৬৫০ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর—যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও সেখানে শরণার্থী পুনর্বাসনে মোটামুটিভাবে ৬৫০ কোটি টাকার মত বিনিয়োগ করা দরকার। যোজনা-কমিশন মহল থেকে বলা হচ্ছে, সেতু, সড়ক, ঘরবাড়ি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ফিরে গড়ে তুলতে ওই টাকা এখনই দরকার।

খাদ্যাভাবের মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ সরকার ভারতকে প্রতি মাসে দেড়লক্ষ টন চাল সরবরাহ করতে অনুরোধ করেছেন। অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীও এই নতুন রাষ্ট্রকে ভারতের সরবরাহ করতে হবে।

এই বিপুল দায়িত্ব পালনের জন্য যোজনা কমিশন প্রস্তাব করেছেন, অতিরিক্ত ওভারড্রাফটের বোঝা যেসব রাজ্য বইছে তাদের ৭২ সালের বার্ষিক যোজনায় কেন্দ্রীয় সাহায্য থেকে ৩ শতাংশ কেটে নেওয়া হোক। বাকি রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য থেকে ৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হোক।

—পি টি আই. ইউ এন আই

পশ্চিম রণাঙ্গনেও যুদ্ধবিরতি

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

গুলির মাধ্য আলোচনার পরেই ভারতের হাতে বন্দী পাক সেনাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানের যে অঞ্চল ভারতীয় জওয়ানদের নিয়ন্ত্রণাধীন তা বর্তমানে যেভাবে আছে সেইভাবেই থাকবে।

একজন বৈদেশিক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: ভারত কী এখনও বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান চায়? জবাবে মুখপাত্রটি বলেন সেটা আমাদের উপর নির্ভর করে না।

পি টি আই জানান, এই মুখপাত্র একথাও বলেছেন যে, গতকাল আত্মসমর্পণের চুক্তি সই করার পর থেকে ঢাকায় একজনও নিহত হননি।

এই মুখপাত্র জানান যে চৌদ্দ দিনের এই যুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর নিহত ও আহতের সংখ্যা ১০,৬৩৩।

১৯৬৫ সালে বাইশ দিনের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিল বারো হাজার।

আজ রাত আটটার আগে শত্রুপক্ষের আরও তিনটি চৌকি দখল করা হয়। এ নিয়ে কারগিলে ছত্রিশটি চৌকি ভারতের দখলে এসেছে।

কিছু গোলাবর্ষণ ছাড়া ছাম্ব অঞ্চলটি আজ চুপচাপই ছিল। ভারতীয় জওয়ানরা কয়েকটি চৌকিতে গোলা ফেলেন। জম্মুতে একটি টাংক দখল করেন। এই মুখপাত্রের মতে এই এলাকায় ৫০ বর্গমাইল ছাড়া জম্মু, কাশ্মীরে ভারত কিছুই হারায়নি কারগিল, পুনচ এবং অন্যান্য এলাকায় অনেক চৌকি দখল করে ভারতের লাভই বরং বেশি হয়েছে।

পশ্চিম খণ্ডে ২২৭টি এবং পূর্ব খণ্ডে ৩৭টি টাংক পাকিস্তানকে বলি দিতে হয়েছে। ভারতের টাংক ক্ষতির পরিমাণ পশ্চিম খণ্ডে ৬৬টি, পূর্ব খণ্ডে ৭।

পাঠানকোটের দিকে শকরগড় এলাকায় আজও জোরালো সংঘর্ষ হয়। দুবার আক্রমণের পর প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে পাকিস্তান পিছু হটে যায়। নয়াচর এলাকাতেও প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে বলে সর্বশেষ খবরে জানা যায়। শকরগড় এলাকায় পাকিস্তানের চারশত বর্গমাইল অঞ্চল ভারতীয় জওয়ানদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

এই যুদ্ধে পাকিস্তানের বিমান নষ্ট হয়েছে ৯৪টি। ভারত হারিয়েছে ৪৫টি, তার মধ্যে একটি নৌ-বাহিনীর। পাকিস্তানের টাংক ধ্বংস হয়েছে মোট সংখ্যার কুড়ি-শতাংশ।

পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিল

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর—পশ্চিম খণ্ডে ভারতের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাকিস্তান আজ মেনে নিয়েছে। প্রেঃ ইয়াহিয়া খান মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে এক বিবৃতিতে পশ্চিম সীমান্ত বরাবর তাঁর সেনাবাহিনীকে আজ রাত্রি সাড়ে ৭টায় (পশ্চিম পাকিস্তানের সময়) অর্থাৎ ভারতীয় সময় রাত্রি ৮টায় যুদ্ধ বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রেঃ ইয়াহিয়ার এই বিবৃতিটি আজ বিকালে প্রচার করা হয় পাক বেতারে। অস্ত্রসংবরণে পাকিস্তানের সম্মতির অর্থ সারা পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে দু সপ্তাহের লড়াই-এর অবসান।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

কনটিনেনটাল হোটেলের সামনে মিনস্টার কোয়ারটারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একদল প্যারাট্রুপার ছাউনি ফেলেছেন। তাঁরা ছুটে বেরিয়ে গেলেন শাহবাগ হোটেলের দিকে। আরও তিনটা জিপ এল অন্য দিক থেকে। ভারতীয় সৈন্য বোঝাই। সবাই ঢুকল শাহবাগ হোটেলে। কতজন পাক সেনা ধরা পড়েছে ওখানে এখনও খবর পাইনি।

ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলের তিনজন বাঙালী কর্মী দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশে। বললেন, আজ সকালেও পাক সেনারা গুলি চালাচ্ছে শহরের কয়েকটা এলাকায়। পিলখানার ট্রেন্চের ভিতর

খানসেনারা লুকিয়ে গুলি ছুঁড়ছে

থেকে ইসট পাক সিভিল আরমড ফোরসের লোকেরা মেসিনগান থেকে ঝলকে ঝলকে গুলি চালিয়েছে। কাল বেশী রাত্রে গুলি চালিয়েছে ধানমণ্ডি এলাকায়।

রাস্তায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার সেই আনন্দে পাগল জনস্রোত। যে যা পেয়েছে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কেউ গাড়িতে, কেউ ট্রাকে। কেউ বা বসে। কেউ বা রিকসা বা ঘোড়ার গাড়িতে। আর হাজার হাজার মানুষ শুধুই হেঁটে। সবাই 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিচ্ছে। সবাই 'ইন্দিরা গান্ধীকি জয়' বলছে। মুক্তি-সেনারাও এসেছে হাজারে হাজারে। শূন্যে গুলি ছুড়ছে। রাইফেল, এল এম জি নিয়ে ট্রাকের উপরই নাচছে।

হঠাৎ দেখলাম, বেজায় ভিড় হোটেলের গেটে। উত্তেজিত জনতা। এগিয়ে গেলাম। একজন পাঞ্জাবী সেনাকে ধরে এনেছে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ধানমণ্ডি অঞ্চল থেকে। রেড ক্রশের কর্মীরা এগিয়ে গেলেন। বললেন, আমাদের হাতে ছেড়ে দিন— আমরা দেখছি। বিক্ষুব্ধ জনতা তখনও চিৎকার করছে—এই লোকটা কাল রাত্রেও ধানমণ্ডিতে গুলি করে মেরেছে। ওকে ছাড়া হবে না।

শেষ পর্যন্ত ওকে ওরা ছেড়ে দিল। পাকিস্তানী সৈনিক তখন কাঁপছে। যে কালও এতগুলি লোককে গুলি করে মেরেছে সে আজ প্রাণভয়ে কাঁদছে। দু হাত তুলে ঢুকে গেল হোটেলের ভিতরে।

জয়োল্লাসে কানে তালা লাগার উপক্রম। মুক্তি বাহিনীর শূন্যে গুলি ছোড়া চলছে পুরো দমে। নাচতে নাচতে হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে চলেছে।

তিনটা বাস এসে থামল মিনসটার কোয়ারটারের সামনে। তিন বাস ভর্তি বাঙালী মেয়ে। ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল নিয়ে এসেছে। সবাই একসঙ্গে ছুটে গেল ভারতীয় জওয়ানদের দিকে। ছুড়ে ছুড়ে ফুল দিল। সবাই 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিল। ভারতীয় জওয়ানরাও তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাল।

জনতা চলছে। আনন্দ পাগল জনতা। হঠাৎ দেখলাম হোটেলের একজন কর্মী গেট ঠেলে ঢুকে মাটিতে আছড়ে পড়লেন। তাঁর সহকর্মীরা সবাই ছুটে গেলেন। শুনলাম ভদ্রলোক কাঁদছেন আর বলছেন: আমার আর কেউ নাই, আমার সব গেছে, আমার সবাইরে ওরা মারছে।

সহকর্মীরা ধরে নিয়ে গেলেন ভিতরে। বললেন, চার দিন পরে আজ সকালে বাড়িতে খবর নিতে গিয়েছিলেন ওই ভদ্রলোক। চার দিন কারফু ছিল। কেউ হোটেল ছেড়ে যেতে পারেননি। আজ গিয়ে দেখেন সবাই নিহত—স্ত্রী পুত্র কন্যা সব! হোটেলেরই একজন বাঙালী কর্মী বললেন, গত তিন চারদিনে এমন মরেছে অনেকেরই।

একজন রেড ক্রশ কর্মী এসে বললেন: আপনাকে ডাকছে দু ভদ্রলোক। কী ব্যাপার? ওরা বললেন, এখনই আপনার সাহায্য চাই। মহম্মদপুরে ফিজিকাল ইনসটিটিউটে প্রায় একশ' বাঙালী চিন্তাবিদকে চার দিন যাবত পাকিস্তানীরা ধরে রেখেছে। এখনও ওরা ছাড়া পায়নি। এখনই ওদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে— ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য চাই।

সামনের মিনসটার কোয়ারটারে ওদের নিয়ে গেলাম। একজন ভারতীয় মেজরকে বললাম। তিনি বললেন: ঠিক আছে। আমরা এখনই রওনা দিচ্ছি। সঙ্গে স্থানীয় কেউ একজন আসুন। জায়গাটা দেখিয়ে দিন। ওদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন।

উত্তাল জনতা যাচ্ছিল, আর বজ্রমুষ্টি তুলে হোটেলের দিকে দেখাচ্ছিল। হোটেলের একজন বাঙালী কর্মী বললেন: এখানে ওদের কজন যে আশ্রয় নিয়েছে অনেকেই তা জানে। আমরা কিছু বলতে পারছি না। কারণ ওরা রেড ক্রশের আওতায় আছে।

বহু পশ্চিম পাকিস্তানী রয়েছেন এই হোটেলে। কেউ কেউ সপরিবারে। তাঁরা হোটেল ছেড়ে কোথাও বের হচ্ছেন না। এমন কিছু বাঙালী, যাঁরা ভীষণ অনুগত ছিলেন পাক শাসকদের তাঁরাও কয়েকজন আশ্রয় নিয়েছেন। এঁদেরই একজন এগিয়ে এলেন আমার কাছে। একজন বড় ব্যবসায়ী। টিপটপ বেশভূষা। বৃদ্ধ। বললেন: আপনার গাড়ি চাই তো আমার গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। রয়েছে এখানেই। বিরাট বিদেশী গাড়ি।

আমি বললাম: ধন্যবাদ। আমরা সঙ্গে গাড়ি এনেছি গৌহাটি থেকে, তবে আমার সহকর্মীরা নিয়ে বেরিয়েছেন ভোরেই। ওরা ফেরার আগে বের হব না।

গেট থেকে আবার ডাক এল। গিয়ে দেখি পাঁচজন বি এস এফ জওয়ান। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। মুক্তি বাহিনীর লোকজন নিয়ে এসেছে হোটেলে। ওরা বললে: সাব কাঁহা যাউ। আমি বললাম: চলুন আমার সঙ্গে। ওদের নিয়ে গেলাম সামনের ভারতীয় সৈনিক শিবিরে। জওয়ানরা ওদের জড়িয়ে ধরল।

আমার সহকর্মীরা এসে পৌঁছেছেন। ও'রা তাড়া দিলেন: চলুন, চলুন এয়ারপোরটে, সেখানে বসে রিপোরট লিখে দিয়ে দেবেন। এখনই হেলিকপটার ছাড়বে।

ছুটলাম বিমান-বন্দরে। বিরাট জনতা। ভিড় ঠেলে এগোলাম। রকেট বিধ্বস্ত লাউনজে বসে এই পর্যন্ত লিখেছি। আর সময় নেই—এখনই হেলিকপটার ছাড়বে। শেষ। আর নয়—

ঢাকায় এত খবর, এত ঘটনা, এত কিছু লেখার—কিন্তু সে সব কলকাতা পাঠাবার এখনও একমাত্র পথ হেলিকপটারে ভায়া আগরতলা।

ঢাকার বিমান-বন্দরগুলি চালু হতে এখনও বহু দেরি। বোমার আঘাতে সব রানওয়ে ক্ষতবিক্ষত।

চীনা ভোজসভা থেকে

ভারত, রাশিয়া ও অপর ছটি দেশের দূত বেরিয়ে এলেন

পিকিং, ১৭ ডিসেম্বর...আজ রাত্রে পিকিংয়ে আয়োজিত একটি রাষ্ট্রীয় ভোজসভা থেকে ভারত, রাশিয়া ও আরও ছটি সমাজতান্ত্রিক দেশের দূত বের হয়ে আসেন। কারণ ভোজসভায় চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই বক্তৃতা করতে গিয়ে ভারত ও রাশিয়ার ওপর বেশ একহাত নিয়ে নেন। চু-র মতে, পাকিস্তানের ওপর ভারতের 'আক্রমণে' রাশিয়ার সমর্থন আছে।

ভারত ও রাশিয়া ছাড়া অপর যে ছটি দেশের দূত ওই ভোজসভা থেকে বেরিয়ে আসেন সেই ছটি দেশ হল— বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলানড, পূর্ব জারমানি ও মংগোলিয়া। সুদানী প্রতিনিধি দলের সম্মানার্থে ওই ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল। —রয়টার ও এ এফ পি

যুদ্ধবিরতি ঘটলেও সতর্ক থাকতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

আমাদের মর্যাদা বাড়িয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা সেই মর্যাদাকে আরও মহিমান্বিত করেছে।

অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য তিনি তাঁর দলের সদস্যদের অভিনন্দন জানান। যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন বা আহত হয়েছেন যাঁরা স্বামী বা পুত্র হারিয়েছেন তিনি তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও শ্রদ্ধা জানান।

পাক জনগণের বন্ধুত্ব চাই—ইন্দিরা

নয়াদিল্লি থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী আজ সংসদে বলেন যে, আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সমঝোতা চাই। বিশেষ করে আমরা পাক জনগণের বন্ধুত্ব চাই। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই।

প্রতিশ্রুতি পালন করলাম। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ইন্দিরাজী বলেন যে, ৩১ মারচ সংসদের সমক্ষে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, ভারত বাংলাদেশের ত্যাগ ও সংগ্রামে তাঁদের প্রতি পূর্ণান্তঃকরণে সহানুভূতি ও সমর্থন জানাবে। 'সেই প্রতিশ্রুতি আমরা পালন করেছি।' তিনি আরও বলেন, ভারতের এই জয় শুধু অস্ত্রের জয় নয়, ভাবধারার জয়।

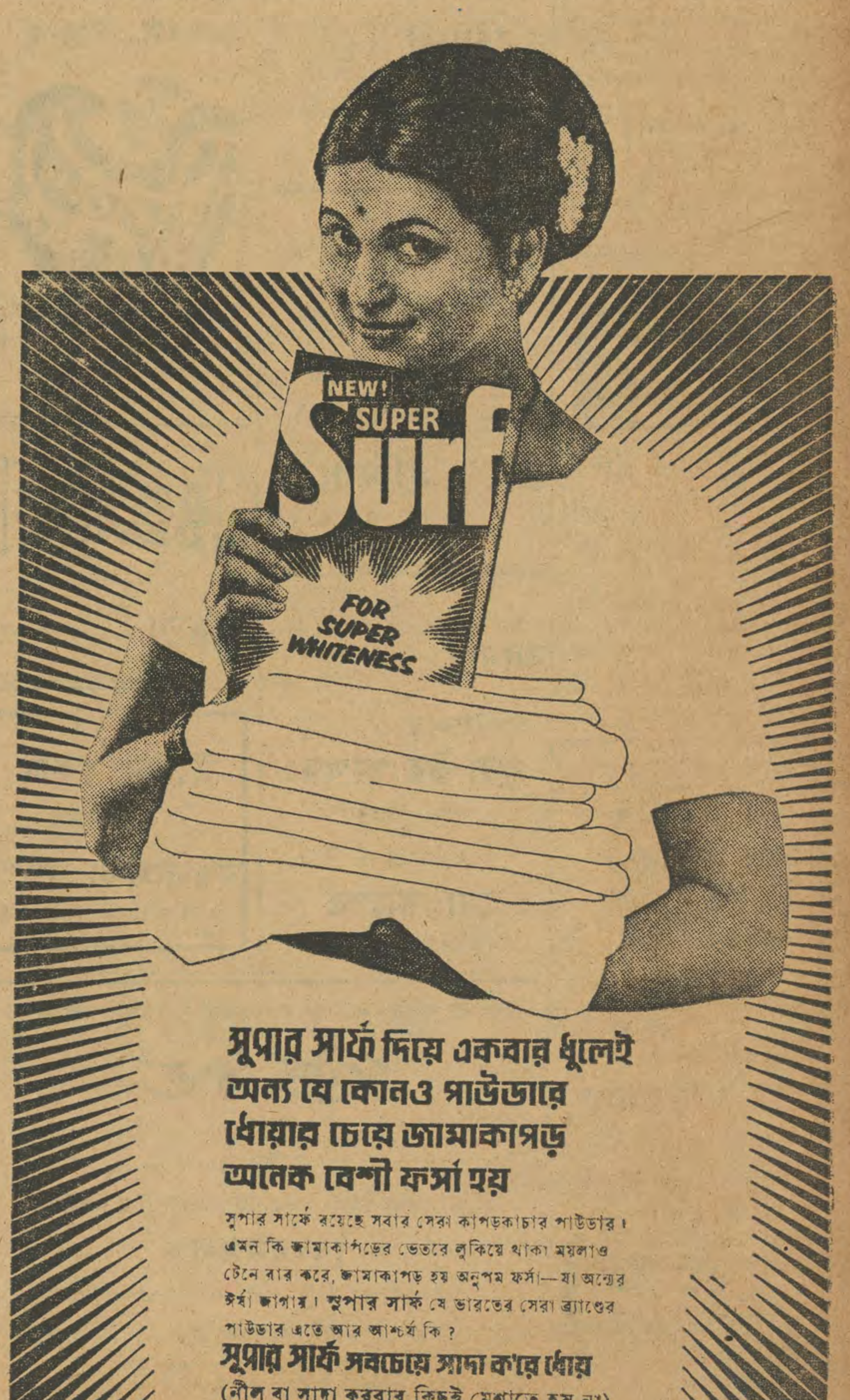

অন্যান্য চিত্রগৃহে

সুরশ্রী ১২, ৩, ৬ ৩৫-৩৮০৩
নয়া দৌড়

...গ্নী হাওড়া ৬৭-০১৫০ ১২, ২॥, ৫॥
KELLY'S HEROES রঙীন

জয়া ১, ৪, ৭
আরাধনা

রূপম ফোন: ৩৪-৪০৯৭ ১২, ৩, ৬টা
আনজানা

বিনোদিনী বাগুইআটি ১, ৪, ৭
কুহেলী

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৭ ১, ৪, ৭
পূরব ঔর পশ্চিম

নবীনা প্রত্যহ: ১২, ৩॥, ৬॥
ধরতি কহে পুকার কে

অতীন্দ্র ব্যারাকপুর ১, ৪, ৭
প্রেম পূজারী

অশোকা বেহালা ৭৭ ৭০১০ ১২॥, ৩॥, ৬
ছদ্মবেশী (৩য় সপ্তাহ)

অলকা ফোন ৬৭-২০২৭ ১২, ৩ ও ৬টায় রবিবার থেকে ১॥, ৪॥, ৭॥
ছোটী বহু (রঙীন)

নারায়ণী উত্তরপাড়া ৫৬ ৩৩৩৬ ১, ৪, ৭
তেরে মেরে স্বপণে

অনন্যা বরাহনগর বি টি রোড ৫৬-২০৫৮ প্রত্যহ ১২, ৩, ৬টা
ছদ্মবেশী (৩য় সপ্তাহ)

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৪১৯ ১২, ২॥, ৫
ছদ্মবেশী (৪র্থ সপ্তাহ)

॥ মাত্র এক সপ্তাহের জন্য ॥
সুচিত্রা সেন - উত্তমকুমার অভিনীত
সাগরিকা
অরুণা প্রত্যহ ১২, ৩, ৬

জনসম্বর্ধনায় ৪র্থ সপ্তাহ!
উত্তমকুমারের অনবদ্য সৃষ্টি
ছদ্মবেশী
পরিচালনা: অগ্রদূত • সঙ্গীত: সুধীন দাশগুপ্ত
রাধা ঃ পূর্ণ ঃ প্রাচী
১২, ২॥, ৫॥ (১২, ২৸, ৫৸) (১২, ২৸, ৫॥)
পদ্মশ্রী : অশোকা
(৪র্থ, ২, ৪৸, ৭॥) (৪র্থ, ১২॥, ৩॥, ৬)
পার্বতী : মায়াপুরী
(৪র্থ, ১২, ২॥, ৫) (৪র্থ, ১২, ৩, ৬)
অনন্যা (৪র্থ, ১২, ৩, ৬) প্রফুল্ল (৪র্থ, ১০॥, ১॥ ৪॥) গৌরী (৪র্থ) মানসী (৪র্থ) রূপালী (৪র্থ) নৈহাটী সিনেমা (৪র্থ, ১॥, ৪, ৬॥)
॥ পূর্বচুক্তি অনুযায়ী প্রাচী-তে শেষ সপ্তাহ ॥
॥ আগামী শুক্রবার থেকে পূরবী-তে ॥

ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনী অভিনীত
তুম হাসীন ম্যায় জওয়ান
বীণা (রঙীন) প্রত্যহ ১২, ৩, ৬
জিতেন্দ্র ও মুমতাজ অভিনীত
হিম্মৎ (ইস্টম্যান কলর)
প্রত্যহ ১২, ৩, ৬টায় পূর্ণশ্রী
বৈজয়ন্তীমালা - ধর্মেন্দ্র অভিনীত
প্যার হী প্যার
ছায়া (রঙীন) প্রত্যহ ১২, ৩, ৬টায়

চমকবহুল ৫ম সপ্তাহ!
ধর্মেন্দ্র • লীনা চন্দাভারকর • বিনোদ খান্না
রাখওয়ালা
ইস্টম্যান কলার
পরিচালনা এস. সুব্বা রাও • সঙ্গীত কল্যাণজী আনন্দজী
ওরিয়েন্ট (১২, ৩, ৬)
পূর্বাশা (১॥, ৪॥, ৭॥) ও অন্যত্র: আরতি (বর্ধমান) ॥ ঝর্ণা (বাতাইতলা) শ্রীলক্ষ্মী (কাঁচরাপাড়া) ॥ মোহন (হরিপাল) অনুরাধা (গৌহাটি)

ষ্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত: ১৮৮৩ * ফোন: ৫৫-১১৩৯
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
আজ ২-৩০টায়, কাল ২-৩০ ও ৬টায়

"স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জিন্দাবাদ"
বিশ্বরূপা ফোন- ৫৫-...
আজ ও কাল ২॥ ও ৬টায়, বৃহ ৬টায়
শংকরের
চৌরঙ্গী
॥ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ॥
নাট্যরূপ ও নির্দেশনা রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে: বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, শতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, রত্না দত্ত, প্রমোদ গাঙ্গুলী, প্রতুল, মিস্ জে, নির্মল ঘোষ ও দিলীপ রায় এবং জয়শ্রী সেন

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১১
শনি ২॥ * রবি ২॥ ও ৬টায়
আমি মন্ত্রী হব
জহর রায়, হরিধন, অজিত, মৃণাল, অমরনাথ, মিণ্টু, মানস, ইন্দ্রজিৎ, রত্না, ইন্দিরা, মমতা ও সরযূ দেবী

সার্থক বাঙ্গলার বীর জওয়ান
সার্থক স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সার্থক যাযাবর (নর্থ)এর জাগরণ
আজ ৩টা : কাল ৩টা ও ৬॥টা
বয়েজ ওন্ লাইব্রেরী হল
(বিশ্বরূপা ও রঙ্গনার মাঝে)

বিজ্ঞপ্তি (বোধিপীঠ)
বোধিপীঠের সাহায্যকল্পে ছায়া প্রেক্ষাগৃহে ১৯ ডিসেম্বর রবিবার সকাল ১০টার পরিবর্তে সকাল ৯টায় সিনেমা দেখান হবে। (সি ,৬৩২২)

এক সপ্তাহের জন্য
জেমিনীর
ইনসানিয়াৎ
দিলীপকুমার — বীণা রায়
খান্না প্রত্যহ ১২॥, ৩৸, ৭

দিলীপ - সায়রা শ্রেষ্ঠ ছবি
গোপী রঙীন
লাইটহাউস সিনেমায়
(প্রত্যহ ২, ৫॥, ৮৸টায়)

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলছে!
রাজকাপুরের বাংলা ছবি
একদিন রাত্রে
সংগীত: সলিল চৌধুরী
শ্রী (১২, ৩, ৬) ইন্দিরা (১২, ৩, ৫৸)
মাত্র এক সপ্তাহের জন্য

স্মরণীয় ৩টি রঙীন ছবি!
রূপবাণীতে (১২, ২॥, ৫)
আনন্দ রাজেশ খান্না!
*
জেম সিনেমায় ২, ৫॥, ৮৸
ফুল ঔর পাত্থর
ধর্মেন্দ্র — মীনাকুমারী
*
কালিকায় (২॥, ৫॥, ৮॥)
দো রাস্তে
* রাজেশ - মমতাজ - বলরাজ

বাঙলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে—
রবীন্দ্র সদন
আয়োজিত
নাট্যোৎসব
আজ বিকাল ৩টায় — এম, জি, এণ্টারপ্রাইজ নিবেদিত
- বিল্বমঙ্গল -
অংশ গ্রহণে — মলিনা দেবী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য।
আগামীকাল সকাল ১০টায় পিপলস্ লিট্ল থিয়েটার নিবেদিত
একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ
প্রবেশপত্র ৫, ৩, ২, ১, রবীন্দ্র সদন কাউণ্টারে যাচ্ছে। (৪৪-১১৩৭)

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তার শাকুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৩)
নান্দীকার
আজ ২॥টেয়
নতুনতম নাটক বীতংস
অভিনয়ে: লতিকা বসু, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, রাধারমণ তপাদার, জয় সেনগুপ্ত, দীপালি চক্রবর্তী, কেয়া চক্রবর্তী, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্র আচার্য, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রথজিৎ ঘোষ, পরিমল মুখোপাধ্যায়, রবীন মুখোপাধ্যায়, পশুপতি বসু।
নির্দেশনা: অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাল ২॥টেয় তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতিবার ৬টায় মঞ্জরী আমের মঞ্জরী

রবীন্দ্র সদনে
পিপলস্ লিটল্ থিয়েটারের
২১শে ডিঃ বিঃ ৫টা টিনের তলোয়ার
২২শে ডিঃ বিঃ ৫টা ঠিকানা
রচনা, পরিচালনা ও অভিনয়ে উৎপল দত্ত

মুক্তঅঙ্গন শৌভনিক
৪৬-৫২৭৭
আজ সন্ধ্যা ৬-৩০টায়
শৌভনিক এর
পাতা ঝরে যায়
এরা কারা
কাল — মলাটের রঙ হলুদ

প্রবাহ
কাল ৩ ও ৬টায়: বৃহ ৬টায়
১৪৬তম — ১৪৮তম অভিনয়
মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮১

এখন চলছে!
সাবাস বাঙালীর জওয়ান...
হকীকৎ
কর মুক্ত
প্রভাত — রূপালি (১২, ৩, ৬)
(প্রত্যহ ৪টি প্রদর্শনী ১১॥, ২॥, ৫৸ ও ৯টা)
লক্ষ্মী (টিটাগড়)

২৭তম সপ্তাহ চলছে
সাথী মেরে সাথী
প্রিয়া প্রত্যহ ১১॥, ২৸, ৬টা
শ্রীদুর্গা — বনফুল ও রিজেণ্ট (পাটনা) রজত-জয়ন্তী

১০-ম সপ্তাহ!
উত্তম সুপ্রিয়া
জীবন জিজ্ঞাসা
উত্তরা — পূরবী — উজ্জ্বলা
প্রত্যহ—১২, ৩-১৫ ও ৬-৩০
* 'পূরবী'-তে শেষ সপ্তাহ *

GREATEST WILD-LIFE ADVENTURE
THE DRUMS OF DESTINY
মিত্রা ১২-৩০, ৩, ৫-৩০

জেন্টস
উলেন কোট
৪৫, টাকা মাত্র
হরলালকা স্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড), ৬, ল্যুকাস লেন, কলিকাতা-১। ফোন: ৩৩-৮৭৪৯)

জয় ধ্বনি দিতে সি পি এম-এর আপত্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্মারকলিপি দেবেন। কিন্তু মিছিল বের হওয়ার মুখে মেয়রের ঘরে সি পি এম সদস্য প্রশ্ন করেন, মিছিল ত হবে, তবে শ্লোগান ঠিক হোক। প্রথমে দেখা গেল—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ না বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ, কোনটা নিপাত যাক বলা হবে, এ নিয়ে সি পি এম এবং আর এস পি-র মধ্যে তাত্ত্বিক বিতর্ক শুরু হয়। এর আগে মূল প্রস্তাবের খসড়ায় আর এস পি-র শ্রীপ্রণব মুখারজি বলেন, কেবল মুক্তিফৌজের জন্য গর্ব প্রকাশ করা হোক, ভারতীয় জওয়ানদের জন্য গর্ব প্রকাশ করা চলবে না। ভারতীয় জওয়ানদের আচরণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তাঁকে কয়েকটি বিরূপ মন্তব্য করতে শোনা যায়। কংগ্রেসী সদস্যরা এতে কেবল আপত্তিই জানাননি, কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। অনেক কষ্টে একটা হাতাহাতির সম্ভাবনা উত্তীর্ণ হয়।

অন্যান্য বামপন্থী দল অবশ্য এর অংশীদার ছিলেন না। তবে এর পর কংগ্রেস সদস্যরা 'ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিতে চাইলেই গোলমাল চরমে ওঠে। সি পি এম সঙ্গে সঙ্গে জানান, ওকথা তাঁরা মুখে আনতে পারবেন না। এবং ওকথা বললে মিছিলেও তাঁরা যাবেন না। আর এস পি, এস ইউ সি, এস পি প্রভৃতি দল তাঁদের সমর্থন করেন। করওয়ার্ড ব্লক দ্বিধাবিভক্ত হন। মেয়র নির্বাক। গোলমাল কেউ থামাতে পারছেন না দেখে ডেপুটি মেয়র শ্রী পান্নালাল দাস (পি এস পি) কংগ্রেস সদস্যদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনি বলে যান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই সাফল্যের জন্য আমি দলমতের ঊর্ধ্বে থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর শত সহস্র জয়ধ্বনি দেবো।

কংগ্রেস সদস্যরা অতঃপর শ্লোগান দিতে দিতে প্রথমে মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে তাঁদের নিন্দাসূচক স্মারকলিপি দেন। পরে তাঁরা রুশ দূতাবাসে গিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান ভূমিকার জন্য অভিনন্দন জানান এবং বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবী তোলেন।

এদিকে মেয়রকে ঘিরে বামপন্থী সদস্যরা বসে রইলেন। কেউ বলছেন, সর্বসম্মত কয়েকটি শ্লোগান দিয়ে চলুন পথে নামি। কেউ বলছেন, হেঁটে নয়, গাড়িতে চলুন। কেউ আবার 'আর গিয়ে কী হবে' বলে চলে গেলেন বাড়ি। মেয়রও শেষ পর্যন্ত বললেন, আজ থাক। পরে দেখা যাবে।

গ্রামোফোন কোম্পানি ইকুইটি শেয়ার ছাড়ছেন

দি গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইনডিয়া লিঃ প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ১,৫০,০০০ ইকুইটি শেয়ার ছাড়ছেন। এককালীন নগদ ৮ টাকা দরে এই শেয়ার বিক্রি হবে।

এই শেয়ারের মধ্যে প্রথম ৩৭,৫০০ শেয়ার দেওয়া হবে কোম্পানির বর্তমান শেয়ার গ্রহীতাদের ১৫,০০০ কর্মচারীদের এবং বাকি ৯৭,৫০০ প্রসপেকটাস প্রচার করে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিক্রি করা হবে।

সেনাপতিকে অভিনন্দন

শুক্রবার দুপুরে মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং পৌর অফিসারগণ ফোরট উইলিয়ামে গিয়ে লেঃ জেঃ অরোরাকে এই সফল মুক্তিযুদ্ধের জন্য মাল্যভূষিত করেন ও অভিনন্দন জানান।

প্রত্যুত্তরে শ্রী অরোরা বলেন, এটা আমার একার কৃতিত্ব নয়, জওয়ান ও মুক্তিবাহিনীর সামগ্রিক কৃতিত্ব।

প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সভা রবিবার

আগামী ১৯ ডিসেম্বর '৭১ রবিবার বেলা ১০টায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটি সাধারণ সভা ৭৭ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড-এ অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যগণকে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস (নব) কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ জয়নাল আবেদিন বিবৃতিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

আজ নক্ষত্রের
ক্যাপ্টেন হুররা
থিয়েটার সেন্টারে/৬-৩০
প্রয়োগপ্রধান/শ্যামল ঘোষ

৫ম সপ্তাহ!
খলিস্ট বিষয়াবলম্বনে উৎকৃষ্ট চিত্র
ধর্মেন্দ্র • তনুজা • সঞ্জীব • সুমিত্রা • উৎপল দত্ত
গুড্ডী
হিন্দ : মেনকা : দর্পণা
১, ৩॥ ৬ ১২॥, ৩, ৫॥ ১, ৩॥, ৬
জয়শ্রী (বরানগর) - ইশ্বরন্ (নৈহাটী) চলচ্চিত্রম (কোন্নগর) - প্রান্তিক (রাণাঘাট) ভারতী (চাকদা) - শঙ্কর (হাবড়া) এলফিনস্টোন (পাটনা)

লোটাস ২॥, ৫॥, ৮॥
এক ফুল দো মালী
(ইস্টম্যান কলার)
* সাধনা - সঞ্জয় - বলরাজ

সুচিত্রা-উৎপলের অভিনয়ে
ফরিয়াদ
১২টা, ২-৪৫ ও ৫-৩০
মিনার • বিজলী • ছবিঘর

বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম
আজকের প্রদর্শনী
(১) মহাকাশের ঘটনা ও রটনা (২) চিহ্নিত তারকারাজি (৩) '৭২ সালের গ্রহপুঞ্জ। ইংরেজি: বেলা ১১-৩০টা, বেলা ২-৪৫টা ও রাত্রি ৮টা; হিন্দী: বেলা ১২-৩০টা, বিকাল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা; বাংলা: বেলা ১-৩০টা ও বিকাল ৫-১৫টা।

২৫তম খেলা
রাজস্থান স্টেট লটারীজ
১৭-১২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল
১ম পুরস্কার ৪,০০০ টাকা J-216922
৯টি পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০০ টাকা
A-531145 B-194628 C-305308
D-304865 E-339908 F-273506
G-255598 H-431046 K-552719
অবশিষ্ট সিরিজে একই নম্বরযুক্ত টিকিট প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ১০টি সান্ত্বনা পুরস্কার
ডিরেক্টর
স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারীজ
রাজস্থান, জয়পুর
ADARTS/RSL/48/71

পূর্ব রেলওয়ে
বিপদ-সঙ্কেতসূচক শিকল অকেজো করিয়া রাখা সম্পর্কে
হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিসনের (সমগ্র পথ) সমস্ত সুবার্বন ট্রেনের বিপদসঙ্কেতসূচক শিকল ১৯-১২-৭১ তারিখ হইতে ৩ মাসের জন্য অকেজো (লেডিজ ও পোস্টাল কামরা বাদে) করিয়া রাখা হইবে।
—চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট

ভারতীয় জওয়ান ও মুক্তিবাহিনীর বিজয়ে
অভিনন্দন জানাই।
হিন্দুস্তান ডেয়ারী এ্যাণ্ড ফার্ম
সুরভী ঘৃতের প্রস্তুতকারক।
(সি ৬৮০৬)

কৃষি সংবাদ
চাষীভাইদের জানানো হচ্ছে যে 'gromor' রাসায়নিক complex সার এমোনিয়াম ফসফেট নয়, এটা হচ্ছে ইউরিয়া এমোনিয়াম ফসফেট।
কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

ক্যালকাটা টেলিফোনস
নিম্নবর্ণিত মত বিল্ডিং ইজারার জন্য সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে:—

স্থল	ছাউনিযুক্ত আবশ্যক এরিয়া (আনুঃ)	উদ্দেশ্য
বি. বি. ডি. বাগ/এসপ্ল্যানেড (টেলিফোন ভবনের নিকট)	৩০০০ বর্গমিটার (আনুঃ ৩০,০০০ বর্গফুট)	ক্যালকাটা টেলিফোনসের জেনারেল ম্যানেজারের অফিস

প্রত্যেকটির জন্য ২৫ পয়সা আদায় দিলে অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার (বিল্ডিংস), ক্যালকাটা টেলিফোনস, ১০, গিরিশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ ঠিকানায় নির্ধারিত টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।
টেণ্ডারের উপর "বিল্ডিং ইজারার জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি পরিষ্কারভাবে লিখিয়া দিতে হইবে এবং তাহা শ্রী এ. বি. ঘোষ, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (এঞ্জিঃ), ক্যালকাটা টেলিফোনস, ১০, গিরিশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ শিরোনামে পাঠাইতে হইবে।
টেণ্ডার ৩-১-৭২ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টার উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজারের (এঞ্জিঃ) অফিস-কক্ষে খোলা হইবে।
জেনারেল ম্যানেজার
(৭৬৭১)

বড়দিনে
কেক. পেষ্ট্রী
জলযোগ
(৭৭৩০এ)

গড়িয়াহাট
হরলালকায়
উলেন কোট
(Ladies & Gents)
ছোটদের এবং বড়দের
রকমারী ডিজাইন
রকমারী সাইজ
এইমাত্র আসিয়াছে!
মূল্য সুলভ
হরলালকা টেক্সটাইলস
২০৬/১ রাসবিহারী এভেন্যু
(গড়িয়াহাট জংশন)

আধুনিক ডিজাইনের প্ল্যাস্টিকের ঘরসংসারের জিনিসপত্র বিক্রয়ের জন্য
ডিস্ট্রিবিউটর আবশ্যক
বর্তমানে যেসব জিনিসপত্র হ্যাণ্ডল করেন তাহার বিবরণ, বণ্টন ব্যবস্থা ও অর্থ-বিনিয়োগের সামর্থ্য উল্লেখে লিখুন:
ইন্দো-বার্মা ট্রেডিং করপোরেশন
২৫৯ কলবাদেবী রোড, বম্বে-২
(৭৬১৫এ)

রঞ্জক স্পেশাল
উল ও উলের পোষাক পাকা রং করে
রং করার বস্তুটি ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন
বস্তুটি ডুবে যায় এরূপ গরম জলে রঞ্জক স্পেশাল গুলুন
এবার বস্তুটি রংগীন জলে ডুবিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে ফুটিয়ে নিন। মাঝে মাঝে নেড়ে দেবেন। ফুটন্ত জলে উল নষ্ট হয় না
পরে রংগীন বস্তুটি ধুয়ে ছায়ায় শুকুতে দিন
১৩টি বিভিন্ন রং-এ পাওয়া যায়।
২২৭ গ্রাম ওজনের উল বা উলের পোষাক-এর জন্য এক কৌটো রঞ্জক স্পেশাল দরকার।
দি ঢাকা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউস
Dinho কলিকাতা-৭

ঘোষণা
পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ
তাঁহাদের ৩৮তম খেলার তারিখ পিছাইয়া দিতেছেন
২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ হইতে...
৮ জানুয়ারী, ১৯৭২ পর্যন্ত
নবপ্রবর্তিত সুবিধা আপনাকে পাইবার সুযোগ দিতেছে প্রথম পুরস্কার
১, ২৫, ০০০, টাকা
এবং অন্যান্য শত শত নগদ পুরস্কার
খেলার পিছাইয়া দেওয়া তারিখ ৮-১-১৯৭২
প্রতি টিকিটের মূল্য টাঃ ১·১০ পঃ
A হইতে E পর্যন্ত সমস্ত সিরিজের টিকিটের জন্য তাড়াতাড়ি করুন।
সীমিত সংখ্যক টিকিট পাওয়া যাইবে।
প্রচারক:
ডিরেক্টর, পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ
চণ্ডীগড়

ঘোষণা..
নতুন বছরের বিরাট খেলা!
ইউ পি স্টেট লটারি
১ম পুরস্কার ১০,০০,০০০ টাকা
সকল সিরিজ মিলিয়ে
২য় পুরস্কার ২,০০,০০০ টাকা
সকল সিরিজ মিলিয়ে
৩য় পুরস্কার ২৫,০০০ টাকা
৫টি সিরিজের প্রত্যেকটিতে একটি
এবং শত শত অন্যান্য পুরস্কার!
অতিরিক্ত আকর্ষণ
৪, ১১, ১৮ ও ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ ও ১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে সাপ্তাহিক খেলা
১ম পুরস্কার ১৫,০০০ টাকা
এবং একটি স্কুটার অথবা পরিবর্তে নগদ ৩৩০০ টাকা
২য় পুরস্কার ৫০০০ টাকা
এবং একটি রেডিও বা ট্রানজিস্টর অথবা পরিবর্তে নগদ ৫০০ টাকা
TICKET 1 RUPEE ONE
১৭শ
খেলার তারিখ
৮·১·৭২
স্থান—গোরক্ষপুর
দি ডিরেক্টর অব স্টেট লটারি উত্তরপ্রদেশ সরকার লখনউ
SWAINAD UPL 105

বিনা খরচে জাপান ভ্রমণের
অপূর্ব সুযোগ
ডেনড্রাইট আঠা

১ম পুরস্কার ঃ বিমানে জাপান ভ্রমণ অথবা নগদে সমান টাকা
২য় পুরস্কার ঃ বিমানে নেপাল ভ্রমণ অথবা নগদে সমান টাকা
এছাড়াও ২৭০টি আকর্ষণীয় সান্ত্বনা পুরস্কার ও ১০টি বাইসাইকেল।
ডেনড্রাইট পি. সি.-৬৫ আঠা (অ্যাডেসিভ) প্রতি ঘরে ও কলকারখানায় নানারকম জোড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।
গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার্য টিউব ও অন্যান্য কনটেনারের সঙ্গে দেওয়া লাকি টিকিট পূরণ করে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭১-এর মধ্যে ডাকে পাঠিয়ে দিন :
চন্দ্রস্ কেমিক্যাল এণ্টারপ্রাইজেস (প্রাঃ) লিঃ
পিং ১৪. সি আই. টি. রোড * কলিকাতা-১৪
গত বছরের ১ম পুরস্কার | জাওয়ার গাড়ী | বিজয়ী মঃ সৈয়দ এসা ডিনডিগুল, মাদ্রাজ

"সর্বদিক বিচার বিবেচনা করে দল গড়া হয়েছে"
—বি টি টি এ

স্টাফ রিপোর্টার

বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (বি টি টি এ) পরিচালকবর্গ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান প্রতি খেলোয়াড় সম্পর্কে সর্বদিক বিচার বিবেচনা করে, যোগ্যতা ও তারুণ্যের উপর জোর দিয়ে এবং পূর্ব ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে টেবল টেনিস খেলার রাজ্যের উন্নতি ও স্বার্থের দিকে চোখ রেখেই জাতীয় টেবল টেনিসে বাংলার দল গড়া হয়েছে। অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে দল গড়া হয়নি, বা কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য কোনো খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়া হয়নি।

হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিসে বাংলা দল থেকে বাদ পড়া কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়ের বিক্ষোভ এবং সংবাদপত্রে সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আহূত এই সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানানো হয় নির্বাচক সমিতির ৯ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জনই উপস্থিত থেকে সর্বসম্মতভাবে দল গঠন করেন। কলকাতার বাইরে থাকার ফলে একজন সদস্য উপস্থিত থাকতে পারেননি। টেবল টেনিস খেলার জ্ঞানসম্পন্ন রাজ্যের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের নিয়েই নির্বাচক সমিতি গঠিত। যেহেতু এস এস বসু ও ডি ডি বসু রেল দলের খেলোয়াড় সেহেতু তাদের নাম বিবেচিত হয়নি, প্রমোদ নারায়ণ এবং অমৃত খোসলা সম্পর্কে বিবেচনা করে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন মাইকেল মল্লিক সিনিয়র দলে রিজারভ খেলোয়াড় হিসাবে স্থান পেয়েছে। যে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য খেলোয়াড়দের বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী পাঁচজন খেলোয়াড় বি বসু গৌতম দে সৌমিত্র মুখারজি সাধন দত্ত এবং মাইকেল মল্লিক দলে রয়েছে।

কিন্তু বাংলার এক নম্বর খেলোয়াড় অজিত বসু এবং দুই নম্বর দীপক চ্যাটারজি কেন বাদ পড়ল এই প্রশ্নের উত্তরে নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান শ্রী আর নারায়ণ জানান, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অর্জিত পয়েনটের ভিত্তিতেই খেলোয়াড়রা ক্রমপর্যায় স্থান পায়। কিন্তু ক্রমপর্যায়ে স্থান পাওয়া খেলোয়াড় তখনকার মান অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ ব যোগ্য বিবেচিত নাও হতে পারে।

প্রসঙ্গত জানানো হয় অজিত বসু ৮টি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে দুটি প্রতিযোগিতা জয় করেছে দীপক চ্যাটারজি ৮টির মধ্যে ৩টি।

১ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত হায়দরাবাদে জাতীয় টেবল টেনিস অনুষ্ঠিত হবে। বাংলা দলে রয়েছে—পুরুষ—সাধন দত্ত এম জে কাপাদিয়া দিলীপ সিংহ জ্ঞান মল্লিক অমিত মিত্র; স্ট্যানড বাই—মাইকেল মল্লিক। মহিলা—রূপা মুখারজি ইন্দু পুরি ও কল্পনা তেওয়ারি। বালক—বি বসু সৌমিত্র মুখারজি গৌতম দে দীপক সিংহ ও কুরেশী আবদুল্লা ভাই।

হারের পর জয়
স্টাফ রিপোর্টার

আগের খেলায় সি সি বির কাছে হারের পর শুক্রবার টাউন নিজের মাঠে সি এ বি লীগের খেলায় ২ উইকেটে ভূকৈলাস স্পোরটিংকে হারিয়ে দেয়। ভূকৈলাস স্পোরটিং ৬ উইকেটে ১৫৭ রান করে, ভবানী সিংহ ৪৩, ভি কনট্রাক্টার ৪১ রান করে। এই রানের উত্তরে টাউন ১৪৩ রানে ৮ উইকেট হারায়। দলের এই অবস্থায় বর্ষীয়ান খেলোয়াড় অনিল ঘোষ দৃঢ়তার সঙ্গে ৬১ রান করে নট আউট থেকে দলকে জয়ের পথে নিয়ে আসেন। ভূকৈলাস দলের খেলোয়াড়রা শুধু অনিল ঘোষকে আউট করতে না পারায় ম্যাচ হেরে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় দল পরাজিত
স্টাফ রিপোর্টার

শুক্রবার কালীঘাট মাঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল এন সি কোলে একাদশের সঙ্গে প্রীতি খেলায় ৫ উইকেটে হেরে যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — ১১৮ (সাত্যকি চৌধুরী ২৯, টি জে ব্যানারজি ৩৬ রানে ৩ উইঃ, রাজেশ রাওয়াল ১৩ রানে ৩ উইঃ)। **এন সি কোলে—১৬৪** (এস মিত্র ৫২)।

শনিবারে

প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লীগ— রেনজারস ঃ রাজস্থান; ইয়ংবেঙ্গল ঃ সুবারবন; ইস্টবেঙ্গল ঃ অরোরা।

দ্বিতীয় ডিভিশন—আই বি এ সি ঃ বাটা। আজ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে **সিটি ...অ্যাথলেটিক ক্লাবের** দুদিনব্যাপী স্পোরটস শুরু। দমদম সেনট্রাল জেল মাঠে ২৪ **পরগণা জেলা** স্পোরটস আরম্ভ হবে সকাল সাড়ে নটায়। **রাজ্য কাবাডি—** রিজারভ ব্যাংক ঃ ডক লেবার। **ইসপাত** ঃ স্টেট ব্যাংক। **বাটা** ঃ কলকাতা যুবক।

রেসের মাঠ ঃ অবিনশ্বর !
অশ্বঘোষ

প্রত্যেক বাঙ্গালীর মতই ঢাকার পতনে অশ্বঘোষ খুশী। কিন্তু যাঁরা রেসের মাঠ সম্বন্ধে অনীহা পোষণ করেন তাঁদের সম্পর্কে অশ্বঘোষের নিবেদন যে ঃ রেসের মাঠেই স্বাধীন বাংলার জন্ম হয়েছে—এই ঢাকার রেসের মাঠেই শেখ মুজিবর রহমান মার্চ মাসে প্রথম মুক্তি ঘোষণা করেছিলেন।

কলকাতা রেস—কলকাতা রেসে নানাবিধ অংক।

অশ্বঘোষ

১ম বাজী। গোল্ড নাগনার, সার্কাস মেন (ফ্লুক রকি)।
২য় বাজী। লাল সিং মিঃ লম্বু।
৩য় বাজী। ব্রীজ, ভিনরোজ (ফ্লুক ঃ (ব্যাগপাইপ)।
৪র্থ বাজী। স্কোয়েল অরেঞ্জ জুলিয়াস। (ফ্লুক মিঃ মনি)
৫ম বাজী। মেরে হুজুর ওয়ার পাথ।
৬ষ্ঠ বাজী। গ্রীনশাড়ি, দি কোনোশিয়ান।
৭ম বাজী। ধেলাজি রব, এ বি সি (ফ্লুক ঃ গ্রেপভাইন)।

শনিবার থেকে ইডেনে বাংলা-আসামের খেলা

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলা ও আসামের তিনদিনব্যাপী পূর্বাঞ্চলীয় রনজি ট্রফির খেলা শনিবার থেকে ইডেনে শুরু হচ্ছে। ওড়িশার বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে বিজয়ী বাংলা দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সুব্রত গুহ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় দলে স্থান পায়নি: ভাটিয়াকে নিয়ে সুব্রতের শূন্য স্থান পূরণ করা হবে। কল্যাণ চৌধুরীর পরিবর্তে দলে এসেছে বাংলায় নবাগত অশোক গানডোত্রা।

শুক্রবার বাংলার খেলোয়াড়েরা মোহনবাগান মাঠে এবং আসামের খেলোয়াড়েরা ইডেনে অনুশীলন করে। বাংলার দল মোটামুটি স্থির হয়ে গেছে। গোপাল বসু অনুশীলনে যোগ দিলেও পুরাপুরি সুস্থ নয়। গোপাল বসু না খেলতে পারলে দ্বাদশ খেলোয়াড় কল্যাণ চৌধুরী খেলবে।

বাংলা দলে খেলবে **প্রকাশ পোদ্দার, গোপাল বসু, অশোক গানডোত্রা, শ্যামসুন্দর মিত্র, চুনী গোস্বামী** (অধিনায়ক), **অম্বর রায়, রবি ব্যানার্জি, জিজিবয়, দীপঙ্কর সরকার, দিলীপ দোশী** ও **ভাটিয়া**। দ্বাদশ ব্যক্তি—**কল্যাণ চৌধুরী**।

আসাম দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকে অসুস্থ। দলের ম্যানেজার গিরীন বড়ুয়া এবং অধিনায়ক অবনী হাজারিকা বলেন, হয়তো বা দলের ম্যানেজারকেও মাঠে নামতে হতে পারে। আসাম দল নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে গঠিত হবে :—

অবনী হাজারিকা (অধিনায়ক), **দিলোওয়ার জামান, খোকন আমেদ, আনোয়ার হোসেন, প্রবীর হাজারিকা, বিমল ভারালি, অনুপ ঘটক, সুনীল ভট্টাচার্য, অরুণ চৌধুরী, নীরেন সভাপণ্ডিত, এস এস সাফদার, সঞ্জয় দাস, নুরুল হোসেন, জ্যোতি বড়ুয়া, ক্ষীরেশ্বর দত্ত।**

আম্পায়ার—এস সি বসু (বিহার) ও প্রোঃ পি মুস্তাফী (বিহার)।

খেলার সময়—১০টা থেকে ১২টা। ১২টা থেকে ১২-৪০ মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি। ১২-৪০ থেকে ২-৪০। ২-৪০ থেকে ৩টা চা-পানের বিরতি। ৩টা থেকে ৪-৩০টা।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে ইনডিয়ান অয়েল

ইনডিয়ান অয়েল করপোরেশন স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যাদি দ্রুত পৌঁছতে সাহায্য করছেন। যশোর স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুগমনে ষোল ঘণ্টার মধ্যে দুর্গম পথ অতিক্রম করে করপোরেশনের কর্মীরা সাহায্য পৌঁছে দেন। প্রতিরক্ষার কাজে প্রতিরক্ষা কর্মীদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে করপোরেশনের কর্মীরা কাজ করে চলেছেন।

ক্রেন অপারেটর চাই
আমাদের ঘর্ঘরা ব্যারাজ ওয়ার্কস-এর জন্য স্টিফ লেগেড ডেরিক ক্রেন ১০ টন ক্যাপাসিটি স্টিম/ডিজেল ড্রাইভের নিমিত্ত ৮ জন অভিজ্ঞ অপারেটর চাই। ইচ্ছুক প্রার্থিগণ পরিচয়পত্রাদি সহ লেবর অফিসার, দি হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশন কোং লিঃ, পোস্ট গিরজাপুরী কলোনি, জেলা বাহরাইচ, উত্তর প্রদেশ ঠিকানায় আবেদন করিবেন। চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত ডাকা হইবে।
(৭৪৩৩)

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ...
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিজয় লগ্নে আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাই।
যে সমস্ত বীর সৈনিক
এই ন্যায্য কারণে
তাঁদের জীবন আত্মাহুতি
দিয়েছেন, আমরা তাঁদের স্মৃতির
প্রতি শ্রদ্ধা-তর্পণ করি।
আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর
প্রেরণাদায়ক ও সাহসী
নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করি।
আমাদের বীর সশস্ত্র বাহিনীর
বীরত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য
আমরা গর্বিত।
আমরা তাঁদের সকলের পরিসেবা করে আহ্লাদিত।
আজই আপনার নাম নিম্নোক্তের তালিকাভুক্ত করুন
জনতা গ্রুপ অব
নিউ ভারত সেভিংস ইউনিট কোং প্রাঃ লিমিটেড
তাহের ম্যানসন, ৮, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১
নূতন সদস্যদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য এজেণ্ট আবশ্যক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংগ্রামী জনগণ, মুক্তিবাহিনী, বীর ভারতীয় জওয়ানদের জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন
জয় বাংলা
ন্যাশনাল হোমিও ল্যাবরেটরী
প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা
১১০, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪
৪৭/সি, পটারী রোড, কলিকাতা-১৫
(৭৭২৯এ)

মনস্বী শিক্ষাবিদ্
গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষের
জন্ম-শতবার্ষিকী বর্ষের অভিনন্দন গ্রহণ করুন
এই উপলক্ষে ৩১শে ডিসেম্বর ('৭১) হতে ৩০শে জানুয়ারী ('৭২) জগদীশচন্দ্রের ছোট গীতা অর্ধমূল্যে ও অন্য আউট বই উচ্চ কমিশনে দেওয়া হবে।

মনস্বী জগদীশচন্দ্র ও সুলেখক অনিলচন্দ্র ঘোষের
আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা H. S., S. F.
আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ H. S., S. F.
আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ১ম (৭ম-৮ম শ্রেণীর)
ছাত্রবোধ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ২য় (৫ম-৬ষ্ঠ শ্রেণীর)
নমুনা প্রধান শিক্ষকগণ চাহিলেই পাঠান হইবে। যথেষ্ট ছাপা আছে।
বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানাই
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-১২

আকাশের দিকে আর তাকিয়ে থাকবেন না!

মাটি থেকে তুলে নিন জল
ময়ূর ইঞ্জিন লাগিয়ে
ময়ূর—৫/৬.৫ হর্স পাওয়ারের এক চমৎকার উঁচুদরের ইঞ্জিন।
কোন কষ্ট না দিয়ে এ ইঞ্জিন চলতে থাকে অবিরামভাবে।
আপনার ক্ষেত জল পায় সবসময়। আপনার ক্ষেতে ফলে সোনার ফসল, আপনার ঘর ভরে ওঠে সুখসম্পদে।
ময়ূর ইঞ্জিন, আপনি অনায়াসে কিনতে পারেন। কারণ, ময়ূর ইঞ্জিন কেনবার জন্যে ব্যাঙ্ক আপনাকে ঋণ দেয়।
ময়ূর ইঞ্জিন বিক্রী ও বিক্রীর পরের সার্ভিসের দায়িত্ব নিয়েছেন— ইঞ্জিন জগতে অগ্রগামী কোম্পানী গ্রীভস্ কটন।
পশ্চিম বঙ্গ সরকার অনুমোদিত।
ময়ূর ইঞ্জিন আজই লাগান—ঘরে মালক্ষ্মীর হোক প্রতিষ্ঠান!

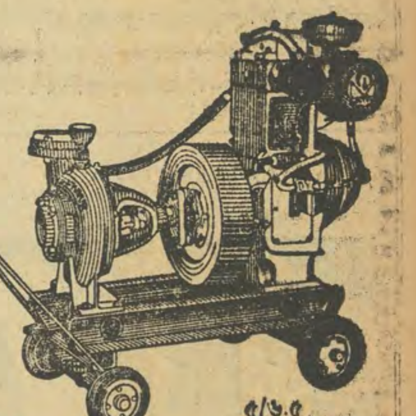

৫/৬.৫ হর্স পাওয়ার
ময়ূরের বরদান সুখী কিষান
নির্মাতা: মহারাষ্ট্র কো-অ. ইঞ্জিনীয়ারিং সোসাইটি লিমিটেড, কোলাপুর
বিক্রী ও সার্ভিস: গ্রীভস্, কটন এণ্ড কোং লিঃ
GREAVES

পরিবারের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে
অজন্তা
বিভিন্ন টুথব্রাশ

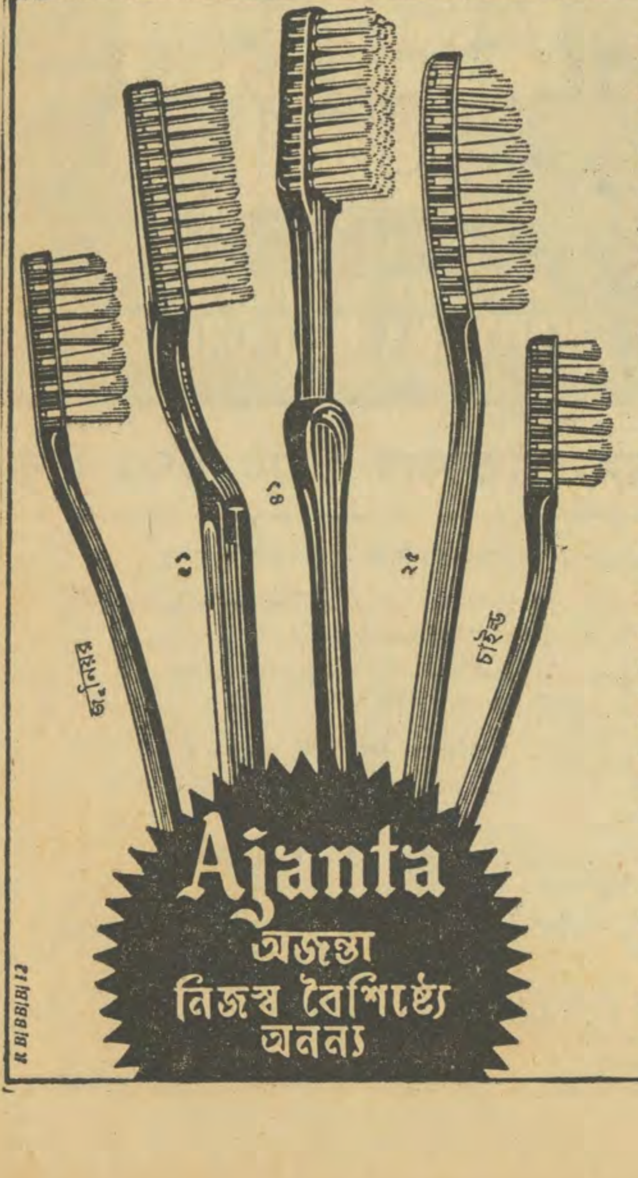

অজন্তা টুথব্রাশ বিজ্ঞানসম্মত ডিজাইনে গঠিত এবং বাছাই করা নাইলন কুঁচি-গুচ্ছে দিয়ে এমনভাবে তৈরি যে এর সুডৌল গোল কুঁচিগুলি আপনার দাঁত আগাগোড়া পরিষ্কার করবে। 'অজন্তা ৫১' টুথব্রাশ অতি সুদৃশ্য এবং বিশিষ্ট ধরনের মোড়কে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে রাখা হয়। প্রখ্যা ডাক্তার বদ্যিদের অনুমোদিত। 'অজন্তা ৫১' স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং আরামপ্রদ। নায্য মূল্যে শক্ত মাঝারি ও নরম তিন প্রকার ব্রাশই আপনি পাবেন 'অজন্তা ২৫' পর্যায়ে। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যও রয়েছে বেশ নরম ব্রাশ।
এ ছাড়া সস্তায় পাবেন শক্ত মাঝারি ও নরম তিন প্রকারের অজন্তা লেডি ব্রাশ ও অজন্তা বেয়ার ব্রাশ।
দি বম্বে ব্রাশ কোং প্রাঃ লিঃ
বম্বে-৩৩ (ডবলিউ, বি)

দাম মাত্র ১৫৫ টাকা*
কিন্তু ধ্বনি তুলনাহীন

দীপক
টেলিফাঙ্কেনের অতুলনীয় ২-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর হ'ল দীপক
দীপক এত শক্তিশালী যে আপনি আপনার পছন্দমত যাবা বিশ্বের যে কোনও স্টেশন এতে পরিষ্কার ও স্পষ্ট শুনতে পাবেন। শুধু মিডিয়াম ওয়েভেই নয়, এমনকি ১৯-৩০ মিটার শর্ট ওয়েভেও যে কোনও স্টেশন এই সেটে সহজেই ধরা যায়। টেলিফাঙ্কেনের জার্মান প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে এবং প্রতিটি অংশ খুঁটিনাটিভাবে যাচাই করে তবেই এই শ্রেণীর সর্বোত্তম ২-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর —দীপক তৈরী করা হয়।
টেলিফাঙ্কেন

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

লাহোরে ফিরে যেতে চাই। লাহোর খুবই ভাল শহর। আমার স্ত্রী আর এখানে থাকতে চাইছেন না।

ঢাকায় কেন যুদ্ধ করতে হয়নি? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে জেনারেল বলেন: আমরা যখন তিন দিক থেকে পাক ফৌজকে ঘিরে ফেলেছি, তখন নিয়াজি ঠিকই করে ফেলেছিলেন যে, যুদ্ধ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাছাড়া পাক ফৌজের মনোবলও ভেঙে পড়েছিল। আমরাও এটাই চাইছিলাম।

প্রশ্ন: আত্মসমর্পণের ব্যাপারে নিয়াজি কি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে পরামর্শ বা নির্দেশ চেয়েছিলেন।

জেনারেল: প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কি পরামর্শ বা নির্দেশ দিয়েছিলেন জানি না। তবে নিয়াজির এছাড়া অন্য

নিয়াজির আর কোন পথ ছিল না

কোন পথ ছিল না।

জেনারেল বলেন: আমি আগেই আপনাদের কাছে বলেছিলাম যে, বাংলাদেশের এই যুদ্ধ এক পক্ষকাল খুব বেশি হলে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে। কিন্তু বার দিনের মধ্যেই সবকিছু শেষ হয়ে গেল।

প্রঃ—পাক ফৌজের তো যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা লড়তে পারল না কেন?

জেনারেল: শুধু অস্ত্রশস্ত্র থাকলেই যুদ্ধ করা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা পাক ফৌজের কোন মনোবল ছিল না। বড় বড় শহরকে বাদ দিয়ে আমরা যে ওদের চারদিক থেকে এভাবে ঘেরাও করে ফেলব এটা নিয়াজি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তার কারণ আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ নাগরিক ও শহর, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যাতে কোনরূপ ক্ষতি না হয়। এজন্য আমরা কতকগুলি গ্রামের পথ কেটে ওদের আক্রমণ করি। পাক ফৌজকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আক্রমণ চালাই। আমরা জানি, পাক ফৌজ একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তাঁরা আর কখনও আমাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে উঠবে না। এবং তখন আত্মসমর্পণই হবে তাঁদের একমাত্র বাঁচার পথ। আমাদের জয়ের মূলে হল এই 'সুপার স্ট্র্যাটেজি।' ওরা ভেবেছিল, ভারতীয় জওয়ানরা বাংলাদেশের একের পর এক বড় বড় শহর ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু তাঁদের সেই স্ট্র্যাটেজি সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং পাক ফৌজের পরাজয়ের মূলে হল তাঁদের এই ভুল স্ট্র্যাটেজি। তাছাড়া ও'দের 'ওভারঅল প্ল্যানিংও' ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

জেনারেল বলেন, ৮ ব্যাটালিয়ান মুক্তিবাহিনীও আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে লড়াই করেছে। বিদেশের কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, ঢাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৬ ব্যাটালিয়ান ছত্রীসেনা নেমেছে। এটা ঠিক নয়। এ পর্যন্ত একটি ব্যাটালিয়ান ৬ থেকে ৭ শত ছত্রীবাহিনী ঢাকায় ও ঢাকার আশেপাশে নামানো হয়েছে।

জেনারেল বলেন, পাক ফৌজ নিজ নিজ হেডকোয়ার্টারে পালিয়ে যাবার সময় নিরীহ গ্রামবাসীদের গুলি করে হত্যা করেছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক হল, স্ত্রীলোকের উপর নিয়াজির বাহিনী অকথ্য অত্যাচার করেছে। জেনারেল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, একাধিক বাংকারের মধ্যে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। বীভৎস দৃশ্য। তিনি বলেন: সভ্যজগতে কোন সেনাবাহিনী যে স্ত্রীলোকের উপর এইরূপ পাশবিক অত্যাচার করতে পারে, এটা আমি ভাবতেও পারি না।

জেনারেল বলেন, খুলনা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এবং আরও কয়েকটি জায়গায় এখনও পাকফৌজ আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পণ করেনি। তার কারণ, তাঁরা এখনও নিয়াজির বার্তা হয়ত পাননি। তাঁর আশা, শনিবারের মধ্যেই বাংলাদেশে দখলদার ফৌজের আত্মসমর্পণ পর্বের সমাপ্তি ঘটবে।

প্রঃ—ভারত থেকে বাংলাদেশের শরণার্থীরা কবে নাগাদ আবার দেশে ফিরে যেতে পারবে?

জেনারেল সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তাঁরা যেতে পারবেন। এরই মধ্যে অনেকে যেতে শুরু করেছেন।

একজন বিদেশী সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: ভারতীয় সেনাবাহিনী কতদিন স্বাধীন বাংলায় থাকবে।

জেনারেল: আইন শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই ভারতীয় সেনাবাহিনী ওখান থেকে চলে আসবে। তার আগে সেনাবাহিনী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে রাস্তাঘাট ও অন্যান্য ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সেখানকার সরকার বদ্ধপরিকর। প্রশাসনিক কাঠামোকে জোরদার করে তোলার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজউদ্দীন আহমেদ এবং তাঁর সহকর্মীরাও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রঃ বাংলাদেশের প্রাক্তন গভর্নর ডাঃ মালিকের সঙ্গে আপনার ঢাকায় দেখা হয়েছিল?

জেনারেল: না, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে শুনেছি তিনি এখন ঢাকার ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন।

এই যুদ্ধে ভারতীয় নৌ এবং বিমান বাহিনী প্রশংসা করে জেনারেল বলেন যে, নৌ ও বিমান বাহিনীও আমাদের এই যুদ্ধে জয়ের বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। তিনি বলেন, বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করার দরুন আমাদের সেনা বাহিনীর সাফল্যের দ্বার খুব তাড়াতাড়ি খুলে গিয়েছে। চট্টগ্রাম, চালনা এবং আরও কয়েকটি বন্দরে ভারতীয় নৌ বাহিনীর সক্রিয় তৎপরতার দরুন পাক ফৌজ বিশেষ কিছু করতে পারেনি।

জেনারেল বলেন, প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। এগুলির বেশির ভাগই হল আমেরিকা, চীন ও ইরানের। কিছু ইটালিরও আছে।

এক ঘণ্টার বেশি জেনারেল রিপোর্টারদের নানান প্রশ্নের জবাব দেন। একজন বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এসেছে বলে তিনি সংবাদপত্রে দেখেছেন। এ সম্পর্কে তিনি আর কিছুই বলতে পারেন না।

জেনারেল বলেন: পরশু আমি আবার ঢাকায় যাচ্ছি। সব কিছু ভালভাবে দেখতে। গতকাল জনসমুদ্র ছাড়া আর কিছুই দেখা হয়নি। বৈঠক শেষে জেনারেল অরোরা যখন ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে তাঁর গাড়িতে উঠতে যাবেন তখন দেখি হাজার হাজার লোক জেনারেল অরোরা—জিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছেন। ভিড়ে ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ যখন ভিড় ঠেলছে লাঠি দিয়ে, জেনারেল তখন বললেন, 'ডোন্ট পুশ দেম।'

চমকপ্রদ রণচাতুর্য

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

করেছেন, নৈতিক বলে ফাটল ধরিয়েছেন। শেষ দিকে প্রতিদিন গড়ে তিরিশজন করে পাক সৈনিক শিকার করেছেন নাকি ও'রা। চরম আঘাতের সময় যখন এল তখন দেখা গেল সীমান্তের ২২০টি পাক-চৌকির মধ্যে ১৬৫টিই মুক্তিবাহিনীর হাতে। মিত্রবাহিনীর চলাচল তাঁদের সহযোগিতার ফলেই সহজতর। এই যুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা অতএব অতিশয় গুরুতর। ভিয়েতনাম বা আলজিরিয়ার গেরিলার মতই অসামান্য তাঁদের কৃতিত্ব। এ-বিজয়সৌধের ভিত এবং বাহার তাঁদেরই রচনা।

এই যুদ্ধ অনেক উপকথার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। গণতন্ত্র, গেরিলা, মুক্তিযুদ্ধ—ইত্যাদি অনেক কিছুরই প্রচলিত সংজ্ঞা অতঃপর নতুন করে লিখতে হবে। তবে নিয়াজির আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রবাদের মৃত্যু ঘটল, তার এক নাম যদি—পাকিস্তান, তার সঙ্গে এবার তবে সহমৃত্যু বরণ করল সেই গল্প-কথা—একজন পাকিস্তানী সৈন্য সমান পাঁচজন ভারতীয়ের। জলে স্থলে আকাশে ভারতীয় বাহিনী লিখে গেল অমর একটি বাক্য—অতঃপর এই উপমহাদেশে আমাদের তুলনা আমরাই।

—নিঃ সঃ

(BENSONS/7788-BEN)

বি ডি এইচ এবং ল্যাবোরেটরী কেমিক্যালস্ উৎপাদনকারী অন্যান্য কোম্পানীদের মধ্যে প্রভেদ

উন্নত মানের জন্য বি ডি এইচ আন্তরক্রিয়ায় বিশ্বাস করে। আন্তর্জাতিক কলাকৌশল অবলম্বনে ভারতে ৬০০-র অধিক অতি উন্নতমানের কেমিক্যাল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হচ্ছে···এর পেছনে রয়েছে ইংলণ্ডে অবস্থিত কোম্পানীর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও কারিগরী কলাকৌশল। হয়ত এই কারণেই শিক্ষায়, গবেষণায় ও শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা বি ডি এইচ এর তৈরী ল্যাবোরেটরী কেমিক্যালস্ ব্যবহার করে এত তৃপ্ত হন!

BDH laboratory chemicals

বি ডি এইচ ল্যাবোরেটরী কেমিক্যালস্ ডিভিশন গ্ল্যাক্সো ল্যাবোরেটরীস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড ডঃ এনি বেসান্ট রোড, বোম্বাই-১৮ ডবল্যু বি

কলিকাতা ও কাঠমুণ্ডুতে বিক্রেতা:
□ কমার্শিয়াল ইণ্ডিয়া, ৫৬/১, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, কলিকাতা ১ □ দোশী ব্রাদার্স, ১, পর্টুগীজ চার্চ স্ট্রীট, কলিকাতা-১ □ ইস্টার্ন সাপ্লাই এজেন্সী, ৩১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ □ ল্যাবোরেটরী কেমিক্যাল কোং, ৫৫/১১৪, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, কলিকাতা-১ □ ইণ্ডো-ইউরোপীয়ান এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ৬৭, এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা-১ □ কল্পনা ট্রেডিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ, টেবাহাল নাছান নিউ রোড এক্সটেনশন কাঠমুণ্ডু নেপাল।

ট্রেড মার্ক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

"নারায়ণ" মার্কা আলকাতরা ভারত গভর্নমেন্টের ১৯৫৮ সালের ট্রেড এণ্ড মার্চেণ্ডাইস মার্কস্ এ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিস্ট্রীকৃত ট্রেড মার্ক নং ২৫৭৬৩৬ ক্লাশ ১৯।

উক্ত ট্রেড মার্ক মেসার্স তারাপদ পাল ও মহানন্দ মণ্ডল কলিকাতা সহরে ও অন্যান্য স্থানে আলকাতরা দ্রব্যের বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত ট্রেড মার্কের নকল করিলে বা তাহার অপব্যবহার করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

শ্রীতারাপদ পাল, একমাত্র স্বত্বাধিকারী তারাপদ পাল ও মহানন্দ মণ্ডল ৬৭/৪৮, স্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-৭

(৬৮৯৪এ)

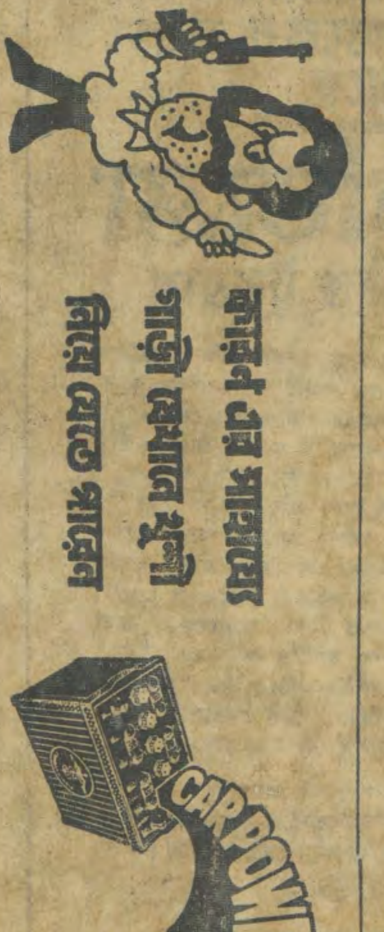

আপনিও পেতে পারেন বৌকি
নিয়মিত ভাবে রোজ রাত্রে মাখুন

প্রিয়া কোল্ড ক্রীম
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই কানপুর • দিল্লী

আয়োডেক্স®
পেশীর ব্যথায় ও পেশীর পরিশ্রমে মালিশ করুন
নিশ্চিত আরাম পাবেন

■ বেদনার প্রকৃত উপশম হয়
■ ফোলা ও প্রদাহ কমায়
■ দেহের ক্ষতিগ্রস্ত কোষসমূহ সারিয়ে তোলে

ASP-SKF-4A-BEN

বেদনার কবল থেকে প্রকৃত আরাম পেতে হ'লে আয়োডেক্স

আয়োডেক্স
মোচকানোর যন্ত্রণায় ● ফোলা ও প্রদাহে ● পেশীর ব্যথায় ও পেশীর পরিশ্রমে ● পিঠের ব্যথায়, ● গাঁটের ব্যথায়

® রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক
স্মিথ ক্লাইন এণ্ড ফ্রেঞ্চ-এর তৈরী

EXTEND YOUR HELPING HAND!

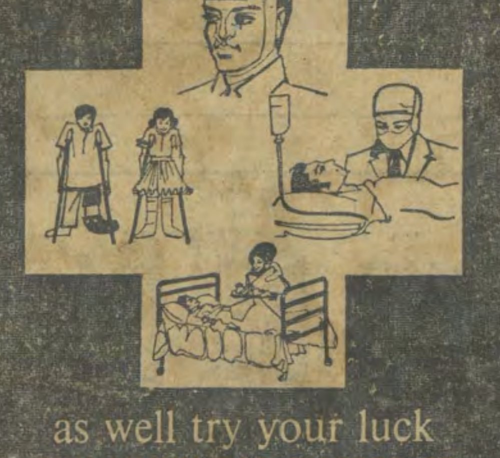

as well try your luck
BUY LUCKY BAG TICKETS OF
HARYANA RED CROSS
Re. 1/- per ticket

প্রথম পুরস্কার ১,০০,০০০ টাকা

এবং শত শত গ্যারাণ্টি প্রদত্ত নগদ পুরস্কার

বাংলাদেশের শরণার্থী ও ওড়িশায় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধদের ত্রাণ-কার্যে হরিয়ানা রেড ক্রস দুটি জিপ এবং হাজার হাজার টাকার বস্ত্র, কম্বল ও শাল দান করেছেন।

॥ এজেণ্টদের জন্য বিশেষ প্রোৎসাহ ॥

টিকেট প্রাপ্তিস্থান

অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি
হরিয়ানা স্টেট ব্রাঞ্চ ১৬-এ চণ্ডীগড় ফোন: ২০৩২৭

ক্যাম্প অফিস রুম নং ১৯
হোটেল কণ্টিনেণ্টাল অ্যানেক্স কনট প্লেস নয়াদিল্লি—১ ফোন: ৪০৯৮৯

এবং সকল খ্যাতনামা লটারি এজেণ্ট

NewFolds

দাশগুপ্তার উইণ্টোজেনো

স্নায়ু, সর্দি এবং
পেশীর ব্যথার জন্য
সন্ধিতে বেদনা পেটে বাত, মাথা ব্যথা, বুকে সর্দি, গলকত, মোচুনী, মচকান, ঘাড় আড়ষ্ট ইত্যাদি।
সমস্ত কেমিস্টের দোকানে
পাওয়া যায়।

শোক-সংবাদ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুক্রবার সকালে কলকাতায় ৭৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের ছাত্র অলোকেন্দ্রনাথ চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য-বিদ্যায় যথেষ্ট দক্ষতা এবং নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে তাঁর চিত্রশিল্পের একটি একক প্রদর্শনী কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও বহু প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'ডাকঘর' নাটকে তিনি অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেন। 'ছবির রাজা ও বিনু ঠাকুর' এবং 'এ্যারাবিয়ান নাইটসের গল্প'—এই গ্রন্থ দুটির তিনি রচয়িতা। মৃত্যুকালে তিনি সহধর্মিণী, দুই পুত্র অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীসুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুই পুত্রবধূ এবং দুই পৌত্র রেখে গেছেন।

কূটনীতিকদের স্বদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এখনও চলছে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর—আজ একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন, পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় কূটনীতিক ও ভারতে নিযুক্ত পাকিস্তানী কূটনীতিকদের নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য সুইজারল্যান্ড এখনও চেষ্টা করছে। —ইউ এন আই

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বারস অব কমার্স—গ্রেস একসচেঞ্জে সাধারণ সভা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ—১১টায় বিজ্ঞান কলেজ ভবনে (৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড) দুদিন-ব্যাপী সতীর্থ সম্মেলনের উদ্বোধন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগেরও আজ পুনর্মিলন উৎসব—৯২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে। হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম—৫টায় ৪ নস্করপাড়া লেনে স্বামী যোগস্বরূপানন্দ মহারাজের শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও আলোচনা। মুক্ত মেলায় স্বাধীন বাংলাদেশ দিবস—বিকালে মুক্ত মেলায় বাংলাদেশ দিবস পালন উপলক্ষে শিল্পী ও কবিদের গান ও কবিতা পাঠ। কানুশ্বিয়া সমবায় ব্যাংক—৩টায় ১৫৬ স্বামী বিবেকানন্দ রোড হাওড়ায় বাংকের নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন, রবিবার সকাল ৮টায় সাধারণ সভা। বলরাম মন্দির—৫টায় রামকান্ত বসু স্ট্রীটে স্বামী নিরাময়ানন্দজীর শ্রীশ্রীগীতা ব্যাখ্যা। চন্দননগর ইনস্টিটিউট—৬॥টায় ডঃ প্রফুল্ল সরকারের শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে আলোচনা। বিকাশ ভারতী জনকল্যাণ সমিতি—৩টায় মণ্ডগ্রাম শিশু হাসপাতালের উদ্বোধন, সভাপতি সাংবাদিক শ্রী ডি এন দাশগুপ্ত। উদ্বোধক কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী অধ্যাপক এ কে কিসকু। জনসভা—৫টায় কুমারটুলি পারকে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি—৪॥টায় দ্বারভাঙ্গা হলে তাজউদ্দীন আমেদ, কামরুজ্জমান ও বাংলাদেশের অন্যান্য নেতাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন। ছাত্র ব্লক যুব লীগ—২টায় কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত, পরে মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ।

যুগান্তর ও যুগান্তর সহযোগী বিপ্লবীগোষ্ঠী—রবিবার সকাল ৬টা থেকে সারাদিন ক্রেম ব্রাউন ইনস্টিটিউটে প্রীতি সম্মেলনী।

শিশু সংগীত সম্মেলন—রবিবার সকাল ৯টায় কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন।

গুণী সংবর্ধনা—রবিবার সকাল ১০টায় মিলন সংঘের উদ্যোগে বিড়লা আকাদেমি হলে (১০৭ সাদার্ন এভিনিউ) অনুষ্ঠান সভাপতি ডঃ রমা চৌধুরী।

পুনর্মিলন উৎসব—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের পুনর্মিলন উৎসব আজ শনিবার দুপুর ১-৩০টা এবং রবিবার সকাল ১১টায় ৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোডস্থ বিজ্ঞান কলেজ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা

	দিবা জোয়ার	রাত্রি আরম্ভ	দিবা ভাটা	রাত্রি আরম্ভ
শনিবার—	১১-২৭	১১-৪৫	৩-৫৩	৩-৪৮

দীপাবলী উৎসব আনন্দ মিছিল

স্টাফ রিপোর্টার

যুদ্ধাবসানে অগ্রদীপ উঠে যাওয়ার পর শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে কলকাতা ও শহরতলি আবার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দোকানপাট, রাস্তাঘাট, বাজার আবার জনাকীর্ণ হয়। যেসব রাস্তার আলোতে ঠুলি লাগানো হয়েছিল, সেগুলি খোলা শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিতে এদিন রাজ্য নব কংগ্রেস-এর আহ্বানে বহু গৃহে চিরাচরিত বাঙালী প্রথায় দীপাবলী পালিত হয়। মেয়েরা প্রদীপ জ্বালিয়ে গৃহ সজ্জিত করেন। উলুধ্বনি ও শংখধ্বনি শোনা যায় ঘরে ঘরে—বিশেষ করে শরণার্থী শিবিরে। সেখানেও তাঁরা সারি সারি আলো জ্বালিয়ে বিজয়োৎসব পালন করেন।

সরকারী অফিসে পূর্বতন সময়সূচি প্রবর্তন

সোমবার থেকে সরকারী অফিস-সমূহে হাজিরা ও ছুটির পূর্বেকার সময়সূচি অবার বলবৎ হচ্ছে। অগ্রদীপের জন্য কিছুদিন ধরে সকাল সাড়ে ৯টায় হাজিরা এবং ৪টায় ছুটি হচ্ছিল। সোমবার থেকে আবার সকাল সাড়ে ১০টায় হাজিরা এবং ছুটি সাড়ে ৫টায়।

আজ কলেজ শিক্ষক, ছাত্র, কর্মী মৌন মিছিল স্থগিত

আজ, শনিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতার অনুমোদিত কলেজগুলির ছাত্র, অধ্যাপক ও কর্মচারীদের যে মৌন মিছিল মার্কিন কনস্যুলেটের সামনে যাওয়ার কথা ছিল তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ ট্রেনে, বিমানে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর—খুব শীঘ্রই ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ইনডিয়ান এয়ারলাইনস-এর বিমান চলাচল শুরু করবে। ট্রেন চলাচল করতে আরও দুসপ্তাহ সময় লাগবে।

জানা গিয়েছে ভারত সরকার শুধু ভারত-বাংলাদেশ নয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল সম্পর্কেও ভাবছেন। এবিষয়ে তাঁরা বিমান কোম্পানিকে মোটামুটি প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আপাতত বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট এবং যশোরের মধ্যে বিমান চলাচল করবে।

এদিকে রেল কর্তৃপক্ষ শিয়ালদহ এবং যশোরের মধ্যে (বনগাঁ, বেনাপোল হয়ে) রেল চলাচলের ব্যবস্থা করছেন। এই রেলপথে কয়েকটি সেতুর কিছু ক্ষতি হওয়ায় ট্রেন চলাচলে আরও সপ্তাহ দুয়েক সময় লাগবে।

—ইউ এন আই

দিনপঞ্জিকা

আজ প্রতিপদ

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ২ পৌষ, ১৩৭৮ (২৭ অগ্রহায়ণ, ১৮৯৩ শক), ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১, ২৯ শওয়াল। প্রতিপদ রাত্রি ঘঃ ১টা পর্যন্ত। মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১০।২১ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।১৪।১৮ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫১।২৮ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ তিথ্যমৃতযোগ পূর্বে নাস্তি। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শনিবার ২ পৌষ, ১৩৭৮ (২৭ অগ্রহায়ণ ১৮৯৩ শক), ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১, ২৯ শওয়াল। প্রতিপদ রাত্রি ঘঃ ১।১।৪৭ সেঃ পর্যন্ত। মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১০।৫৮।৫৯ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।১৫।০২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫০।৬ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি কুলিকবেলাদিদোষ তিথ্যমৃতযোগ মাত্র। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

"আমুল বেবীফুড বিক্রয় কেন্দ্র"

জনগণের অবগতির জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় জনসাধারণ যাতে ন্যায্য মূল্যে তাঁদের প্রয়োজনীয় বেবীফুড পেতে পারেন তার জন্য আমরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেবীফুড বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এই ব্যবস্থা মেসার্স ভোলটাস্ লিমিটেড, কলিকাতার, সক্রিয় সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে এবং এই ব্যবস্থা সরবরাহ স্বাভাবিক থাকা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এ ব্যাপারে আমরা জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রতিষ্ঠানের নাম	তারিখ	সময়
১। বাগড়ী মার্কেট (এসোসিয়েশন পুল) ৭১, ক্যানিং স্ট্রীট, কলি-১	শনিবার	বেলা ২টা হইতে
২। সিটি ভ্যারাইটি স্টোর্স ২১২এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭	সোমবার	সকাল ৯টা "
৩। রাজাকাটরা (পানপোস্তা) ১৬৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭	বুধবার	বেলা ২টা "
৪। লেকভিউ স্টোর্স ৫৬এ, লেকভিউ রোড, কলি-২৯	শুক্রবার ও শনিবার	" ২টা "
৫। অপর্ণা ট্রেডিং করপোরেশন (এজেন্সি ডিপার্টমেণ্ট) ৩৭, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলি-৪	বৃহস্পতিবার	" ২টা "
৬। ধীরেন্দ্রনাথ দে এণ্ড ব্রাদার্স ১০৬, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলি-২৩	রবিবার	সকাল ৯টা "
৭। কমলা স্টোর্স এ-৮২-৮৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২	রবিবার	" ৯টা "
৮। ইণ্ডিয়া ট্রেডিং এজেন্সি ৬০বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি-৬	রবিবার	" ৯টা "
৯। মিত্র এণ্ড কোঃ ১৩৩, বিধান সরণী, কলি-৪	রবিবার	" ৯টা "
১০। শোভনালয় ১৬৭এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলি-১৯	রবিবার	" ৯টা "
১১। বোস ব্রাদার্স ১২০, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলি-২৫	রবিবার	" ৯টা "
১২। চন্দ্র এণ্ড সন্স ১৩২, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলি-৩৩	সোমবার	" ৯টা "

* বর্তমান দুষ্প্রাপ্যতার দিনে শিশুখাদ্য শিশুর প্রয়োজন ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজনে ব্যবহার সামাজিক অপরাধ।

✣ ✣ অতিরিক্ত মূল্য না দিয়ে এবং অতিরিক্ত মূল্য না নিয়ে দুর্ব্যমূল্য প্রতিরোধ করুন।

PROVISION & TOILET DEALERS ASSOCIATION, CALCUTTA.

কর্তৃক প্রচারিত

আনন্দ সংবাদ

বিনা অস্ত্রোপচারে

দৃষ্টিশক্তি

ফিরে পেতে সাহায্য করে

বাগবাজারের প্রবীণ কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৫৫, বাগবাজার স্ট্রীট, কলি-৩) জানাচ্ছেন যে, গত বছর ৭ই অক্টোবর কোন সংবাদপত্রে সাধু প্রদত্ত এক আয়ুর্বেদীয় চক্ষুরোগের ঔষধের অত্যাশ্চর্য গুণের কথা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বহু চক্ষুরোগী তাঁর দৃষ্টিশক্তি (আইড্রপ) ব্যবহারে সুফল পেয়েছেন।

যদিও সবসময় রোগীদের চাহিদামত ঔষধ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না তথাপি জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(সি ৬১৭৮)

ভবানীপুর হরলালকার

WINTER REDUCTION SALE-এ

বহুপ্রকার শাল আলোয়ান, মলিদা, কোট, পাঞ্জাবী, কম্বল ও সোয়েটারে

২৫% বাদ

- Tweed সোয়েটার—২১,, ২৫,
- লেডিজ Flannel কোট—১২,, ১৩,
- লেডিজ Flannel চাদর—৫,
- জেন্টস Tweed কোট—৪৫,

বিভিন্ন অফিস কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান যাঁহারা একসঙ্গে বহু (থোক) রেডিমেড কম্বল, সোয়েটার ধুতি প্রভৃতি কিনিতে চান আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন—

আর. ডি. হরলালকা এণ্ড সন্স
৩৫, সুবার্বন স্কুল রোড
ফোন—৪৭-২৫৭২

তাড়াতাড়ি মারফি মহারাজা লোভনীয় প্রতিযোগিতায় যোগ দিন

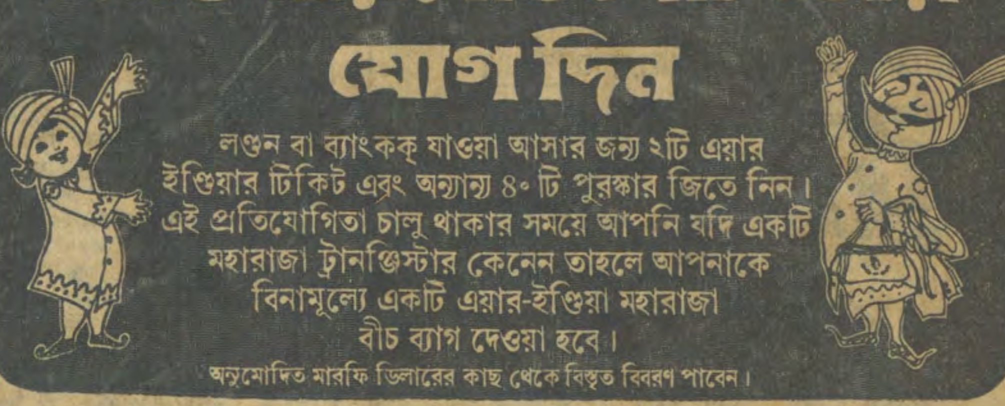

লণ্ডন বা ব্যাংকক্ যাওয়া আসার জন্য ২টি এয়ার ইণ্ডিয়ার টিকিট এবং অন্যান্য ৪০ টি পুরস্কার জিতে নিন। এই প্রতিযোগিতা চালু থাকার সময়ে আপনি যদি একটি মহারাজা ট্রানজিস্টার কেনেন তাহলে আপনাকে বিনামূল্যে একটি এয়ার-ইণ্ডিয়া মহারাজা বীচ ব্যাগ দেওয়া হবে।

অনুমোদিত মারফি ডিলারের কাছ থেকে বিস্তৃত বিবরণ পাবেন।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Advertisement No. 51

Applications are invited for undermentioned posts. Age as on 1.1.1972 must be within the prescribed age limits but is relaxable for Government servants except where otherwise specified. Upper age limit relaxable up to 45 years for certain categories of displaced persons from East Pakistan, repatriates from Burma and Ceylon, and for persons who migrated from East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania. Upper age limit relaxable by five years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. No relaxation for others save in exceptional circumstances and in no case beyond a limit of three years. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified. Higher initial pay may be granted to specially qualified and experienced candidates except where otherwise specified.

Particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Post Box No. 186, New Delhi. Request for forms must specify name of post, advertisement number and item number and should be accompanied by self-addressed unstamped envelopes for each post at least of size 23 x 10 cms indicating thereon name of post for which forms are required. Commission may remit fee in the case of genuinely indigent and bonafide displaced persons from East Pakistan who migrated on or after 1st January, 1964, and to repatriates from Burma and Ceylon who migrated on or after 1st June, 1963 and 1st November, 1964 respectively. Separate application with separate fee required for each post. Candidates abroad may apply on plain paper if forms are not available and deposit fee with local Indian Embassy. If required, candidates must appear for personal interview. Closing date for receipt of applications with crossed Indian Postal Order for Rs. 8 (Re. 2 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) 17th January, 1972 (31st January, 1972 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Treasury receipts not acceptable.

One post at S. No. 14 permanent. Post at S. No. 9 permanent but appointment on temporary basis. Posts at S. Nos. 5, 10, 13, 15, 16 and 18 temporary but likely to be made permanent. Posts at S. Nos. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17 and one post at S. No. 14 temporary but likely to continue indefinitely. Post at S. No. 6 temporary.

Posts at (i), (iii) and one post out of three at (viii) of S. No. 5 reserved for Scheduled Castes candidates. Post at (v) of S. No. 5, posts at (i), (ii) and one post each at (iii) and (iv) of S. No. 15 reserved for Scheduled Tribes candidates. One permanent post at S. No. 14 reserved for Scheduled Castes candidates failing which reserved for Scheduled Tribes candidates. Post at S. No. 13 reserved for Scheduled Tribes candidates failing which reserved for Scheduled Castes candidates. Post at S. No. 4 and one post at S. No. 10 reserved for Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces on or after 1-11-1962 during the Emergency and are later released/invalided owing to disability attributable to Military Service/due to be released. These posts are to be treated as unreserved if suitable candidates belonging to the reserved categories are not available.

One post at S. No. 18 and one post at (iv) of S. No. 15 reserved for Scheduled Tribes candidates and are not to be treated as unreserved if such suitable candidates are not available.

Post at S. No. 17 reserved for Scheduled Castes candidates. Posts at S. Nos. 1, 2 and 8 reserved for Scheduled Tribes candidates. Candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes communities need only apply for these posts.

1. One Deputy Draftsman (Hindi), Official Language (Legislative) Commission, Legislative Department, Ministry of Law & Justice. Pay Rs. 1100—50—1300—60—1600. Age limit 50 years. Qualifications essential (i) Should have 10 years' experience as a Member of a State Judicial Service, or not less than 10 years' experience in a superior post in the Legal Department of a State, or not less than 10 years' experience in legal affairs or [illegible]

[illegible]

... trative experience in the field of medical relief/medical research, medical education or public health organisation.

5. Eleven Junior Specialists, One Each in the speciality of (i) Anaesthesiology, (ii) Ophthalmology, (iii) Radiology, (iv) Microbiology, (v) E.N.T., (vi) Skin & V.D., (vii) Two in Obstetrics & Gynaecology and (viii) Three in Surgery, Health & Family Planning Department, [illegible]

[illegible]

... Ministry of Health & Family Planning (Department of Health). Supertime Grade II of the Central Health Service, Class I. Pay Rs. 1300—60—1600—100—1800 plus non-practising allowance of Rs. 600 p.m. Age limit 50 years. Qualifications essential (i) Same as (i) in item 3 above. (ii) Post-graduate degree qualifications in Pathology, viz., M.D. (Path.), M.D. (Path. & Bact.), M.Sc. (Path.), M.Sc. (Path. & Bact.), Ph.D. (Path. & Bact.), D.Sc. (Path. & Bact.) or equivalent. (iii) 12 years' standing in the profession. (iv) At least six years' experience as Associate Professor/Assistant Professor/Reader in Pathology in a medical college/teaching institution after the requisite post-graduate degree qualifications out of the aforesaid 12 years' standing. (v) Extensive practical and adminis- [illegible]

9. One Assistant Marketing Officer (Tobacco Grading Scheme), Directorate of Marketing & Inspection, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture. Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age limit 35 years. Qualifications essential: Same as in item 8 above.

10. Three Assistant Training Officers, Central Health Transport Organisation (Department of Family Planning), Ministry of Health & Family Planning. Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age limit 35 years. Qualifications essential (i) Degree or Diploma in Mechanical Engineering or Automobile Engineering of a recognised university or institute or equivalent. (ii) For degree holders two years' and for diploma holders five years' experience of maintenance of transport fleet or training of employees in fleet maintenance with experience of preparation of project reports for development maintenance organisation.

11. One Junior Scientific Officer, Directorate General of Inspection, Department of Defence Production, Ministry of Defence. Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30— [illegible]

[illegible]

... Master's degree in the relevant subject of a recognised university or equivalent. Or Second class Master's degree with Honours or Special Honours in the relevant subject of a recognised university. Or Second class Master's degree with Doctorate in the relevant subject of a recognised university. Or Second class Master's degree in relevant subject of a recognised university or equivalent with three years' experience of teaching Honours classes/five years' experience of teaching degree classes.

16. One Lecturer in Statistics, Government Degree Colleges, Tripura, Government of Tripura. Pay Rs. 275—15—350—20—390—EB—20—550—EB—20—650. Age limit 35 years. Qualifications essential: First class Master's degree in Statistics, or second class Master's degree in Statistics with Honours or Special Honours in Statistics, or second class Master's degree in Statistics with a Doctorate in Statistics, or a second class Master's degree in Statistics with three years' experience of teaching in Honours classes/five years' experience of teaching in degree classes.

17. One Analyst, Department of Family Planning, Ministry of Health [illegible]

[illegible]

CORRIGENDA

[illegible]

2. One Reader in Physics, Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education & Research, Dhanvantri Nagar, Pondicherry. Reference item 3 of Commission's Advertisement No. 31, published on 1-8-1970. It is notified for general information that the post is in General Central Service Class I (Gazetted) and the scale of pay of the post is Rs. 570—30—600—35—670—EB—35—950. The post is permanent but the appointment will be made on temporary basis. Other conditions remain unchanged. Closing date for receipt of applications extended upto 17-1-1972 (31-1-1972 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Those who have already applied need not apply again.

INDIAN NAVY EXAMINATION, JULY 1972

The Union Public Service Commission will hold a competitive examination commencing on 4th July, 1972 for selection of Special Entry Cadets for Indian Navy. *Age limits:* Candidates must have been born not earlier than 2nd January, 1953 and not later than 1st January, 1956. These age limits can in no case be relaxed. *Qualifications:* Intermediate or equivalent. Applications from candidates who have appeared or intend to appear at intermediate or equivalent examination acceptable provisionally. Full particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, by remitting Re. 1 by money order or on cash payment at counter in the Commission's Office. Candidates must clearly state on money order coupons "Indian Navy Examination, July 1972" and also give their names and full postal addresses in block letters. Postal orders or cheques or currency notes not acceptable in lieu of money orders. Full particulars and application forms also obtainable free from Naval Authorities at Ports. Completed applications must reach Union Public Service Commission by 14th February, 1972 (28th February, 1972 for candidates residing abroad and in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands).

560 (38)/71

"বাংলাদেশের জনগণকে তাঁদের এই বিজয়লগ্নে অভিনন্দন জানাই.... যে সমস্ত বীর এই সংগ্রামে জীবন আহুতি দিয়েছেন, ভারত চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের আত্মত্যাগ স্মরণ করবে এবং তাঁদের পরিবার পরিজনের জন্য আমাদের হৃদয় ভরপুর হয়ে রয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

স্টেট ব্যাংকও
নবজাত জাতিকে অভিবাদন
জানাচ্ছে এবং
ন্যায়যুদ্ধের শহীদগণের প্রতি
আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছে

হিন্দুস্থান ডেয়ারী এণ্ড ফার্ম · কলিকাতা-২৮
সুরভী বিশুদ্ধ ঘৃত

"আজকের গান"

কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ময়দান সভায় (৩ ডিসেম্বর) একটি দেশাত্মবোধক তথ্যচিত্রের মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। ছবিটির নাম "আজকের গান।" পরিচালনার দায়িত্বে আছেন শ্রীমিহির ঘোষ। সুরকার : ডঃ যশোদাদুলাল মণ্ডল। শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ধারাভাষ্য পাঠ করবেন।

বহুরূপী সংস্থা তাঁদের নতুন নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় করবেন ১৯ ডিসেম্বর বিকাল ৩টায়, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আরটস মঞ্চে। নাটকের নাম : "চোপ, আদালত চলছে।"

আধারণ সর্দি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে

রাবেক্স মালিশ করুন, সর্দি যখন লাগতে পারে, রাবেক্স তখন আপনাকে রক্ষা করে— আর সর্দি যদি লেগেই থাকে রাবেক্স আপনাকে দেবে আরাম।
রাবেক্স
সর্দির মলম
কড়া কিন্তু জ্বালা করে না
৬৫ গ্রাম ও ২০ গ্রামের শিশি এবং ৬ গ্রামের কৌটায় পাওয়া যায়।
অ্যালেম্বিক'এর হোমপ্রো ডিভিশন'এর উৎপাদন
everest/1233/ACW ben

একটি নাট্যোৎসব

বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি-আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী নাট্যোৎসব কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত হল ৬-১০ ডিসেম্বর। প্রতিদিনই অভিনয় হয়েছে সন্ধ্যায় অপ্রদীপের কলকাতায়। ওই পরিস্থিতিতেও উৎসবে যে রসিকজনের সমাগম মোটামুটি হয়েছে, সেইটাই উদ্যোক্তাদের পক্ষে আশা ও আনন্দের বিষয়। নাট্যানুরাগীরা দলে দলে এসেছেন চতুর্থ দিনের অভিনয় আসরে, বহুরূপী সংস্থা যেদিন উপস্থিত করেন তাঁদের নতুন নাটক—একটি মারাঠী নাট্যের বাংলা রূপান্তর 'চোপ, আদালত চলছে।' সেদিন, শুনেছি, দর্শকের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী; প্রেক্ষাগৃহ প্রায় পূর্ণ।

৬ ডিসেম্বর "বাংলা নাট্যমঞ্চ" অভিনয় করেন "মুদ্রারাক্ষস।" দ্বিতীয় দিন অভিনীত হয় নান্দীকারের "বীতংস।" ৮ ডিসেম্বর রূপকথার "বাংলার মাটি" (রচনা : তুলসী লাহিড়ী)। ৯ ও ১০ ডিসেম্বর বহুরূপী অভিনয় করেন যথাক্রমে "চোপ, আদালত চলছে" (মূল রচনা : বিজয় তেণ্ডুলকর) ও "দশচক্র।"

উৎসবের তিনটি নতুন প্রযোজনার মধ্যে, দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, মাত্র একটি দেখতে পেরেছি। নান্দীকারের "বীতংস।" এখানে তারই কিছু পরিচয় দেব। বহুরূপীর নতুন নাটক এবং রূপকারের "বাংলার মাটি" পরে দেখা এবং আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে, আশা করি।

"বীতংস", জানিয়েই দেওয়া হয়েছে, জোসেফ কেসেলরিং-এর "আরসেনিক অ্যান্ড ওল্ড লেস" নাটকের রূপান্তর। প্রসঙ্গত, উৎসবের পাঁচটি নাটকের মধ্যে "বাংলার মাটি" ছাড়া সব কয়টিই মূল দেশী বা বিদেশী নাট্যের বাংলা রূপান্তর অথবা অনুবাদ। আবার নান্দীকারের এ-পর্যন্ত যত নাট্য দেখা গিয়েছে তারও অধিকাংশের উৎস বিদেশী রচনা। বাংলার মাটিতে বিদেশী ফুলের গাছ কিন্তু তাঁরা একরকম বসিয়ে দিতে পারেন, এক ধরনের ফুলও পারেন ফুটিয়ে দিতে। স্বী-করণ সার্থক হয় কতখানি, সে অন্য প্রসঙ্গ; বিশেষ করে বলবার কথা এই, তাঁরা ঋণ স্বীকারে একটুও কুণ্ঠিত নন। এই সততা প্রশংসনীয়।

"বীতংস"র বেলাতেও তাঁরা ফুল ফুটিয়ে দিয়েছেন। মানে, মজাটা দিব্য দিয়েছেন জমিয়ে। নাটকের মজা কী নিয়ে? হত্যা! দুই প্রৌঢ়া, ধর্মপ্রাণ, বিধবা মহিলা বিশেষ কিছু কিছু লক্ষণ মিলিয়ে মানুষ খুন করেন। চা-য়ে বিষ দিয়ে। তারপর তাদের সদ্গতির জন্য সারারাত কীর্তন করেন। কাজটা ও'দের কাছে খানিকটা নেশার মত—আবার এক পরম পুণ্যকর্মও যেন। এ-ব্যাপারে ওঁদের না আছে অপরাধবোধ, না নিজেদের জন্য ভয়ভাবনা। ভয়ভাবনায় কণ্টকিত বরং ও'দের ভাইপো শুভরঞ্জন। সে যখন ব্যাপারটা জানতে পেরেছে, তখন খুনের সংখ্যা ঠেকেছে এক ডজনে। পিসীদের কীভাবে আইনের বজ্রমুষ্টি থেকে বাঁচাবে, এই তার সমস্যা। সেইসঙ্গে আরও সমস্যা ছিল—যেমন, এক পাগল ভাইয়ের, ওর নিজের প্রেম সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি। তদুপরি ওদের বাড়িতে এসে জুটেছে শুভরঞ্জনের ফেরার দাদা বিশ্বরঞ্জন, যার হাতও আবার "খুনে", সামান্য কারণে যে-হাত মানুষের গলা-টেপার জন্য নিস্পিস করে।

এই সব সমস্যা থেকে ক্ষণে ক্ষণে নানা সংঘাত ও সংকটের সৃষ্টি। ঘটনাগুলি অবাস্তব নিশ্চয়ই, তারই মধ্যে কিন্তু রয়েছে কৌতুক-নাট্যোচিত এক ধরনের লজিকের বন্ধনও। গতিবেগে স্বচ্ছন্দ, কখনও রীতিমত ক্ষিপ্র, এ-নাটকে কৌতুকের সঙ্গে কৌতূহল রচনার কৌশল চমৎকার। আর আছে সংলাপের মজা—যা সরস, উপভোগ্য; সুবন্ধ নাটককে এগিয়ে দিতেও যা সাহায্য করেছে।

সব মিলিয়ে অতিশয় উপভোগ্য একটি কমেডি। এখানে তার বেশী দাবি অচল। সমাজের কদর্য চেহারা এই গল্পে খুঁজতে যাওয়া কষ্টকর প্রয়াস। দুই প্রৌঢ়ার গৌরাঙ্গ-ভজন-সহ নির্বাধ খুনে কাণ্ডের মধ্যে চিরকালের অথবা সমকালের কিছু মানুষের আদর্শ-নামে-হিংস্র-মত্ততার ছবি ফুটেছে এমন একটা কল্পনাও হাস্যকর। আসলে দর্শকের সামনে অদ্ভুত যেসব কাণ্ড ঘটছে, সেখানে উদ্ভট মজার অতিরিক্ত কোনও মাত্রা আরোপের চেষ্টা এই প্রযোজনায় নেই। আর মানুষের প্রাণের দাম আজ সবচেয়ে সস্তা—এই নিষ্ঠুর সত্যই যদি নান্দীকারের তুলে ধরবার ইচ্ছা, তবে গৌরাঙ্গদেব কেন, রাজনীতির বাঘা বাঘা দেবতাদের নাম নিলেই তো হত। সেই সাহসটুকু যখন নেই, তখন তাৎপর্যের কথা না বলাই ভাল।

হাসি আর মজার উপকরণ শিল্পীদের অভিনয়ে সার্থক রূপ পেয়েছে, এ-কথা অবশ্যই নির্দ্বিধায় বলব। দুই পিসী দীপালি চক্রবর্তী ও লতিকা বসু—দুজনেই অপূর্ব অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে শ্রীমতী বসু; তাঁর হাঁটার ভঙ্গীটা অভিনয়ের একটা অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভরঞ্জনকে সহজে ভোলা যাবে না। অস্থিরতার এমন সাবলীল রূপ দেখিনি। দর্শককে তিনি তাঁর উদ্বেগের শরিক করে রেখেছেন—এই কৌতুক-নাট্যেও। আর যাঁরা রসের যোগান দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন কেয়া চক্রবর্তী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ ঘোষ, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, পরিমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভূমিকায় চমৎকার।

মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা সহজ, সুন্দর। নাটকটির নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়; মূল রচনার বাংলা রূপান্তরের কৃতিত্বও তাঁর।

—নাট্য সমালোচক

সংবাদ-কণা

ঝঙ্কার সংস্থার বার্ষিক উৎসব আগামী ১৯ ডিসেম্বর বিকাল তিনটায়, রবীন্দ্র-সদনে।

"জীবন থেকে নেয়া" চিত্রের একটি দৃশ্য

শিল্পীর স্বপ্ন – বাস্তবে রূপায়িত

শ্রীবিভূতি রায়-কৃত একটি সুন্দর অল্প দৈর্ঘ্যের চিত্রের একটি বিশেষ প্রদর্শনী সম্প্রতি জ্যোতি সিনেমার মিনিয়েচার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল। দুই রিলের ছবি, নাম "অনন্তর স্বপ্ন।" অনন্ত অর্থাৎ অনন্ত মালাকার, যাঁর শোলা-কারুকৃতির উৎকর্ষ তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এনে দিয়েছে।

"অনন্তর স্বপ্ন" এক শিল্পীর স্বপ্ন, যে-স্বপ্ন একদা বাস্তবে রূপায়িত। বর্ধমান জেলার একটি অখ্যাত গ্রামের অধিবাসী অনন্ত মালাকার তাঁর সৃজন-প্রতিভা দিয়ে এমন কিছু গড়ার কথা ভাবতেন, যা তাঁর দেশের মানুষকে আনন্দ দেবে। তাঁর কল্পনায় ছিল একটি দুর্গা প্রতিমার রূপ। কীভাবে, নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে, তিনি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করলেন, ছবিটির দৃশ্যে দৃশ্যে তা প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীমালাকার-নির্মিত দুর্গা প্রতিমাটি তাঁর শোলা-কারুকৃতির একটি অনবদ্য নিদর্শন।

শোলা-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি বেতার সাক্ষাৎকারে তিনি যা বলেছেন ছবির এক অংশে তা স্থান পেয়েছে। এই সাক্ষাৎকার-পর্যায়টি মূল্যবান, তথ্যবাহী। সুনির্মিত চিত্রটির আলোকচিত্রশিল্পী অঞ্জন গুপ্ত, সুরকার ওসতাদ বাহাদুর খাঁ। ভাষ্যপাঠ করেছেন বরুণ হালদার।

গীতি-আলেখ্য "বিক্ষুব্ধ বাংলা"

"তোমার যা খুশি তাই কর", বাংলা দেশের প্রখ্যাত সংগীত-শিল্পী আবদুল জব্বারকে কথাটা বলেছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। ১৯৬৯ সনে। তার ফলে জব্বার তার সহযোগী শিল্পী বন্ধু আপেল মেহমুদের সাহচর্যে গড়ে তোলেন "বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী।" সুর ও ছন্দ দিয়ে দেশের মানুষকে কঠিন শপথে উদ্দীপ্ত করাই ছিল যাঁদের মূল উদ্দেশ্য।

গত ১২ ডিসেম্বর সকালে প্রিয়া সিনেমায় বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশন করলেন "বিক্ষুব্ধ বাংলা" গীতি-আলেখ্য। তাছাড়া দেশাত্মবোধক সংগীত, যা ও'রা ওপারে গাইতেন।

১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্টের পর আজকের মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই "বিক্ষুব্ধ বাংলা" (রচনা : দিলীপ সোম।) ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবর, পাক-সামরিক শক্তির বাংলা সংস্কৃতি তথা রবীন্দ্র-সংগীত বিরোধিতার পটভূমিকায় গানে এবং কথায় পরিবেশিত এই গীতি-আলেখ্যটি অনেকদিন মনে থাকবে। সমবেত কণ্ঠে "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা", "সাড়ে সাত কোটি মানুষের", "বাঁধ ভেঙে দাও" "এবার উঠেছে মহা ঝড় আলোড়ন", "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি", প্রভৃতি গান গাওয়া হয়েছিল। রূপা খান, আবদুল জব্বার, মোকসেদ আলি, অজিত রায় আপেল মেহমুদ ও অন্যান্য শিল্পী একটি করে গান শোনান।

সমবেত কণ্ঠে গাওয়া দুইটি গানে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি। গান দুটি হল : "আমার সোনার বাংলা" ও "জনগণমন"—বাংলাদেশ ও এই দেশের জাতীয় সংগীত। —নিজস্ব প্রতিনিধি

উপভোগ্য গানের আসর

রবীন্দ্র-সংগীত ও নজরুল-গীতির একক আসর আজকাল খুব জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার আরও একটি প্রমাণ ৫ ডিসেম্বর সকালে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আরটস প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতৃ-সমাবেশে পাওয়া গেল। "পুনশ্চ" সংস্থা-আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানের দুই শিল্পী ছিলেন : অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুপ ঘোষাল।

এই প্রভাতী আসরে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যে পনেরটি রবীন্দ্র-সংগীত গাইলেন তার অধিকাংশই প্রভাতী রাগে নিবদ্ধ। প্রত্যেকটি কিন্তু রসে ও মেজাজে স্বতন্ত্র। বিশেষ করে শ্রোতাদের ভাল লেগেছে : "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক", "না বাঁচাবে যদি", "ও দেখা দিয়ে চলে গেল", "যেয়ো না যেয়ো না...।"

শ্রীঘোষাল একের পর এক কয়েকটি নজরুল-গীতি শোনালেন। তাঁর গলা তৈরি, শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার লক্ষণ যেখানে স্পষ্ট। তাঁর প্রথম গানটি ছিল, "অঞ্জলি লহ মোর সংগীতে"—তিলঙ রাগের উপর। শেষ গান : "বিদায় সন্ধ্যা আসিল।" মাঝে তিনি গাইলেন ভৈরবী গজল "বাগিচায় বুলবুলি", হোরি ঠুংরির "আজি নন্দদুলাল", মিশ্র পিলুতে বাঁধা "এসো নিরঞ্জন প্রিয়", ভাটিয়ালি ও ঝুমুর ঢঙের যথাক্রমে "আমার সাম্পান যাত্রী", "ঝুম ঝুম ঝুমেরা" ইত্যাদি। সব কয়টি গানই সুগীত।

গত বছরের শ্রেষ্ঠ অল্প দৈর্ঘ্যের সমাজ-দলিল-চিত্র হিসাবে 'লেটেন্ট' নামে যে-ছবিটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে, এই পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও তৎসম্পর্কিত আলোচনায় তার উল্লেখ আছে; কিন্তু, দুঃখের বিষয়, ছবিটির পরিচালকের নাম সেখানে নেই। ছবিটি পরিচালনা করেন শ্রীবিপ্লব রায় চৌধুরী; সংশ্লিষ্ট চিত্রনাট্য তাঁরই রচনা।

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

"জীবন থেকে নেয়া" আগামী সপ্তাহে

আগামী সপ্তাহে কলকাতায় মুক্তির জন্য চিহ্নিত "জীবন থেকে নেয়া"—বাংলা দেশে তৈরি, একদা ওই অঞ্চলে যার প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শ্রীজহির রায়হান-পরিচালিত এই চিত্রটি উপহার দিচ্ছেন বাংলাদেশ হাই কমিশন। ওখানকার ছবি এপার বাংলার দর্শকরা দেখবার সুযোগ এই প্রথম পাবেন। ভারত সরকার চিত্রটিকে প্রমোদকর-মুক্ত করে দিয়েছেন।

বাংলা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিতে চিত্রটি নির্মিত। আন্দোলনের ব্যাপারটা প্রতীকধর্মী ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ছবিটি ২৪ ডিসেম্বর থেকে প্রিয়া, মিত্রা এবং জ্যোতি সিনেমায় দেখানো হবে।

সংসার

নর্মদা পিকচারসের প্রথম ছবি "সংসার" আগামী ২৪ ডিসেম্বর শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য চিহ্নিত। "সংসার" একদা রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়-নাটক "স্বীকৃতির" চিত্ররূপ। ওই নাটকের রচয়িতা শ্রীসলিল সেন ছবিটি পরিচালনা করেছেন। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপ দিয়েছেন : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সন্ধ্যারাণী, জহর রায়, নির্মলকুমার, শমিতা বিশ্বাস, নন্দিনী মালিয়া, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় চিত্রটির সংগীত পরিচালক।

শেষ কয়েক দিন
WINTER REDUCTION SALE
২৫% হইতে ৫০% কম
তন্তের উপযোগী GENT'S ও LADIES শাল, কোট ও স্যুট, সোয়েটার-এর বহু স্টক আসিল।
হরলালকা
• ৫২।১।১ কলেজ স্ট্রীট
• ৮৬, কলেজ স্ট্রীট (YMCA Bldgs)
• ৪৫ সি, গ্রে স্ট্রীট

এই ঘি দিয়ে তৈরী খাবার খেলে মন খুশীতে ভরে যায়
লক্ষ্মী ঘি

"দ্য প্রিস্টস্ ওয়াইফ"

আগামী সপ্তাহে নিউ এমপায়ার সিনেমায় আসছে "দ্য প্রিস্টস্ ওয়াইফ।" ফরাসী-ইতালীয় এই যুগ্ম প্রযোজনার প্রধান আকর্ষণ মারচেলো মাস্ত্রোয়ানি-সোফিয়া লোরেন জুটির অভিনয়। এবার নিয়ে সাতবার ওই দুই জনপ্রিয় 'তারকা' একসঙ্গে অভিনয় করলেন। এর আগে কলকাতার দর্শকরা এ'দের একসঙ্গে দেখেছেন "সানফ্লাওয়ার" চিত্রে।

দুরন্ত জয়

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের "দুরন্ত জয়" ছবির একটি জমকালো দৃশ্য সম্প্রতি অরোরা স্টুডিওতে তোলা হল। এমনিতে ছবিটি সাদা-কালোয় তৈরি। যে-বিশেষ দৃশ্যের কথা বলা হচ্ছে, সেটি অবশ্য ইস্টম্যানকালারে গৃহীত হয়। এটি ক্যাবারে নাচের দৃশ্য। ক্যাবারে-নর্তকীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীমতী রায়, নাইটক্লাব-গায়িকার সাজ নিয়েছেন শিখা ভট্টাচার্য।

শ্রীঅর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "দুরন্ত জয়" ছবির কাজ একরকম শেষ।

বড়দিন, নববর্ষ ও আনন্দোৎসবে অপরিহার্য্য
BARUA TRADE MARK ট্রেডমার্কই বড়ুয়ার অকৃত্রিম উৎকর্ষের একমাত্র পরিচয়
বড়ুয়া বেকারী প্রাঃ লিঃ
১২৩এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩ · ফোন ২৪-২১৯৪

ডায়মণ্ড®
চেন মৌলিক সরঞ্জাম

হিসাবে অ্যামব্যাসেডর • ল্যাম্ব্রেটা • পার্কিন্স • ভেস্পা • জাওয়া রাজদূত • টেম্পো • বুলেট – এবং অন্যান্য অনেক যানে ব্যবহার্য।
চেন বদলাবার সময় মনে রাখবেন যে আপনার যানের পক্ষেও এই চেনই সবচেয়ে উপযোগী।
FDSTIDI316RBEN

ইউবিআই এর নতুন সঞ্চয় ও আয় প্রকল্প
মাসিক আয়ের ফিকস্ড্ ডিপজিট স্কীম
সঞ্চয়ের ওপর এখন ফিকস্ড ডিপজিট সুদের হারে আয় প্রতিমাসে তুলে নিতে পারবেন

আপনাকে শুধু তিন হাজার বা তার বেশী টাকা কমপক্ষে তিন বছরের জন্য ইউবিআইতে রাখতে হবে। টাকা জমা দেবার একেবারে পরের মাস থেকেই আপনি এর সুবিধেগুলি পাবেন।

- দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না ; সুদের আয় মাসে মাসেই তুলুন।
- মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নিয়মিত একটা আয়ের ব্যবস্থা রাখুন।
- মাসিক আয় বাড়ানোর সুযোগ নিন।
- জমা টাকায় হাত পড়বে না, অথচ প্রতিমাসে নির্দিষ্ট আয় থাকবে।

এইপ্রকল্পে সঞ্চয় ও আয়ের নমুনা

জমা	জমা টাকায় মাসিক আয়		ফিকসড ডিপজিটে বার্ষিক সুদের হার
	৩ বছরের মেয়াদে	৫ বছরের বেশী মেয়াদে	
৩,০০০ টাকা	১৬.২৫ টাকা	১৮.১২ টাকা	৩ বছরের মেয়াদে ৬½%
১০,০০০ টাকা	৫৪.১৭ টাকা	৬০.৪২ টাকা	৩–৫ বছরের মেয়াদে ৭%
৫০,০০০ টাকা	২৭০.৮৩ টাকা	৩০২.০৮ টাকা	৫ বছরের উর্ধ্বে ৭¼%

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
UBF-3-8-71

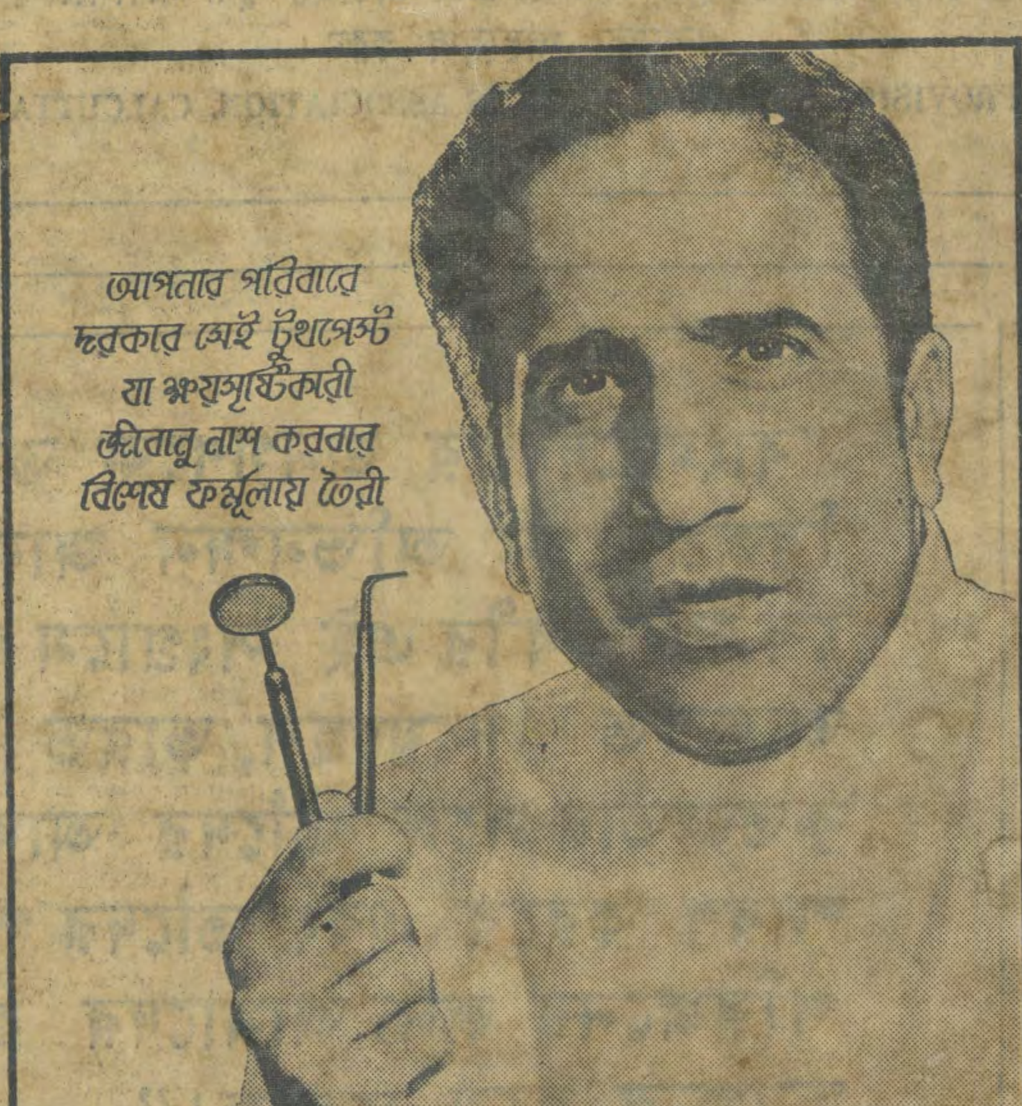
আপনার পরিবারে দরকার সেই টুথপেস্ট যা ক্ষয়সৃষ্টিকারী জীবাণু নাশ করবার বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী
একমাত্র সিগন্যালেই রয়েছে জীবাণুনাশক লাল ডোরা যা দাঁতের ক্ষয় রোধ করে—দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাস দূর করে
Signal
হিন্দুস্থান লিভারের গ্যারান্টি যুক্ত